তামিলনাড়ুর বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত ১৮

আজকাল

www.aajkaal.in কলকাতা ৬ বৈশাখ ১৪৩৩ সোমবার ২০ এপ্রিল ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১০ পাতা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

সেঁজুতি হাসপাতাল
NABH স্বীকৃত
কম খরচে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা
৯৭৩২৫ ৯৭৬৫৩, ৯০৭৩৮ ৮১৮৭৪,
৯৩৩৯৭ ৫৪৪৩০, ৯৭৩৩০ ২৫০৫২
মৌলালী, তালতলা, কলকাতা-১৩

বর্ধমান শহরে পদযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। রবিবার। ছবি: বিজয়প্রকাশ দাস

মহিলা বিল নিয়ে মিথ্যে বলছেন মোদি

এই সরকার টিকবে না, যাব যাব করছে: মমতা

আজকালের প্রতিবেদন

‘এই সরকার টিকবে না। যাব যাব করছে। কেন্দ্রের সরকার সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছে। পতনের প্রহর গুনছে। মহিলা সংরক্ষণ বিলের পেছনে ময়লা আছে। মহিলা বিল নিয়ে মিথ্যে বলছেন মোদি। আমরা ধরে ফেলেছি। জোট বেঁধে রুখে দিয়েছি।’ রবিবার তারকেশ্বর, কালনা এবং মন্তেশ্বর— তিনটি জনসভা থেকেই মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বলেছেন, ‘মহিলা বিল তো সংসদে আগেই পাশ হয়েছে। ২০২৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। ৪৫০ জন সাংসদ সমর্থন করেছেন। এতদিন চালু করেননি কেন? একটা বিল ক’বার পাশ করাবেন? ভোটের আগে বিজেপির চালাকি ফাঁস হয়ে গিয়েছে। আমরা মাত্র ২১ জন সাংসদকে পাঠাতে পেরেছি। বাকিরা নির্বাচনী প্রচারের জন্য যেতে পারেননি। শিবসেনা যায়নি, তাতেই এই অবস্থা! মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে আমি ’৯৮ সাল থেকে লড়াই করছি। লোকসভায় আমাদের ৩৭ শতাংশ, রাজ্যসভায় ৪৬ শতাংশ মহিলা সাংসদ। তোমাদের আছে?’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘মোদি সরকারের মহিলা সংরক্ষণ বিষয়টিতে ডিলিমিটেশন ব্যবহার করা রাজনৈতিক কৌশল। দেশে বিভাজন আমরা করতে দেব না। যদি সরকার সত্যিই মহিলাদের কথা ভাবত, তা হলে ’২৩ সালে পাশ হওয়া মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে অপেক্ষা করছে কেন? যখন বিভিন্ন রাজ্যে ভোট চলছে, তখন এই তাড়াহুড়ো কেন? কেনই বা ডিলিমিটেশন জোড়া হল? তৃণমূল কংগ্রেস দশকের পর দশক মহিলাদের পাশে রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এরপর যখন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন, সেটা যেন সংসদে দাঁড়িয়ে দেন।’

জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এদিন মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন, ‘আসলে বিলের সামনে মহিলা, তার পেছনে ছিল ময়লা। ডিলিমিটেশনের ময়লা। ওই বিল পাশ করিয়ে লোকসভা আসন ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করে দেশকে টুকরো টুকরো করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করেছিল। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন সরকারি গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রচার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাব। বিরোধীরা একজোট হলে বিজেপির জনবিরোধী কাজ রুখে দেওয়া যায়, তার প্রমাণ দেখেছে দেশ। মহিলা সংরক্ষণ আইনের আড়ালে এনআরসি, ডিলিমিটেশন করে মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর কারসাজি ফাঁস হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ পুড়ল। লোকসভা ভোটে বাংলায় হারিয়েছি, এবারও হারাব। বাংলা ভাগ করতে দেব না, দেশ ভাগ করতে দেব না। মাইনরিটি সরকার নিয়ে এত বড় অহঙ্কার? লজ্জাও করে না! সরকারি দূরদর্শন ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রচার করছে। নিজেরা হারবে জেনে ডিলিমিটেশন জুড়ে এই পরিকল্পনা করেছিল। আপনাদের দলে কত শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি রয়েছে? মহিলাদের টিকিট দেন না, দিলেও খুব কম।’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ‘ভুলেও ওদের দেওয়া কোনও ফর্মে সই করবেন না। যেটুকু আছে, সেটুকুও নিয়ে নেবে। তোমাদের বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও স্লোগান আদতে বেটি ভাগাও কর্মসূচি।

তথ্যসূত্র: মিল্টন সেন ও চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ডিলিমিটেশন: তৃণমূল

আজকালের প্রতিবেদন

রাজনৈতিক উদ্দেশে ডিলিমিটেশন। এর সঙ্গে মহিলা সংরক্ষণ বিষয়টি আইনে নেই। রবিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেছেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। অন্যদিকে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা বলেন, ‘বাংলার মাটিতে এসে প্রধানমন্ত্রী ধমকাচ্ছেন। আপনি পাড়ার মস্তানের মতো কথা বলছেন। এটা আপনাকে মানায়? উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। শশী পাঁজা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে এখন কথা বলছেন। আমরা এই বিল আনতে দিইনি। মহিলা সংরক্ষণ বিল মুখ থুবড়ে পড়েছে। তৃণমূল-সহ সমস্ত বিরোধী দল একজোট হয়ে আটকেছে। তিনি বলেন, নারী ক্ষমতায়ন কাকে বলে, দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান ২ কোটি ৪২ লক্ষ মহিলা। এর জন্য সংরক্ষণ বিলের প্রয়োজন পড়ে না, সদর্থক ভাবনার প্রয়োজন পড়ে। মহুয়া মৈত্র বলেন, ‘মহিলা সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে ডিলিমিটেশন জুড়ে দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি ভেবেছিল এই করে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভোটে জিতবে। সব ধরা পড়ে গেছে। ডিলিমিটেশনের সঙ্গে মহিলা সংরক্ষণ বিলের কোনও আইনি সম্পর্ক নেই। ২০২৩ সালেই এই বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গে ডিলিমিটেশন জোড়া হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। প্রতিমা মণ্ডল বলেন, ২০২৯ সালের দিকে তাকিয়ে এই বিল আনা হয়েছিল। সংবিধান সংশোধনী বিল নিজের ইচ্ছেমতো করা যায় না। মহাভারতে যুদ্ধ হয়েছিল দ্রৌপদীকে অপমান করার জন্য। ৪ তারিখ ফলে সব স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বর্ধমানের রাজপথে জনসমুদ্র

বিজয়প্রকাশ দাস
বর্ধমান, ১৯ এপ্রিল

শহর বর্ধমানের রাজপথে জনসমুদ্রে ভাসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে কাতারে কাতারে মানুষ পা মেলালেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। আর হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দু’পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রীকে জানালেন স্বাগত। উচ্ছ্বাস, আবেগ, ভালবাসার টানে মাঝে মাঝে মহিলাদের সঙ্গে হাত মেলালেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হাতে মহিলারা তুলে দিলেন গোলাপ ফুল। পদযাত্রা যত এগিয়েছে, ততই বেড়েছে ভিড়।

বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে রবিবার পূর্ব বর্ধমান শহরে পদযাত্রা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্ধমান স্টেশনের কাছ থেকে পদযাত্রা শুরু করেন তিনি। রাস্তার দু’পাশে রেল ওভারব্রিজে তখন অপেক্ষারত হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে পদযাত্রা শুরু করেন তৃণমূল নেত্রী। বর্ধমান পুরসভার সামনে দিয়ে পদযাত্রা এগিয়ে চলে। রাস্তার দু’ধারে কাতারে কাতারে মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা স্লোগান তোলেন ‘জয় বাংলা’। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের হাত নেড়ে অভিনন্দন জানান। অনেক মহিলা কর্মী দলের পতাকা নেড়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। সঙ্গে প্রার্থী খোকন দাসও নমস্কার করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পা মেলান। জনোচ্ছ্বাস আর রাস্তার দু’ধারে মহিলাদের উপস্থিতি এই কেন্দ্রের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। জিটি রোড ধরে পদযাত্রা এগিয়ে চলে বর্ধমান পুরসভার সামনে দিয়ে। পুরনো বাসস্ট্যান্ড তিনকোনিয়ায় থমকে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ফের ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে পদযাত্রা। হাত নেড়ে মানুষের উপস্থিতি ও ভালবাসাকে সম্মান জানান তিনি।

● এরপর ৩ পাতায়

বিজেপি আমাকে খুনের চক্রান্ত করছে: মুখ্যমন্ত্রী

মিল্টন সেন ও চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
তারকেশ্বর ও কালনা, ১৯ এপ্রিল

‘বিজেপি আমাকে খুনের চক্রান্ত করছে।’ রবিবার মন্তেশ্বরের সভা থেকে এমনই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বিজেপির কাছে মাথা নোয়াব না। বললেন, ‘বন্দুক চালাও। বুক পেতে দেব। কিন্তু তোমাদের অন্যায়ের সামনে মাথা নোয়াব না। আমি বিজেপির সমূলে বিনাশ দেখে যেতে চাই।’ রাখবেন, টাকার থেকে প্রাণ বড়। মান বড়। ভিন্‌রাজ্যের দেড় কোটি মানুষ তো বাংলায় করে খাচ্ছে।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক বা উৎসব, কর্মসংস্থান— কোনও কিছুতেই তোমার দেখা নাই। এখন ভোটের সময় ক’টা দালাল জুটিয়ে বাংলা দখল করতে এসেছ।’ সেই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি বাংলাকে ১০৫টি প্রকল্প দিয়েছি। দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান হয়েছে। এবার দুয়ারে স্বাস্থ্য চালু করব। ১ কোটি ৩০ লক্ষ কাঁচাবাড়ি পাকা করেছি। আগামী দিনে একটাও কাঁচাবাড়ি থাকবে না।

‘যুদ্ধের গাড়ি এসেছে, বাংলায় যেন যুদ্ধ হবে!’

কালনা ও মন্তেশ্বরের সঙ্গে এদিন হুগলির তারকেশ্বরেও জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সভা থেকে মমতার গুরুতর অভিযোগ, ‘যেসব রাজ্যে বিজেপি সরকার আছে, সেখানে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের ধর্মগ্রন্থ ছুঁইয়ে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার শপথ করানো হচ্ছে। শপথ না করলে ওরা ফিরতে দিত না।’ সেই সঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশে মমতার আহ্বান, ‘বাংলাতেই থাকুন। এখানে সরকারের বহু প্রকল্প রয়েছে। তার একটায় নিজেকে যুক্ত করুন। খাওয়া-পরার অসুবিধা হবে না। মনে সবার বাড়িতে পরিশোধিত পানীয় জল পৌঁছে যাবে। মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজীবন পাবেন। কৃষক-বন্ধুদের জন্য মাসে ১০ হাজার টাকা দিই। ভাগচাষি, এমনকী যাঁর এক কাঠা জমি আছে, তাঁকেও আমরা ৪ হাজার টাকা দিই। খেতমজুরদের, যাঁরা কোনওদিন কিছু পেতেন না, এবার থেকে তাঁদেরও আমরা ৪ হাজার টাকা করে বছরে দু’বার দিচ্ছি। আলুচাষিদের জন্য ইন্সিওরেন্স করা হয়েছে।

● এরপর ৩ পাতায়

‘একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই পেনশন’

আজকালের প্রতিবেদন
মন্তেশ্বর, ১৯ এপ্রিল

‘পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে পেনশন-ব্যবস্থা আছে।’ রবিবার মন্তেশ্বর ও কালনায় নির্বাচনী সভা থেকে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘২৫ শতাংশ ডিএ দিয়েছি। এর আগেও যে ৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করা হয়েছিল, সেটাও সরকারি কর্মীরা সামনের মাস থেকে পাবেন। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের অ্যাকাউন্টেও বকেয়া ডিএ-র টাকা চলে গিয়েছে।’ এদিন রাজ্যবাসীর জন্য ১০৫টি প্রকল্প ও অন্যান্য পরিষেবার কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘বিজেপি যখন কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসে, তখন তো বছরে ২ কোটি চাকরি দেবে বলেছিল। প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথাও বলেছিল। চাকরি হয়েছে? অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে?’

রাজ্য যে সব স্তরের মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তা এদিন স্পষ্ট করে দিলেন মমতা। বলেন, ‘কৃষক বা ভাগচাষিরা আগেই সরকারি অর্থসাহায্য পেতেন। এখন খেতমজুররাও সেই তালিকায় যুক্ত হচ্ছেন।’ পশ্চিমবঙ্গ যে কৃষিপ্রধান রাজ্য, তা মনে রেখেই কালনার সভায় এবার থেকে কৃষকদের জন্য ‘আলাদা বাজেটের’ প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী দিনে রাজ্যের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করবেন বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের জন্য চালু করা ‘ঐক্যশ্রী’ প্রকল্পে গোটা রাজ্যে উপকৃতের সংখ্যা ৪ কোটি বলে জানান মমতা। বললেন, ‘এই প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে দরিদ্র সংখ্যালঘু পরিবারের ছেলেমেয়েরা আজ ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ভাল ভাল চাকরি করছে।’

রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী পরেশনাথ মুখার্জি, আনন্দ পালরা বলছিলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী যে পেনশনারদের কথা ভেবেছেন, ডিএ-র সুবিধে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।’

ওঁদের জীবনযাত্রা সহজ করেছে ‘চা সুন্দরী’

রিনা ভট্টাচার্য

একতলা বাড়িটায় দুটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি শৌচাগার ও একটি বারান্দা। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে শ্রমিকদের জন্য এমন ঘরেরই স্বপ্ন দেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। নাম রেখেছেন ‘চা সুন্দরী’। চা-বাগানগুলিতে একের পর এক মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে চা সুন্দরীরা।

পিঠে শিশুসন্তানকে বেঁধে কাজ করছেন মহিলা চা-শ্রমিক। এ তো বাগানের বহু চেনা ছবি। তবে ছবিটা এখন বদলে গিয়েছে। এখন আর পিঠে নয়, কাজের সময় শিশুদের ক্রেশে রেখে আসেন মহিলা শ্রমিকরা। মমতা ব্যানার্জির সরকার ক্রেশ তৈরি করে দিয়েছে। সেখানে শিশুদের নিরাপত্তা, খাওয়াদাওয়া, পড়াশোনা, খেলাধুলোর ব্যবস্থা আছে। তৈরি হয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রও।

উত্তরবঙ্গে গৃহহীন চা-শ্রমিকদের পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য ‘চা সুন্দরী’ প্রকল্প চালু হয় ২০২০ সালে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি চা-বাগানের ১৭টি জায়গায় ৪ হাজার ২২টি বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দফায় আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি ও জলপাইগুড়ির একটি চা-বাগানে বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। পরের পর্যায়ে জলপাইগুড়ির চারটি চা-বাগান এলাকা ও আলিপুরদুয়ারের সাতটি চা-বাগান এলাকায় ২ হাজার ৮৫১টি বাড়ি তৈরি হয়েছে। আবাসন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে তৈরি হওয়া বাড়িগুলি একতলা। তাতে আছে দুটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি শৌচাগার ও একটি বারান্দা। পরবর্তী কালে রাজ্য সরকার ওই প্রকল্পে কিছু পরিবর্তন করেছে। স্থির হয়েছে, এবার থেকে চা-শ্রমিকদের হাতেই টাকা দেওয়া হবে।

কিছু কিছু চা-বাগানে এমন কর্মচারী আছেন, যাঁরা অল্প জমির মালিক। তাঁরা জীর্ণ বাড়িতে বাস করেন। তাঁদের টাকা দিলে নিজেদের জমিতেই পাকা বাড়ি তৈরি করে নিতে পারবেন। বাড়ি নির্মাণের জন্য তিনটি কিস্তিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হয় ৬০ হাজার টাকা। বাড়ির জানলার নীচ পর্যন্ত নির্মাণ হয়ে গেলে দেওয়া হয় আরও ৪০ হাজার টাকা। তৃতীয় দফায় ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার জেলায় ১৪ হাজার ও জলপাইগুড়ি জেলায় ১০ হাজার শ্রমিককে ইতিমধ্যে টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া চা-শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জন্য রাজ্য সরকার একগুচ্ছ প্রকল্প চালু করেছে। ওই সব প্রকল্প চালু হওয়ায় এখন চা-বাগান বন্ধ থাকলেও শ্রমিকরা অনাহারে থাকেন না।

আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় চা-বাগানের জন্য ৯৫টি ক্রেশ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৩৯টি ক্রেশে ইতিমধ্যে শিশুদের রাখা শুরু হয়ে গিয়েছে। বাকিগুলি চালু হয়ে যাবে শিগগিরই। ওই জেলাগুলিতে শুধুমাত্র চা-শ্রমিকদের জন্যই ৫২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের পাশের গ্রামে হচ্ছে পেঁয়াজ চাষ। ছবি: দীপেন গুপ্ত

রুক্ষ জমিকে সুজলা সুফলা করেছে মাটির সৃষ্টি প্রকল্প

সম্বৃতা মুখার্জি

একদিকে ফলছে টম্যাটো, শসা। অন্যদিকে রাধাতিলক, তুলাইপাঞ্জি, গোবিন্দভোগের মতো সুগন্ধি চাল। অথচ কয়েকবছর আগেও এ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির রুক্ষ, শুষ্ক, অনুর্বর জমিতে কৃষিকাজ প্রায় অসম্ভব ছিল। অনুর্বর জমি হওয়ায় সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে মাটি কাটার কাজই ছিল রোজগারের প্রধান উপায়। অনেকে জীবনধারণের তাগিদে পাড়ি দিতেন ভিন্‌রাজ্যে। কিন্তু এখন সেই অসম্ভবকেই বাস্তব করে তুলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মস্তিষ্কপ্রসূত ‘মাটির সৃষ্টি’ প্রকল্প। ২০২০ সালে রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলির অনুর্বর মাটিতে সেচ, প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করে কৃষিকাজের উপযুক্ত করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাজ্যের পঞ্চায়েত, সেচ, উদ্যানপালন, কৃষি–সহ একাধিক দপ্তরকে একসঙ্গে নিয়ে ‘মাটির সৃষ্টি’ প্রকল্প তৈরি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই পদক্ষেপই রাজ্যের শুষ্ক জমিকেও উর্বর করে তুলছে। শুষ্ক এলাকার মানুষের সামনে আয়ের নতুন পথ খুলে দিয়েছে। গ্রামীন অর্থনীতি চাঙ্গা করার পথ প্রশস্ত করেছে। এখন এই প্রকল্পে কৃষি, সেচ, উদ্যানপালন, মাছচাষ, পশুপালন করে শুষ্ক, খরাপ্রবণ জেলাগুলির মহিলারাও রোজগারের পথ দেখছেন।

জঙ্গলমহল, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, এবং বীরভূম জেলায় মাছ চাষে ৫১ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। উৎপাদন করা হচ্ছে বিভিন্ন রকম সুগন্ধি ধান। এখন বছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে রাজ্যের ৪২ হাজার একর অনুর্বর এলাকা জুড়ে মাটির সৃষ্টি প্রকল্পে কাজ হচ্ছে। ২০২৫–২৬ অর্থবছর পর্যন্ত এই প্রকল্পে শামিল হয়েছেন ৫৭ হাজার ৭৮১ জনেরও বেশি কৃষক। এই প্রকল্পে সেচের জন্য ৪৫৭ স্প্রিঙ্কলার সেট কেনা হয়েছে। ৪৫ ড্রিপ ইরিগেশন সেট স্থাপন করা হয়েছে। ৫ হাজার ৬২২ একর অনাবাদি জমিকে আবাদি করে তোলা সম্ভব হয়েছে। ৪০ হাজার ৬৪৯ একর জমিকে বহু ফসলি করে তোলা গিয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল জেলাগুলোর শুষ্ক জলবায়ু দেশি প্রজাতির পশুপালনের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। কারণ এখানে পশুদের খুরারোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম। গো–পালনের মাধ্যমে বছরভর দুধ ও দুগ্ধজাত বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদন করে ব্যবসার পথ খুলে দিয়েছে মাটির সৃষ্টি প্রকল্প। অনাবাদি জমির একটি বড় অংশ পশুখাদ্য চাষের আওতায় আনা হচ্ছে। চলতি বছর আন্তর্জাতিক স্তরের স্বীকৃতি পেয়েছে এ রাজ্যের ‘মাটির সৃষ্টি’ প্রকল্প। রাষ্ট্রপুঞ্জের ‘ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন’ এই স্বীকৃতি দেয়। প্রকৃতি এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর এই বহুমুখী প্রকল্পকে অনন্য জনমুখী উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এগিয়ে বাংলা

আধার কার্ড উদ্ধার

আজকালের প্রতিবেদন

নিউ টাউনের শুলংগুড়ি দক্ষিণপাড়ার নির্জন খালপাড় সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর আধার কার্ড উদ্ধার হল। রবিবার দুপুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। নিউ টাউন থানাকে বিষয়টি জানানো হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন খালপাড় এলাকায় একটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখা যায়। বস্তার মুখ খুলতেই অসংখ্য আধার কার্ড বেরোয়। স্থানীয়দের দাবি, উদ্ধার হওয়া আধার কার্ডগুলিতে এলাকাবাসীদের নাম ও পরিচয় নথিভুক্ত রয়েছে। যাঁদের আধার কার্ড উদ্ধার হয়েছে তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই দলীয় সমর্থক বলে দাবি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। কীভাবে ওই বিপুল পরিমাণ আধার কার্ড খালপাড়ে গেল, তা খতিয়ে দেখছে নিউ টাউন থানার পুলিশ।

দক্ষিণ দিনাজপুরে অ্যাডভান্টেজ ঘাসফুল

পবিত্র মোহান্ত

উত্তরবঙ্গের রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দখল নিতে এবার এক অন্য লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে রাজ্য রাজনীতি। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এই জেলাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এর তিন দিক ঘিরে রয়েছে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত। হিলি, বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জের মতো বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা এবং সেখান দিয়ে চলা বহির্বাণিজ্য এই জেলার অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, এই কৌশলগত ভৌগোলিক গুরুত্বই এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর মূলত একটি সীমান্ত–ঘেঁষা জেলা, যার ভৌগোলিক পরিচয় গড়ে উঠেছে আত্রেয়ী ও পুনর্ভবা নদীর অববাহিকায়। হিলি সীমান্ত দিয়ে চলে ভারত–বাংলাদেশের বিশাল বহির্বাণিজ্য। তৃণমূল সরকার এই সীমান্ত পরিকাঠামো এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। বিশেষ করে ‘পথশ্রী’ প্রকল্পের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে মূল শহরের যে সংযোগ তৈরি হয়েছে, তা সাধারণ ভোটারদের মধ্যে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে। হিলির মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য শহরগুলিতে উন্নয়নের যে জোয়ার এসেছে, তা এবারের নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী তথা লড়াকু নেত্রী অর্পিতা ঘোষের অনুকূলে বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর প্রতিশ্রুতি, জেতার পর তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো এবং হিলি সীমান্তের বাণিজ্যের আরও আধুনিকীকরণ করবেন।

তৃণমূল আমলে জেলা জুড়ে যে উন্নয়নযজ্ঞ শুরু হয়েছে, তার গতি আজও অব্যাহত। কেবলমাত্র রাস্তাঘাট বা নিকাশি ব্যবস্থাই নয়, চিকিৎসা ক্ষেত্রে বালুরঘাট এবং গঙ্গারামপুরে তৈরি হয়েছে দুটি বিশাল সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা জেলাবাসীকে কলকাতার ধাঁচে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছে। অর্পিতা ঘোষের হাত ধরে তৈরি হওয়া বালুরঘাটের ‘ব্ল্যাক বক্স’ থিয়েটারটি জেলার সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে রাজ্য স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবার তাঁর প্রধান লক্ষ্য বালুরঘাট সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতালকে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে গড়ে তোলা।

তৃণমূল যখন উন্নয়নের কর্মসূচি নিয়ে মানুষের দুয়ারে, বিজেপি তখন নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত। বালুরঘাটে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে বিদ্যুৎ রায়কে মানতে না পেরে খোদ জেলা সভাপতি স্বরূপ রায় পদত্যাগ করেছেন। এমনকী এসটি সেলের জেলা সভাপতি সুশীল মার্ডি নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজেপির আদি ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসিয়েছেন। বিজেপির এই ঘরোয়া বিবাদ তৃণমূলের জয়ের পথকে অনেকটা প্রশস্ত করেছে।

তপন বিধানসভায় তৃণমূলের বাজি অভিজ্ঞ নেত্রী চিন্তামণি বিহা, যিনি দীর্ঘ ১৩ বছর জেলা পরিষদের দায়িত্বে থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন। গতবার এখানে বিজেপি জিতলেও বিধায়ক বুধরাই টুডুকে এলাকার মানুষ পাশে পাননি বলে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে।

অন্য দিকে, হরিরামপুরে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র পথশ্রী প্রকল্পে ১২০০ রাস্তা ও একাধিক হাসপাতাল তৈরি করে নিজের দুর্গ আরও মজবুত করেছেন। তাঁর আগামী পরিকল্পনা হরিরামপুরে একটি আইটি হাব এবং বুনিয়াদপুরে একটি আধুনিক স্টেডিয়াম গড়ে তোলা। গঙ্গারামপুরেও তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দাসের ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিকল্পনা যানজট–জর্জরিত শহরের মানুষের কাছে বড় পাওনা।

সার্বিক ভাবে দেখলে, দক্ষিণ দিনাজপুরের ভৌগোলিক গুরুত্বকে মাথায় রেখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির যে পরিকাঠামো তৃণমূল গড়ে তুলেছে, তার পাল্টা কোনও মডেল বিজেপি খাড়া করতে পারেনি। সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের সমস্যা সমাধান এবং শহরের আধুনিকীকরণের যে নীল–নকশা তৃণমূল প্রার্থীরা দিয়েছেন, তাতে জেলার ৬টি আসনেই বিজেপিকে টেক্কা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস একতরফা জয়ের পথে এগোচ্ছে বলেই ইঙ্গিত মিলছে।

ভোটের ২৬

দক্ষিণ দিনাজপুর

নাম বাদে মতুয়া-ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে: শান্তনু ঠাকুর

গিরিশ মজুমদার
শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল

মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বিজেপি সরকার। এই অভিযোগ বরাবরই করে আসছে তৃণমূল। এবার সেই সত্যিটাই প্রকারান্তরে মেনে নিলেন বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। শিলিগুড়িতে প্রচারে এসে শান্তনু ঠাকুর কার্যত মেনেই নিলেন যে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় মতুয়াদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে এবং এর ফলে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির খারাপ ফল নিশ্চিত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই ‘স্বীকারোক্তি’ তৃণমূলের দীর্ঘদিনের দাবিকেই মান্যতা দিল। তৃণমূল শুরু থেকেই সতর্ক করেছিল যে, সিএএ বা ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে আসলে মতুয়াদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে তাঁদের ঘরছাড়া করার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র।

শিলিগুড়িতে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে রোড–শো করতে এসে শান্তনু ঠাকুর বললেন, ‘এসআইআরে নাম বাদ পড়ায় মতুয়াদের ক্ষোভ বেড়েছে। ভোটে এর প্রভাব পড়তে পারে।’ তাঁর মতে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু মতুয়া তাঁদের ভোটাধিকার হারিয়েছেন, যা সরাসরি বিজেপির ভোটব্যাঙ্কে ধস নামাবে। ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে শান্তনু ঠাকুর ফের সিএএ–র মাধ্যমে নাম তোলার আশ্বাস দিলেও, সাধারণ মতুয়াদের মনে প্রশ্ন উঠেছে, যাদের নাম ইতিমধ্যেই ভারতের ভোটার তালিকায় ছিল, তাদের কেন নতুন করে আবেদন করে নাগরিকত্বের পরীক্ষা দিতে হবে? তৃণমূলের দাবি, এটি আসলে মতুয়াদের ‘বিদেশি’ বানানোর এক গভীর চক্রান্ত, যা শান্তনু ঠাকুরের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

উত্তরবঙ্গের মতুয়া–অধ্যুষিত আসনগুলোয় বিজেপি যে পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছে, তা বুঝতে পেরেই এখন বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বারবার যে আশঙ্কার কথা শুনিয়েছিলেন, শান্তনু ঠাকুরের এই ব্যাকফুটে চলে আসা তারই জয়। সিএএ–র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার টোপ দিয়ে আসলে মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে, এই সত্য এখন মতুয়াদের সামনে পরিষ্কার। ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই অস্বস্তিকর স্বীকারোক্তিকে হাতিয়ার করে তৃণমূল এখন জোরালো প্রচারে নেমেছে, যার প্রভাবে আসন্ন ভোটে পদ্ম শিবিরের পতন অনিবার্য বলেই মনে করা হচ্ছে।

উদ্ধার ১০ লক্ষাধিক টাকা

কলকাতার দুই জায়গায় থানা, এসএসটি ও এফএসটির যৌথ নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার হল ১০ লক্ষাধিক টাকা। শনিবার রাতে পাটুলি থানা এলাকার ঢালাই ব্রিজ নাকা পয়েন্টে একটি গাড়িকে আটক করে পুলিশ। সেখান থেকে ৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। সিজিআর রোডে একটি গাড়ি থেকে ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৯০০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে নন্দীগ্রামের প্রার্থী পবিত্র কর। রবিবার। ছবি: যজ্ঞেশ্বর জানা

আমরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করি না: অভিষেক

আজকালের প্রতিবেদন

‘আমরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করি না। বিজেপি আজ যেভাবে এই ঘটনাকে নিয়ে রাজনীতি করছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পানিহাটি–সোদপুরের মানুষ তার জবাব দেবেন আগামী দিনে।’ রবিবার পানিহাটি থেকে এভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। এদিন তিনি পানিহাটির তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষের সমর্থনে রোড–শো করেন। রোড–শো শেষে সভা থেকে বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি কর্মী–সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি সকলকে অনুরোধ করব, এখানে যিনি বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন, আমার হাতজোড় করে আবেদন, কেউ শালীনতার বাইরে গিয়ে ভদ্রমহিলাকে বা বিজেপি প্রার্থীকে আক্রমণ করবেন না। আমাদের দল এটা আমাদের শেখায়নি।’ অভিষেক বলেন, ‘আর জি করের ঘটনার পর মহিলাদের, মায়েদের রাতদখলের লড়াই দেখে আমি ধর্মতলা মেয়ো রোডে ২৮ আগস্ট বলেছিলাম, আপনাদের লড়াইকে আমরা সম্মান জানাই, আপনাদের কুর্নিশ জানাই। যে ঘটনা ৯ আগস্ট আর জি করে ঘটেছিল, তার নিন্দা আমরা সবাই করি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিশ যাকে অ্যারেস্ট করেছিল, সেই সঞ্জয় রায়কে এখনও সিবিআই শাস্তি দিতে পারেনি।’

এদিন অভিষেক নন্দীগ্রাম ও সাগরের ছয়েরঘেরিতে সভা করেন। নন্দীগ্রামের মাটি থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীকে একযোগে আক্রমণ করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বলেন, ‘নন্দীগ্রামে বিজেপির এতটাই দুরবস্থা যে, এনআইএ–সিবিআই দিয়ে তৃণমূল কর্মীদের নোটিস পাঠানো হচ্ছে। এমনকী খোদ নির্বাচন কমিশনের সিইওকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিজেপির হয়ে ভোট–প্রচারে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আপনার এই এজেন্ট আপনাকে নন্দীগ্রামে আর অমিত শাহের এজেন্ট জ্ঞানেশ কুমার বাংলায় বিজেপিকে জেতাতে পারবে না।’ নন্দীগ্রামে গতবারের পরাজয় নিয়ে সরব হয়ে অভিষেক বলেন, ‘সেবার জয়ী ঘোষণার পরও রাতের অন্ধকারে লোডশেডিং আর কারচুপি করে মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে নন্দীগ্রামের উন্নয়ন স্তব্ধ করেছে বিজেপি। এবার তার বদলা নেওয়ার সময়।’ তাঁর কথায়, এই নির্বাচন উন্নয়ন–বিরোধী ও বিভেদকামী বিজেপিকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলার নির্বাচন।’

সাগরের জনসভা থেকে অভিষেক যেমন এলাকার উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন, তেমনই কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিজেপিকে। তিনি জানান, সাগরের মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি মেনে ১,৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মুড়িগঙ্গা ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নামখানা সেতু নির্মাণ হয়েছে ২০১৯ সালে। পাশাপাশি হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর ওপর ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক মৎস্য বন্দর নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে বলেও তিনি জানান।

তথ্যসূত্র: সোহম সেনগুপ্ত, যজ্ঞেশ্বর জানা ও গৌতম মণ্ডল

প্রথম দফায় ২ হাজার কুইক রেসপন্স টিম

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যে প্রথম দফার ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মোট ২ হাজার ১৯৩টি ‘কুইক রেসপন্স টিম’ রাখার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কুইক রেসপন্স টিম’–এর নির্দিষ্ট গাড়ি থাকে। কমিশন জানিয়েছে, প্রতি দলে অন্তত একজন করে রাজ্য পুলিশের এসআই বা এএসআই পদমর্যাদার পুলিশকর্মী থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন কমপক্ষে চার থেকে ছ’জন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে জওয়ানের সংখ্যা বেশি থাকতে পারে। ‘কুইক রেসপন্স টিম’–এর গাড়িতে অবশ্যই থাকবে ক্যামেরা। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলায় থাকবে ২১৯টি দল, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় ৬৯টি। পূর্ব মেদিনীপুরে ২৫৩, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৪৮, বাঁকুড়ায় ১৮০, বীরভূমে ১৬১, মালদায় ১৫৭, পুরুলিয়ায় ১৩৯, কোচবিহারে ১৩৩, আসানসোল–দুর্গাপুর কমিশনারেটে ১১৩টি দল থাকবে। বাকি জেলাগুলিতে ‘কুইক রেসপন্স টিম’–এর সংখ্যা ১০০–র নীচে।

দেশের প্রথম মহিলা ডিফেন্স অ্যাটাশে অঞ্জলি

আজকালের প্রতিবেদন

দেশের প্রথম মহিলা ডিফেন্স অ্যাটাশে উইং কমান্ডার অঞ্জলি সিং। সামরিক কূটনীতিতে ইতিহাস গড়েছেন। মিগ–২৯ যুদ্ধবিমানের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের সামরিক কূটনীতির প্রতিনিধিত্ব করা— দক্ষতার সঙ্গে সবটাই সামলেছেন অঞ্জলি।

উইং কমান্ডার অঞ্জলি সিং

২০১৯ সালে উইং কমান্ডার অঞ্জলি যখন রাশিয়ার মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসে ‘ডেপুটি এয়ার অ্যাটাশে’ হিসেবে নিযুক্ত হন, তখন তিনি এক অনন্য নজির গড়েন। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা অফিসার, যিনি বিদেশের মাটিতে কোনও ভারতীয় মিশনে ‘মিলিটারি ডিপ্লোম্যাট’ বা সামরিক কূটনীতিকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। অঞ্জলি ২০০২ সালে বায়ুসেনায় যোগ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ১৭ বছরেরও বেশি সময়ের কর্মজীবনে তিনি মিগ–২৯ যুদ্ধবিমানের রক্ষণাবেক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন।

শব্দরঙ্গ–২৫৮

১				২	■	৩	■
	■	■	■	৪			
	■	৫			■		■
	■		■	■	৬		৭
৮	৯		■	■		■	
■		■	১০			■	
১১				■	■	■	
■		■	১২				

পাশাপাশি

১. মাছ মাংস আনাজ প্রভৃতি বিক্রয়ের স্থান ৪. বাদসাদ দিয়ে, অন্ততপক্ষে ৫. বামনদেব ৬. অতিরিক্ত নয় এমন, মাঝারি ৮. মৌখিক–এর বিপরীত ১০. পানীয় ১১. বিশ্বামিত্রের আশ্রম ১২. সন্ন্যাসী।

উপর–নীচ

১. বগলের ফোড়া
২. হরি
৩. আবাস, গৃহ
৫. সংযুক্ত
৬. সাবধান, সতর্ক
৭. কার্তিক
৯. পতিত বা আবাদ–অযোগ্য জমি উদ্ধার করে বসবাস ও চাষের উপযোগী করা
১০. থাবা।

সমাধান–২৫৭

■	পূ	র্বা	নু	রা	গ	■	উ
শ	র্ব	■	■	■	জ	■	প
■	কা	■	নি	■	ব	হু	ধা
তো	য়	নি	ধি	■	■	■	নী
পে	■	■	■	সু	ধা	ম	য়
র	ম	ক	■	ভূ	■	ড়ি	■
মু	■	ব	■	■	■	পো	স্তা
খে	■	জ	গ	ৎ	জো	ড়া	■

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**

সকাল ৯–০০ **আক্রোশ**, সকাল ১১–৩০ **বদনাম**, দুপুর ২–৩০ **আজকের সন্তান**, বিকেল ৫–০০ **রাখাল রাজা**, রাত ৮–০০ **একান্ত আপন**, রাত ১০–৩০ **সাথীহারা**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
সকাল ১০–০০ **মধুর মিলন**, দুপুর ১–০০ **নবাব নন্দিনী**, বিকেল ৪–০০ **আপন হলো পর**, সন্ধে ৭–০০ **জোশ**, রাত ১০–০০ **মন মানে না**

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ২–০০ **প্রিয়তমা**

● **জলসা মুভিজ**
সকাল ৯–৩০ **সিঁথির সিঁদুর**, দুপুর ১২–৪৫ **রাখী পূর্ণিমা**, বিকেল ৩–৪৫ **সাত পাকে বাঁধা**, সন্ধে ৬–৪৫ **লাভ এক্সপ্রেস**, রাত ৯–৪৫ **শুধু একবার বলো**

● **আনমোল সিনেমা**
সকাল ৬–৩৩ **হ্যালো চার্লি**, সকাল ৮–৩৫ **খিলাড়ী**, সকাল ১১–৩৬ **জয় হো**, বিকেল ৫–১০ **কুন্দন**, সন্ধে ৭–০০ **রাবণ রাজ: আ ট্রু স্টোরি**, রাত ১০–৪৪ **মিলিটারি রাজ**

ডিডি বাংলা
বিদ্যাসাগর
দুপুর ২–৩০

আনমোল সিনেমা
জান
দুপুর ২–১১

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **বৈশাখী হুল্লোড়!**

জি বাংলা: সোম ও মঙ্গলবার, রাত ৯–৩০

● **জি সিনেমা**

সকাল ৮–৪৭ **সিম্বা**, সকাল ১১–৫৬ **সিকান্দর**, দুপুর ২–২৫ **আন্দাজ**, বিকেল ৪–৪৮ **রাউডী রক্ষক**, রাত ৭–৫৫ **কাতেরা**

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স (এইচডি)**

সকাল ৬–৫০ **জয় বিক্রান্তা**, সকাল ১০–২০ **জুড়ওয়া**, দুপুর ১–১০ **দেবদাস**, বিকেল ৫–০০ **হাউসফুল ৩**, সন্ধে ৭–৩০ **চক দে! ইন্ডিয়া**, রাত ১০–৩৫ **কার্তুজ**

ধারাবাহিক

● **মহাভারত**

কালার্স বাংলা: রাত ৯–০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: সোমবার, ৬ বৈশাখ ১৪৩৩, ইং ২০ এপ্রিল ২০২৬, মুং ২ জেল্কদ ১৪৪৭
সূর্যোদয় ঘ ৫।১৬।২৯
সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫৪।৫৩
তিথি– (বৈশাখ শুক্লপক্ষ) তৃতীয়া দং ৫।৩০ দিবা ঘ ৭।২৮ পরে চতুর্থী দং ৫৭।২৮ রাত্রি ঘ ৪।১৫
নক্ষত্র– রোহিণী দং ৫২।১৩ রাত্রি ঘ ২।৯
অন্য পঞ্জিকা: সোমবার, ৬ বৈশাখ ১৪৩৩, ইং ২০ এপ্রিল ২০২৬, হিজরি ২ জেল্কদ ১৪৪৭
জাতীয় জনসংযোগ দিবস

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

আবহাওয়া

সোমবার		
বজ্রবিদ্যুৎ–সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।	সর্বোচ্চ	৩৫
	সর্বনিম্ন	২৮
	ডিগ্রি সেলসিয়াস	

রবিবার		
বৃষ্টি হয়নি	সর্বোচ্চ	৩৩.৮ (-২)
	সর্বনিম্ন	২৮.০ (+২)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯১%	৬৬%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: পুরুলিয়া ৪১.৭°

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে প্রার্থী করবী মান্না, রামেন্দু সিংহরায়, বেচারাম মান্না। রয়েছেন সাংসদ মিতালি বাগ ও তারকেশ্বরের পুরপ্রধান উত্তম কুণ্ডু। তারকেশ্বরের সভায়, রবিবার। ছবি: আজকাল

আমাকে খুনের চক্রান্ত করছে: মুখ্যমন্ত্রী

● ১ পাতার পর

যুব সাথীরা টাকা পাচ্ছেন, আরও যাঁরা অ্যাপ্লাই করবেন তাঁরাও পাবেন। আপনাদের চাকরির সন্ধান করে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।'

এরপর বিজেপিকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'নয়ডায় আপনারা মেয়েদের ধরে ধরে পেটাচ্ছেন আর এখানে যুদ্ধের কামান নিয়ে এসেছেন। যেন মনে হচ্ছে, যুদ্ধ করে সবার ভোট রুখে দেবেন। তা কিন্তু হবে না। বাংলার মানুষ লড়তে জানে। আমার যে ইনকাম ট্যাক্স দেখেন, তাঁর বাড়িতেও ইডি রেড করেছে। আমাদের প্রার্থী দেবাশিস কুমার, তাঁকে ১৬ ঘণ্টা আটকে রেখেছে। প্রত্যেকটা কেস হবে। ছেড়ে কথা বলার লোক আমরা নই। তারপর আমার যে সিকিউরিটি দেখেন, তাঁর বাড়িতে সকাল থেকে রেড করছেন। তার মানে কি আপনারা আমায় খুন করতে চান। আমাকে খুন করলে যদি আপনারা বাংলা পান, চেষ্টা করে দেখুন। বাম আমলে অনেকবার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে আর সেই সিপিএমই এখন আপনাদের দোসর। পচা সিপিএমগুলো সব আপনাদের ওখানে গিয়ে জুটেছে।'

তারকেশ্বরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই জেলা শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। মা সারদা মায়ের জন্মস্থান। জয়রামবাটি কামারপুকুর। আমি সেখানে ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তৈরি করে দিয়েছি। তারকেশ্বরের উন্নয়নের জন্য ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করে সব কাজ করে দিয়েছি। তারকেশ্বরে এক কোটির বেশি পুণ্যার্থী আসেন। তাঁদের সব অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা করে দিই। আমরা আলুবীজ তৈরি করার কেন্দ্র, গবেষণাগার তৈরি করেছি। আর আলুবীজ বাইরে থেকে কেনার প্রয়োজন নেই। অভাবী আলু বিক্রি করার জন্য আলুচাষিদের লাভজনক দাম নিশ্চিন্ত করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবারও আলু সংগ্রহ প্রকল্প করা হয়েছে।'

নাম না করে নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিককে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'সিঙ্গুরের আন্দোলন আপনারা জানেন। পাশেই সেই গ্রাম। যিনি জমি জবরদখল করেছিলেন, জোর করে আইনের খোঁচায় সেই ব্যক্তি এখন ইলেকশনের দায়িত্বে আছেন বাংলায়। যিনি সিঙ্গুরের মানুষের জমি কেড়ে নিয়েছিলেন, যিনি তাপসী মালিক হত্যা থেকে শুরু করে সমস্ত কৃষকের জমি কাড়ার মূল কান্ডারি ছিলেন, তিনি আজকে ভিডিও কনফারেন্স করে অবজার্ভারদের ইললিগাল ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন— তৃণমূল কর্মীদের গাড়িতে গাঁজা ভরে দাও। এনআইএ পাঠিয়ে দাও। গ্রেপ্তার করে দাও। অত্যাচার করো। আমি পরিষ্কার বলি, অত্যাচার করলে ফলটা কিন্তু উল্টো হয়, এটা মাথায় রাখবেন। বিজেপিকে বাংলা থেকে দূর করব। দেশ থেকেও দূর করব।'

বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকেও নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, 'আমাদের প্রার্থীর বাড়িতে রেড হচ্ছে। পার্টি অফিসে হানা দিচ্ছে। আমার যে নিরাপত্তা দেখেন, যে ট্যাক্সের কাগজপত্র দেখেন, তাঁদের বাড়িতেও রেইড হচ্ছে। কই বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের বাড়িতে তো হচ্ছে না? এমনকী আমাদের লোকজনের বিরুদ্ধে গাঁজার কেস দিতে বলছে।' তিনি ঘোষণা করেন, 'ভোটের ফল বেরোলে বিজেপি চোখে সরষে ফুল দেখবে।'

হাত নেড়ে জনতাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্ধমানে পদযাত্রায়, রবিবার। ছবি: আজকাল

বর্ধমানের কার্জন গেটের সামনে পদযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। রবিবার। ছবি: আজকাল

বর্ধমানের রাজপথে জনসমুদ্র

● ১ পাতার পর

পার্কাস রোড মোড়ে মানুষের ভিড় দেখে ফের থমকে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে পদযাত্রা এগিয়ে চলে বাদামতলা মোড়, তারপর বর্ধমানের ঐতিহ্যপূর্ণ স্মারক বিজয়তোরণ তথা কার্জন গেটের সামনে থিকথিক করা মানুষের ভিড় মুখ্যমন্ত্রীকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড় করিয়ে দেয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী সকলের উদ্দেশে নমস্কার জানান। চলতে চলতে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ করতে থাকেন বিভিন্ন বাড়ির বারান্দায়, ছাদে উপচে-পড়া ভিড়। তাদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে হাত নাড়েন তিনি। মহিলারা স্লোগান তোলেন— 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা'। এখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রা এগিয়ে চলে রাধানগর মোড়, কালীবাজার মোড় হয়ে বীরহাটা বাঁকা সেতুর দিকে। সেখান থেকে পারবীরহাটার চার রাস্তার মোড়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী ফের দাঁড়িয়ে বর্ধমানের জনসাধারণের উদ্দেশে নমস্কার জানান। ছোটনীলপুর মোড়ে এসে পদযাত্রা শেষ হয়। কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে বর্ধমানের মানুষের প্রবল উচ্ছ্বাস ও ভালবাসা দেখে প্রার্থী খোকন দাসের জয় নিশ্চিত ভেবেই 'ভিকট্রি' চিহ্ন দেখিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী।

অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। রবিবার সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।'

২ পুলিশকর্তার বদলি

আজকালের প্রতিবেদন

দুই পুলিশকর্তাকে বদলি করল নির্বাচন কমিশন। অলোক কুমারকে পাঠানো হল এসডিপিও (হলদিয়া) পদে। এবং অতনু ঘোষালকে পাঠানো হল এসডিপিও (কাঁথি) পদে। অতনু ঘোষাল রাজ্যপুলিশে স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সে ছিলেন।

বেলদায় মোদির সভার শেষে দুই গোষ্ঠীর মারামারি

আজকালের প্রতিবেদন

রবিবার বেলদা স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার শুরুতে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর নেতার মধ্যে স্টেডিয়ামে ঢোকা নিয়ে প্রবল বাক্‌বিতন্ডা চলে। সভার শেষে তা মারামারি পর্যন্ত গড়ায়। এদিনের সভায় ঢোকার জন্য নেতা–কর্মী–সমর্থকদের জন্য যে গেট পাসের ব্যবস্থা করা ছিল সেই গেট পাস এক নেতা অপর নেতাকে দেননি বলে অভিযোগ। এরপর সেই নেতা স্টেডিয়ামে পড়ে থাকা বাঁশ তুলে তাঁকে মারতে যান। তাঁর গলা ধরে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। পরিস্থিতি দেখে সেখানে আসেন বিজেপির মেদিনীপুর বিধানসভার প্রার্থী শঙ্কর গুছাইত। তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হন। সেখান থেকে সরে যান। এরপর এক পক্ষ অপরের গলা টিপে ধরে ধাক্কা মারে। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজারা জানান, এই ওদের ডবল ইঞ্জিন সরকার চালানোর নমুনা। যা আজ মানুষ দেখলেন। যেখানে এক নেতা অপর নেতাকে গেট পাস দেন না, সেখানে তাঁরা নাকি মহিলাদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা দেবে বলেন বলে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ৪ মে তাঁদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ ওঁদের ছুড়ে ফেলে দেবেন।

এদিকে, বাঁকুড়ার বড়জোড়ার সভা থেকে বিজেপি প্রার্থীদের জেতাতে জনতাকে নানা প্রকল্পের লোভ দেখালেন মোদি। আবার তাঁর মুখ থেকে নাম না করে কিছু মানুষকে কার্যত হুমকি দিতেও শোনা গেল। গলা চড়িয়ে তিনি বলেন, 'কান খুল কর শুন লো, এসব আর চলবে না।' এদিন বাঁকুড়ায় গরম ছিল অস্বাভাবিক মাত্রায়। অথচ সভাস্থলে একবিন্দু পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না। সাংবাদিকরা জলের বোতল নিয়ে যেতে চাইলে, বাধা দেয় সিকিউরিটিরা। তাঁদের সাফ কথা, জল নিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে না। এদিন ঝাড়গ্রামেও নির্বাচনীসভা করেন মোদি।

তথ্যসূত্র: বুদ্ধদেব দাস, আলোক সেন ও সোমনাথ নন্দী

ভয় দেখিয়ে লাভ নেই: মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

'আইপ্যাক নিয়ে চক্রান্ত চলছে। ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। ওদের ভয় দেখালে আমাদের দলে নিয়ে নেব। কাউকে চাকরি হারাতে দেব না। আমরা ওদের চাকরি দেব। আমি একটি ছেলেকেও চাকরিছাড়া করব না। এটা মাথায় রেখে দিন।' রবিবার নির্বাচনী জনসভা থেকে আইপ্যাক প্রসঙ্গে একথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

আইপ্যাক প্রসঙ্গ

আইপ্যাক আপাতত বাংলায় কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জল্পনা শুরু হয়। যদিও তৃণমূল জানিয়েছে, আইপ্যাক যথারীতি কাজ করছে। কোনও সমস্যা নেই। সেই আবহে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি সকালে অভিষেকের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। আমাদের এখানে রোজই তো ইডি রেইড করছে। নির্বাচনের সময় কেন? যাঁরা আমাদের দলের হয়ে কাজ করেন, তাঁদের বলা হচ্ছে, বাংলা ছেড়ে চলে যাও। তোমাদের তো ৫০টা এজেন্সি আছে। আমাদের তো একটাই। ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। এনআরসি বা এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখিয়ে ভোট কাটার চেষ্টা সফল হবে না। ওরা বহিরাগত গুন্ডা নিয়ে এসেছে। দুটো বজ্জাত রিটায়ার্ড লোক এসেছে। পুলিশকে ধমকাচ্ছে, চমকাচ্ছে, জেলাশাসককে ধমকাচ্ছে।' আইপ্যাক কাজ বন্ধ রেখেছে, এই খবর প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে জানানো হয়েছে, এই ধরনের খবর ভুয়ো। আসলে ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর এটি একটি পরিকল্পিত অপচেষ্টা। আইপ্যাকের পশ্চিমবঙ্গ শাখা এখন তৃণমূলের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে কাজ করছে এবং রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচার অভিযান চলছে। কোনও স্তরেই কাজ থামিয়ে রাখার প্রশ্ন ওঠে না। আইপ্যাক তৃণমূলের নির্বাচনী রণকৌশল থেকে শুরু করে বুথ স্তরের কাজ— সবই পূর্ণ গতিতে করছে। এদিকে রাতে আইপ্যাকের আরেক কর্ণধার ঋষি রাজকে তলব করেছে ইডি।

উত্তরে ঝড়বৃষ্টি, দক্ষিণে গরম

আজকালের প্রতিবেদন

দক্ষিণবঙ্গে গরম ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আর ঝড়বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রয়েছে মনোরম পরিবেশ। শীতের আমেজ রয়েছে দার্জিলিঙে। সেখানে রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সোম থেকে বুধবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আরও ২–৩ ডিগ্রি বাড়বে। সপ্তাহ জুড়ে থাকবে আর্দ্র, অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। মাঝেমধ্যে কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে অবশ্য মাঝেমধ্যেই ঝড়বৃষ্টি হবে। পুরুলিয়ায় এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে যায় ৪১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, আসানসোলে ৪১.৫, বাঁকুড়ায় ৩৯.২, পানাগড়ে ৩৮.০, উলুবেড়িয়ায় ৩৭.০, শ্রীনিকেতনে ৩৬.১, বর্ধমানে ৩৬.০, মগরায় ৩৬.০, কলাইকুন্ডায় ৩৫.৯, দমদমে ৩৫.৮, বিধাননগরে ৩৫.৪। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে খানিকটা বেশি। অধিকাংশ জেলাতেই এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সোমবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে আর্দ্র, অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থাকবে। গরমের কারণে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত সময়ে টানা রোদে না থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত এই জেলাগুলিতে একই রকম পরিস্থিতি চলবে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও গরম বাড়বে। বৃহস্পতিবারে দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান, নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

সোমবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙে বজ্রবিদ্যুৎ–সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। মঙ্গল, বুধবারেও একই রকম পরিস্থিতি থাকবে।

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)

ফ্লোর নং ৭, জীবনসুধা বিল্ডিং, ৪২–সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা– ৭০০০৭১

কেস নং: ওএ/২৪/২০২৫

ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩–এর রুল ৫ সাব–রুল (২এ)–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন

ইএক্সএইচ নং: ৩০২৭

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
– বনাম –
মিঃ শেখর বর্মা

প্রতি:
(১) মিঃ শেখর বর্মা, পিতা দীপক বর্মা, বিএলপি স্টেশন রোড, বলরামপুর, পোঃ রঙ্গদি, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২৩১৪৩
(২) মিঃ দীপক বর্মন, পিতা বিশ্বনাথ বর্মা, বিএলপি স্টেশন রোড, বলরামপুর, পোঃ রঙ্গদি, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭২৩১৪৩

সমন

যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার সমীপে ০৪/১১/২০২৫ তারিখে **ওএ/২৪/২০২৫** তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য এই ট্রাইবুনাল **₹৩২২৪৩৪৭.৭৭/–** বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে দায়ের করা আবেদনের (ওএ) প্রেক্ষিতে সমন/ নোটিস জারি করছে (নথিপত্রের কপি–সহ আবেদনটি এই নোটিস সংলগ্ন)।
উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী বিবাদী পক্ষ রূপে আপনাদের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে:
(১) এই সমন পরিষেবার তারিখ থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;
(২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে;
(৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করে দেওয়া থেকে আপনাদের বিরত থাকতে বলা হচ্ছে;
(৪) এই ট্রাইবুনালের আগাম অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীন ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল এবং/বা নির্ধারিত/ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা সম্পত্তিসমূহ আপনারা বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না;
(৫) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনারা দায়বদ্ধ থাকবেন।
এর পাশাপাশি আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে আপনাদের লিখিত বিবৃতি সমেত (যার একটি প্রতিলিপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে) রেজিস্ট্রারের সামনে **২২.০৪.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে** আপনারা হাজির থাকবেন যার অন্যথা হলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই এই আবেদনের শুনানি এবং রায়দান করা হবে।
আজ **১০.১১.২০২৫** তারিখে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

সমন জারির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার কলকাতা ডিআরটি–২

ফর্ম 'জি'
আগ্রহ প্রজ্ঞাপনের আমন্ত্রণ
সাকেত ইনফ্রা ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড– সিআইআরপি অধীন,
পরিকাঠামো/ নির্মাণ সংক্রান্ত কারবারে নিয়োজিত, যার ঠিকানা: ৪৬, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট,
ফার্স্ট ফ্লোর, রুম নং ৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন–৭০০০১২
[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬–এর রেগুলেশন ৩৬এ সাব–রেগুলেশন (১) অধীনে]

ক্রম নং	প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি	
১	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম, প্যান ও সিআইএন/ এলএলপি নম্বর	**সাকেত ইনফ্রা ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড,** PAN: AAPCS2303E, CIN: U70109WB2011PTC156643
২	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৪৬, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ফার্স্ট ফ্লোর, রুম নং ৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন–৭০০০১২
৩	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	উপলব্ধ নয়
৪	সিংহভাগ স্থায়ী পরিসম্পদ যেখানে অবস্থিত, সেই স্থানের বিশদ বিবরণ	১৭.০২.২০২৬ অনুযায়ী কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কোনও স্থায়ী পরিসম্পদ নেই
৫	মূল পণ্য/পরিষেবার ক্যাপাসিটি	প্রযোজ্য নয়
৬	শেষ অর্থবর্ষে বিক্রিত মূল পণ্য/পরিষেবার পরিমাণ এবং অর্থমূল্য	বিগত অর্থবর্ষে চালু ছিল না
৭	কর্মী/শ্রমিকের সংখ্যা	শূন্য
৮	দুই বছরের আর্থিক বিবৃতি (তফসিল–সহ) সমেত ঋণদাতাদের বিশদ তথ্য যে ইউআরএলে পাওয়া যাবে	**cirp.saketdev@gmail.com** আইডি–তে ই–মেল পাঠিয়ে বিশদ তথ্য চাওয়া যাবে
৯	উক্ত কোডের ২৫(২)(এইচ) ধারাধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতামান যে ইউআরএলে পাওয়া যাবে	**cirp.saketdev@gmail.com** আইডি–তে ই–মেল পাঠিয়ে বিশদ তথ্য চাওয়া যাবে
১০	এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট গ্রহণের শেষ তারিখ	০৫.০৫.২০২৬
১১	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের তারিখ	১৫.০৫.২০২৬
১২	প্রভিশনাল তালিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশের শেষ তারিখ	২০.০৫.২০২৬
১৩	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	৩০.০৫.২০২৬
১৪	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য ইনফরমেশন মেমোরান্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স ও রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ	০৪.০৬.২০২৬
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমার শেষ তারিখ	০৪.০৭.২০২৬
১৬	ইওআই জমার প্রসেস ই–মেল আইডি	**cirp.saketdev@gmail.com**
১৭	এমএসএমই রূপে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস সম্পর্কিত তথ্য	মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ– উদ্যম রেজিস্ট্রেশন নং: UDYAM-WB-10-0005059

মহেশ চাঁদ গুপ্তা
সাকেত ইনফ্রা ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড
সম্পর্কিত বিষয়ে ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল
রেজিস্ট্রেশন নং: IBBI/IPA-001/IP-P01489/2018-19/12304
এএফএ নং: AA1/12304/02/300627, বৈধতা ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
আইপি–র রেজিস্টার্ড ঠিকানা: এফই–২০২, সল্ট লেক সিটি, ফার্স্ট ফ্লোর, সেক্টর–III, কলকাতা–৭০০১০৬

তারিখ: ২০ এপ্রিল, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

AXIS BANK
এ সি মার্কেট বিল্ডিং, থার্ড ফ্লোর, ১ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০ ০৭১

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তৎসহ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদির প্রেক্ষিতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. মেসার্স আনোয়ার হোসেন গ্রাম– বিডিও অফিস পাড়া, মৌজা– ৬৬ নশিপুর, পোঃঅঃ– নশিপুর বালাগাছি, থানা– রানিতলা, মুর্শিদাবাদ, আখেরীগঞ্জ, খড়িবোনা গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪২১৩৫ **২. মিঃ আনোয়ার হোসেন**, পিতা– হায়াত নবি শেখ বিডিও পাড়া, নশিপুর, বালাগাছি, পশ্চিমবঙ্গ– ৭৪২১৩৫ **৩. মিসেস শবনম মোস্তারিকা বিবি** স্বামী– আনোয়ার হোসেন বালাগাছি, বিডিও অফিস পাড়া, ভগবানগোলা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭৪২১৩৫	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৬০০৫৪৪০৪৯২৮–এর অধীনে ০৮.০৯.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া **₹৩৬৭৫৩৬৩.৯৫** (এই অর্থাঙ্কে ৩১.০৮.২০২৪ পর্যন্ত প্রযুক্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে), খ) ০৮.০৯.২০২৫ গ) ১৭.০৪.২০২৬ (প্রতীকী)

তফসিল
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সামান্য কমবেশি ৬.৫ ডেসিমেল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ এবং তৎসহ তার উপরিস্থিত বিল্ডিং ও কাঠামো যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– নশিপুর, প্লট নং ৪৫৯২, ৪৫৯১, ৪৫৯১, এল আর খতিয়ান নং ২১৬৪৫, জে এল নং ৬৬, থানা– রানিতলা, জেলা– মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১৩১৪৬।

তারিখ: ২০.০৪.২০২৬
স্থান: নশিপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আজকাল

৪৬ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ৬ বৈশাখ ১৪৩৩ সোমবার ২০ এপ্রিল ২০২৬

ওদের গ্যারান্টি

ওদের গ্যারান্টি মানে মোদির গ্যারান্টি। পৃথিবীতে উনিই একমাত্র, যিনি নিজের নাম ঘনঘন উচ্চারণ করেন। ট্রাম্প যে ট্রাম্প, তিনিও 'আমি আমি' বলে যান, তবু নিজের নাম বলেন না। বিজেপি-র গ্যারান্টি নয়, সবই মোদির গ্যারান্টি। পুরনো হলেও কিছু কথা বারবার মনে করে যেতে হয়। ২০১৪ সালে নির্বাচনী প্রচারে তিনি ৫৬ ইঞ্চি ছাতি ফুলিয়ে বলেছিলেন, একবার ক্ষমতায় এসে যেতে দিন, বিদেশে গচ্ছিত সব 'কালা ধন' দেশে ফিরিয়ে আনব। তারপর সেই টাকা নাগরিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেব। হিসেব করে বলেছিলেন, প্রত্যেকে অ্যাকাউন্টে ১৪ লক্ষ টাকা করে জমা পড়বে। কী আনন্দ! বহু দেশবাসী আশা ও বিশ্বাস করেন। হতদরিদ্র মানুষও রাতারাতি পেয়ে যাবেন ১৪ লক্ষ টাকা। ১৪ পয়সাও কেউ পাননি। ওই ২০১৪ সালেই মোদির গ্যারান্টি, বছরে ২ কোটি মানুষকে চাকরি দেবেন। ১২ বছরে ২৪ কোটি মানুষের চাকরি। বাস্তবে, ২৪ লক্ষ চাকরিও বাড়েনি। মোদির গ্যারান্টি এমনই নির্ভেজাল যে, ৪৫ বছরে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ হল তাঁর আমলে। অবশ্য, চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন অমিত শাহ। পরে বলেন, ভোটের সময়ে এরকম অনেক প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। যাকে বলে 'জুমলা'। আমরা একটা নতুন শব্দ শিখলাম। মহারাষ্ট্র, বিহার (এখন প্রধানত বিজেপি-শাসিত) ও দিল্লিতে মহিলাদের জন্য বড় অনুদানের ঘোষণা, মোদির গ্যারান্টি। মহারাষ্ট্র। যতটুকু দেওয়া হল, দেখা গেল, ২৮ লক্ষ প্রাপক পুরুষ! বিহারে ভোট ঘোষণার পরে নীতীশের অনুদান মহিলাদের হাতে ১০ হাজার টাকা। এরকম অনুদান চলবে। হায়, আর এক টাকাও নয়। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বাংলায় এসে কার্যত স্বীকার করে যান, অনুদান দেওয়া হয়নি। সবই তাঁর মাহাত্ম্য, মোদির গ্যারান্টি!

প্রিয় সম্পাদক

অভাব অভিযোগ

দাম বাড়ছে ওষুধের

সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার শেষ নেই। গ্যাসে আকাল এবং দাম বৃদ্ধি নিয়ে যখন সাধারণ মানুষ নাজেহাল, তখন তার ওপর যোগ হল ওষুধের দাম। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আবহে তৈরি হওয়া গ্যাসের সঙ্কট মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার সাথে আরও এক দুঃসংবাদ। কমপক্ষে ৯০০টি জরুরি ও জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়তে চলেছে।

বলা বাহুল্য, এই মূল্যবৃদ্ধিতে সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের পকেটে। ২০২৫ সালের পাইকারি মূল্য সূচকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য ০.৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছে এনপিপিএ। ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেন্‌শিয়াল মেডিসিন্‌সের অধীনে থাকা প্রায় ৯০০ ধরনের ওষুধের দাম বাড়বে বলে খবর। এই মূল্যবৃদ্ধি ডায়াবিটিস, হাইপারটেনশন, ব্যথানাশক, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যাসিডিটি বা গ্যাসের ওষুধ, ভিটামিন ট্যাবলেট, জ্বরের ওষুধ, ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ ও প্রদাহের চিকিৎসার ওষুধ এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসার ওষুধ-সহ সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালেও এক ধাক্কায় বহু ওষুধের দাম বেড়েছিল।

বলা হচ্ছে, পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে সরবরাহ বিঘ্ন হওয়ার ফলে ওষুধ প্রস্তুতকারকদের বেশি উৎপাদন-ব্যয়ের সম্মুখীন হওয়ায় এই দাম বৃদ্ধি। তবে শিল্প বিশেষজ্ঞদের দাবি, ওষুধের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া সঙ্ঘাতের কোনও সম্পর্ক নেই।

● কুমারশেখর সেনগুপ্ত
কোন্নগর, হুগলি

ঢেকে যাচ্ছে মনীষীর মুখ

আমাদের চারপাশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মনীষীর মূর্তি আমাদের সবার কাছে মহামূল্যবান এবং অতি সম্মানের বস্তু। কিন্তু অনেক মূর্তি সারাবছর ধরে অনেকাংশেই আড়ালে পড়ে যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রচারের কারণে লাগানো পতাকা, ব্যানারে। এমনকী যারা পতাকা, ব্যানার ইত্যাদি লাগান, তারা সেগুলি লাগানোর কাজে নিজেদের সুবিধার্থে মূর্তির হাতে, গলায় বেঁধে দেন সুতো, দড়ি ইত্যাদি। কোনও মনীষীর জন্ম বা মৃত্যুদিনে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আগে বেশ অনেকটা সময় ধরে মূর্তির হাতের, গলার সেই দড়ি, সুতো খুলতে হয়। পতাকা, ব্যানার লাগান, কিন্তু তা যেন মূর্তিকে আড়াল না করে। দলীয়, ধর্মীয়, ব্যবসায়িক প্রচারের আড়ালে অন্তত মনীষীদের মুখ না-ঢাকলেই ভাল হয়।

● অয়নকুমার সরকার
খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

লোকাল ট্রেনে প্রকাশ্যে ছিনতাই

লোকাল ট্রেনে চুরি, ছিনতাই যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রায়শই শোনা যায়, যাত্রীদের সোনার হার, মোবাইল, টাকা চুরির কথা। অথচ এ ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষের তেমন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। না হলে চুরি, ছিনতাইয়ের এত বাড়বাড়ন্ত হত না। প্রশ্ন, তা হলে কোটি কোটি টাকা খরচ করে আরপিএফ রেখে কী লাভ? সম্প্রতি আমার এক আত্মীয় কোন্নগর থেকে হাওড়াগামী ব্যান্ডেল লোকালে ছিনতাইবাজদের খপ্পরে পড়ে। প্রায় তিরিশ হাজার টাকা ছিনতাই হয়।

রেল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন, যাত্রীদের সুরক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকু থাকবে না কেন? কেন লোকাল ট্রেনে উঠে যাত্রীরা প্রায়শই পিকপকেট, ছিনতাইয়ের শিকার হবেন? কেন যাত্রীরা নিশ্চিন্তে যাত্রা করতে পারবেন না? আরপিএফ কি জানে না কারা এই দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত? আধুনিক প্রযুক্তির যুগে কেন ট্রেনের কামরায় সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে না? সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলে খুব সহজেই দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করা সম্ভব হত।

● অতীশচন্দ্র ভাওয়াল
কোন্নগর, হুগলি

বন্দে ভারত মালগাড়ি

যাত্রীবাহী দ্রুতগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো বন্দে ভারত দ্রুতগামী মালগাড়িও চালু করতে চলেছে রেল মন্ত্রক। আপাতত মালগাড়িটি চলবে দিল্লি-মুম্বই রুটে। পণ্যবাহী মালগাড়িটির গতিবেগ হবে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৬০ কিমি। অর্থাৎ যাত্রীবাহী বন্দে ভারতের সমান গতি।

সাধারণ মালগাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিমি বলা হলেও তা চলে কিছুটা কম গতিতে। এমনকী ডেডিকেটেড পণ্যবাহী (ফ্রেট) করিডরের মালগাড়িও ঘণ্টায় ১০০ কিমির কম বেগেই চলে। ফলে সময় বেশি লাগে। দ্রুতগামী মালগাড়িটিতে থাকবে মোট ১৬টি রেক এবং এটি সর্বোচ্চ ২৬৪ টন মাল বা পণ্য বহন করতে পারবে। এই মালগাড়িটির গতিবেগ অনেক বেশি হওয়ায় সময় অনেক কম লাগবে।

তবে অনেকেই আশঙ্কা করছেন, এই মালগাড়িটির পণ্য পরিবহণের খরচ বেশি পড়বে। ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যেতে পারে। নতুন দ্রুতগামী বন্দে ভারত মালগাড়িটি যত দ্রুত সম্ভব চালু হোক। আশা করি, এর ভাড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

● পঙ্কজ সেনগুপ্ত
কোন্নগর, হুগলি

ডোমজুড়ে অডিটোরিয়াম চাই

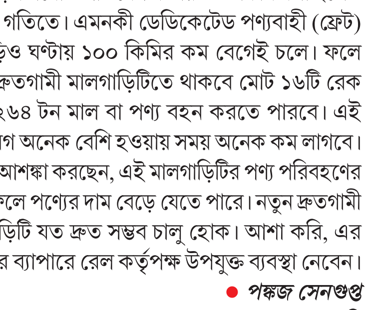

হাওড়া জেলার মানচিত্রে ডোমজুড় একটা গুরুত্বপূর্ণ জনপদ হিসাবে সুপরিচিত। এখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ডোমজুড়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সেমিনার হল বা অডিটোরিয়াম গড়ে ওঠেনি, যেখানে নাটক, যাত্রা, সঙ্গীতানুষ্ঠান বা বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে আয়োজন করা যায়।

উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ সালে হাওড়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে ডোমজুড় বাসস্ট্যান্ডের দ্বিতলে প্রয়াত হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নামাঙ্কিত 'বিশ্বরতন গাঙ্গুলি কমিউনিটি হল' নির্মিত হয়। মূলত বিয়ে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও সভার উদ্দেশ্যে এই হলটি তৈরি করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও এর উদ্বোধন হয়নি। বর্তমানে হলটা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। এই হলটি বিয়েবাড়ি, সামাজিক নানা অনুষ্ঠানে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। তবে হলটির অবস্থানগত কিছু গুরুতর সমস্যা রয়েছে। হাওড়া-আমতা রোডের ধারে ডোমজুড় বাসস্ট্যান্ড এলাকাটি সর্বদাই অত্যন্ত ব্যস্ত ও যানজটপূর্ণ। নীচে ট্রেকার, টোটো, অটো এবং অসংখ্য দোকানের ভিড়। তার ওপর এমন একটি ঘিঞ্জি জায়গায় কমিউনিটি হল স্থাপন করায় অনুষ্ঠানের সময় পর্যাপ্ত পার্কিং ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা নেই। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, পরিকল্পনার অভাবের কারণে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এমন জায়গায় নির্মাণ করার জন্যই কি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হল না? প্রশাসনের কাছে আবেদন, ডোমজুড়ে একটি উপযুক্ত, যানজটমুক্ত ও সুবিধাজনক স্থানে আধুনিক সেমিনার হল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক, যাতে এখানকার সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেন।

● অপূর্বলাল নস্কর
ডোমজুড়, হাওড়া

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

বাঙালি, আপনি কি শুনছেন?

অরূপ বসু

সাবধান! এখনও সতর্ক না হলে বাংলা ও বাঙালি টুকরো টুকরো হতে হতে অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়বে। সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচারে এসে জঙ্গিপুরের জনসভায় আরএসএস-এর পোস্টার বয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, বাংলায় নাকি তিনি বাঙালিদের সংখ্যালঘু হতে দেবেন না!

ইঙ্গিত স্পষ্ট, এই 'বাঙালি' বলতে তিনি সনাতনী হিন্দু বাঙালিদের বুঝিয়েছেন! কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি শাসনকালে এই ধারণাটা প্রশাসনের সর্বস্তরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক বাংলায় কথা বললেও তাঁকে বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করা হয়। তার মানে অতীশ দীপঙ্কর, আলাউদ্দিন খাঁ, আলি আকবর, কলিম শরাফি, সৈয়দ মুজতবা আলী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, জয়নাল আবেদিন, ঈশা খাঁ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তরু দত্ত, সুকুমারী ভট্টাচার্য, মীরাতুন নাহার বাঙালি নন! এমনকী রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ রায়, অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, বাঙালি নন— কারণ ওঁরাও তো উপনিষদ-নির্ভর একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম। জীবিত কালেই সনাতনী হিন্দু তাঁদের ম্লেচ্ছ বলে এড়িয়ে চলত!

ভাষা নয়, খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতি নয়, ধর্ম দিয়ে বাঙালিকে চিহ্নিত করার চক্রান্ত ইংরেজ শাসকদের, মুসলিম শাসকদের নয়। আরএসএস বিদেশি শাসকদের ব্যাটন নিয়েই ছুটছে। এবারের ভোটেও।

ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হলেও লোক বিনিময় হয়নি। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বহু হিন্দু যেমন পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছেন, তেমনই বহু মুসলমান পাকিস্তানে গেছেন। এর বাইরেও বহু মুসলমান ভারতকে, বহু হিন্দু তখন পাকিস্তানকে নিজের দেশ মনে করেছিলেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে আপন বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল। তবু সংবিধান প্রতিশ্রুত ধর্মনিরপেক্ষতা ও জীবনচর্চার মধ্যে থেকে যাওয়া অসঙ্গতির সূত্র ধরে সাম্প্রদায়িকতা একাংশ ভারতবাসীর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

অতীত ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধদের, হিন্দু ও মুসলমানদের, বৈষ্ণব ও শাক্তদের, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবল সঙ্ঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু কখনই এই লড়াইকে সাম্প্রদায়িক বলা যায়নি। শিবাজীর নেতৃত্বে যখন মারাঠা-মুঘল লড়াই হয়েছে, কিংবা সপ্তদশ শতকে মারাঠা, শিখ, জাঠ অভ্যুত্থান হয়েছে, তখনও ভারতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি।

রোমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপান চন্দ্র প্রণীত 'সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা' (অনুবাদ: তনিকা সরকার) বইয়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ধর্মকে আশ্রয় করে একটি পৃথক রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তোলাই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্য। অসম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আশ্রয় করে যখন স্বাধীন ভারতের জন্ম হয়েছিল, তখন থেকেই হিন্দুত্ববাদীরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করে রাজনীতি করছে। এমনকী কংগ্রেসের ভেতরে থেকেও।

অন্নদাশঙ্কর রায় মস্ত বড় লেখক, চিন্তাবিদ। ব্রিটিশ ভারত ও স্বাধীন ভারতের দক্ষ প্রশাসক। গান্ধীবাদী, পরাধীন ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মী। শুধু হিন্দু বাঙালিকে বাঙালি বলা যায় কি না, তা নিয়ে তাঁর কথা একটু শোনা যাক।

'সংস্কৃতির বিবর্তন' গ্রন্থে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মত মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও ভারতের সার্বিক ঐক্য গড়ে তোলার পথে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের স্বার্থ পরস্পরের পরিপূরক নয়, তাদের মধ্যে আরো অনেক বিষয়ে এত গভীর পার্থক্য যে উভয়কে আলাদা জাতি হিসেবে গ্রহণ করাই বিধেয়। এই ভেদবুদ্ধির মূল মন্ত্রণা এসেছিল ইংরেজদের কাছ থেকে।... কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মের নিরিখে একটা গোষ্ঠীর জাতিসত্তা নিরূপিত হয় না। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রদেশে যুগ যুগ ধরে বসবাস করছেন এবং সেই সেই এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের মত একই রকমের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের বন্ধনে আবদ্ধ! পাঞ্জাবের মুসলমান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্ম এক হলেও তাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ভাষা এমনকি আচার-আচরণেও বিরাট প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। বরং বাঙালী হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমান বাঙালীদের ধর্ম ছাড়া আর সব বিষয়েই মিলের পরিমাণ অনেক বেশি! মালাবারের মুসলমানেরা হিন্দুদের মতই পোশাক পরেন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে বাঙালীদের মত অনুপায়ী। বিহার বা উত্তরপ্রদেশে মুসলমান ও হিন্দু সব বাঙালী বাংলায় কথা বলে। আবার উত্তরপ্রদেশে উর্দু বনেদী হিন্দু পরিবারের

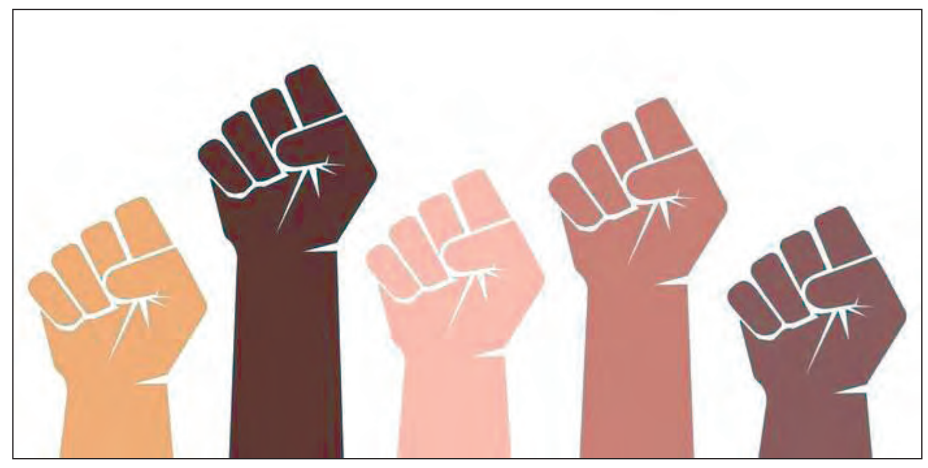

মাতৃভাষা। এমনকি ফার্সি ভাষায় সেই পরিবারের সন্তানদের নামকরণ করা হয়।'

দূর, দূর, দূর। কে তুমি বাবা অন্নদাশঙ্কর, বাঙালি চেনাতে এসেছ? বাঙালিকে সংখ্যালঘু হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে মোদিজি গ্যারান্টি দিয়েছেন!

ওই দেখো, চিন্তাবিদ অম্লান দত্ত তাঁর 'ঐক্য ও শান্তি' প্রবন্ধে কী সব যেন বলেছেন—

'মুসলমান শাসকরা তো দীর্ঘকাল ধরেই এদেশে রাজত্ব করেছে, অধিকাংশ মানুষ তবে অমুসলমান থেকে গেলো কীভাবে? দিল্লীর নিকটবর্তী যে সব অঞ্চলে মুসলমান শাসন সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানেও তো সবাই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়নি। অযোধ্যাতেও এক সময়ে মুসলমান শাসক ছিল। সারা উত্তর ভারতেই পাওয়া যাবে সংখ্যাধিক হিন্দু ধর্মীর সঙ্গে মুসলমান শাসকের দীর্ঘ সহাবস্থান।'

'পূর্ববঙ্গে নীচুজাতের হিন্দুরাই অধিক সংখ্যায় ধর্মান্তরিত হয়। ওখানকার জমিদাররা অধিকাংশই হিন্দু। প্রজাদের ভিতর মুসলমানই বেশি। নিতান্ত অস্ত্রের শক্তিতে অথবা অর্থের লোভে হিন্দুদের মুসলমান ধর্মগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল ব্যাখ্যা দাঁড়ায় না।... দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও আমাদের চোখের সামনে অস্পৃশ্য ও নীচু জাতের হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। শিখ ধর্মেরও এইরকম একটা আকর্ষণ স্বীকার করতে হয়। এদেশে সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সঙ্গে ধর্মান্তকরণের যোগ আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মানতে চায় না।'

অথচ নিচু জাতের পূর্ববঙ্গীয় বাঙালিরা প্রথমে বৌদ্ধ, পরে মুসলিম হয়েছেন হিন্দু জমিদার, আঞ্চলিক শাসকদের ঠেকাতেই। তাই তাঁদের নাম হয়ে গেছিল 'নেড়ে'।

নবীন কিশোর আলাউদ্দিন বিবেকানন্দের ভাই ও সঙ্গীতভক্ত হাবুল দত্তের হাত ধরে মিউজিশিয়ানের চাকরি করতে গিরীশ ঘোষের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা দেখে মুগ্ধ গিরীশ ৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করতে চান। কিন্তু বলেন, আমার দলে 'নেড়ে'র জায়গা নেই। তোমাকে কাজ করতে হবে আমার দেওয়া হিন্দু নামের আড়ালে!

এইসব বাঙালিদের ছেঁটে হিন্দু বাঙালিদের নিয়ে ছোট রাজ্য গড়ার জন্য লড়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। আর তখন শরৎ বসু অখণ্ড স্বাধীন বাংলা নামে রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করছেন।

স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গকে যখন বিহারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দু বাঙালিরা সংখ্যালঘু হয়ে যেতে পারেন এমন আশঙ্কায় আন্দোলন করেননি। কমিউনিস্টদের আন্দোলনের জেরে বিধান রায় পিছিয়ে যান।

বাঙালি উদারমনস্ক। পেশা ও বাণিজ্যের কারণে ভিন্‌রাজ্যের লোক এলে বাধা দেয় না। মাথা ঘামায় না। সেদিক থেকে দেখলে কলকাতায় এখনই বাঙালি সংখ্যালঘু হতে চলেছে। রাজ্যে কখনও হবে কী না কে জানে। মোদিজি নিশ্চয়ই আর্থ-সামাজিক কারণে এভাবে সংখ্যালঘু হওয়ার কথা বলেননি।

ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করার আগে গোটা ভারত ঘুরে গান্ধীজির মনে হয়েছিল, ভারতের মানুষ ধর্মের ব্যাপারে বড় বেশি স্পর্শকাতর এবং আপন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছেই তাদের প্রাথমিক আনুগত্য। সুতরাং ধর্মকে বাদ দিয়ে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্য আসবে না।

যতই নিন্দে করুক আরএসএস এ ব্যাপারে গান্ধীভক্ত।

তবে একটু ভুল হয়তো হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাঙালির রাম রামমোহন, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। এটা একদম উপড়ে ফেলা যায়নি বলেই তো এখন নরেন্দ্র মোদিজি, অমিত শাহজি বাংলা ও বাঙালি তাস খেলছেন।

স্বীকৃতির লাইনে নতুন করে ছিন্নমূলের ভিড়

শুচিস্মিতা দাস

ভোর হতেই লাইন পড়ে গেছে। একটি সরকারি দপ্তরের সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড়। হাতে ফাইল, চোখে উদ্বেগ। খামে ভরা নথি, পুরনো কাগজ, হলফনামা, জন্মসনদ, জমির দলিল। সবাই যেন একটাই প্রশ্নের উত্তর দিতে হাজির হয়েছে, 'তুমি কে?' উত্তরটি হয়তো একটি শব্দেই দেওয়া যেত, 'আমি ভারতীয়'। কিন্তু কে ভারতীয়? গত দেড় দশকে সেই পরিচয়ের ধারণা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। একাধিক আইনের ধারাবাহিকতা এই পরিবর্তনের কারণ। ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস নাগরিকত্বকে বংশানুক্রমিক প্রমাণের ওপর দাঁড় করায়, বিশেষত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অভিবাসন-আতঙ্কের প্রেক্ষিতে। এরপর সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট শরণার্থীদের নাগরিকত্বের মানদণ্ডে ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে। পাশাপাশি এসআইআর ভোটাধিকার বজায় রাখতে বার বার পরিচয় যাচাইয়ের দাবি তোলে। এরই সঙ্গে সম্প্রতি পাশ হওয়া ট্রান্সজেন্ডার পার্সনস (প্রোটেকশন অফ রাইটস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ব্যক্তির নিজস্ব লিঙ্গ পরিচয়কেও একটি সরকারি নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলতে চায়।

এই আইনগুলিকে আলাদা করে দেখলে প্রশাসনিক বা প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এদের একত্রে দেখলে বোঝা যায়, পরিচয় ধীরে ধীরে আমাদের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি বা আত্মবোধ থেকে সরে এসে অপেক্ষমাণ হয় এক টুকরো কাগজের সামনে। আধুনিক রাষ্ট্র বরাবরই নথিনির্ভর। নাগরিকত্ব জন্ম বা বাসস্থানের নিরিখে নির্ধারিত হলেও তা প্রমাণসাপেক্ষ হয় শুধুমাত্র নথির অস্তিত্বে। ভারতীয় নাগরিকত্বের ধারণা, যা সংবিধানের মাধ্যমে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে কল্পনা করা হয়েছিল, সেখানে আজ খুবই স্পষ্ট ধর্মীয় মেরুকরণের ছাপ। তৈরি হয়েছে অন্তর্ভুক্তি আর বহিষ্কারের নতুন ভাষা। অসমে এনআরসি-র তালিকা থেকে মুছে গিয়েছিল অনেক নাম, যেন পেনসিলের দাগ মুছে ফেলা হয়েছে। তথ্য দেখায়, একই ঘটনা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআরের ক্ষেত্রেও। নাগরিকত্ব তখন আর শুধুমাত্র জন্ম বা বাসস্থানের বিষয় নয়, তা হয়ে দাঁড়ায় প্রমাণযোগ্য নথির প্রশ্ন। এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র কেবল যাচাই করে না, বরং নির্ধারণ করে কার অস্তিত্ব স্বীকৃত হবে। সিএএ সেই বাস্তবতাকে আরও জটিল করে তোলে। আইনি পরিভাষা থেকে সরে এসে যদি আমাদের আশপাশেই তাকাই, দেখা যাবে নিত্যদিনের আলাপে গজিয়ে উঠেছে এক অদ্ভুত ঘৃণার আবহ। সহনাগরিককে আমরা আজ সহজেই দূরে ঠেলে দিচ্ছি — 'বাংলাদেশি', 'বিধর্মী', 'বহিরাগত' ইত্যাদি নানা নামে-বিভেদে। কলেজ চত্বরে, বাজারে, চায়ের আড্ডায় স্বাভাবিক আদান-প্রদানের বদলে পুঞ্জীভূত হচ্ছে সন্দেহ!

কয়েক মাস আগে ফ্র্যাঙ্কলিন গ্রাহাম-এর নাম খবরে আসে। নানা কারণে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা মার্কিন এই ধর্মপ্রচারক এবং সামারিটান'স পার্স-এর প্রধান ভারতে আসতে চেয়েছিলেন, নাগাল্যান্ডের ধর্মীয় সমাবেশের জন্য। কিন্তু তাঁর ভিসা নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছাড়াই বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার। স্থানীয় গির্জা সংগঠন ও নাগরিক সমাজের একাংশ তাঁর আগমনকে স্বাগত জানালেও, অন্য অংশ তীব্র আপত্তি তোলে। অভিযোগ ওঠে, তাঁর অতীত বক্তব্যে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে বিতর্কিত মতামত রয়েছে। তাঁর প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাতিল বা স্থগিত করার দাবিও ওঠে। শোনা গেছে, সাম্প্রতিক এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বেশ কিছু ধর্মসেবিকার নামও।

সাম্প্রদায়িকতা 'ধর্ম'-কে সামনে রেখে আজ জাল বুনেছে সারা বিশ্বের রাজনীতিতেই। কিন্তু প্রতিটি দেশে তাকালেই দেখা যাবে, সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যতটা সোচ্চার, ততটাই নীরব নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতা নিয়ে। বো ব্যারাকের এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বন্ধুর মুখ থেকে শোনা— 'এই রাজনীতি অন্তর্ভুক্তির নয়, বর্জনের।' নাগাল্যান্ডের এই বিতর্ক আসলে একটি বড় প্রশ্নকে সামনে আনে। ধর্মীয় স্বাধীনতা, বিদেশি অনুদান এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ— এই তিনের সম্পর্ক আরও জটিল হয়। অন্যদিকে ভারতে এসআইআর প্রক্রিয়া প্রতিদিনের গণতন্ত্রকেও এই একই কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসে। ভোট দেওয়া, যা নাগরিকত্বের মৌলিক অধিকার, তা নির্ভর করতে শুরু করে নথির বৈধতার ওপর। এই পুনরাবৃত্ত প্রমাণের চাহিদা নাগরিককে এক স্থায়ী অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেয়। সম্প্রতি পাশ হওয়া ট্রান্স বিল, রূপান্তরকামী মানুষের লিঙ্গ পরিচিতি ও ইচ্ছাকেও যাচাই করে নিতে চায় রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুমোদনে। একইভাবে, সিএএ বা এসআইআরের উদ্দেশ্য নাগরিকত্বের শংসাপ্রদান হলেও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে সংখ্যালঘুত্ব ও ধর্মের জটিল সমীকরণ।

নাগরিকত্বের পরিচয় কখনওই ভারতে একমাত্রিক ছিল না। বরং এই সরলীকরণে হারিয়ে যায় কোনও এক ঠাকুমার মুখে শোনা ইতিহাস, একজন অভিবাসীর অসমাপ্ত যাত্রা, এক রূপান্তরকামী মানুষের আত্ম-উপলব্ধি, এক নাগরিকের নীরব অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি। একজন মানুষের পরিচয় বরাবরই গড়ে ওঠে ভাষা-অঞ্চল-জাত-লিঙ্গ-স্মৃতি- অভিবাসন এ সবের সমন্বয়ে। এই সংজ্ঞা বহমান, বহুমাত্রিক, কখনও কখনও পরস্পরবিরোধীও। কিন্তু বর্তমান সময়ে নব্য-উদারনৈতিক রাজনীতির মধ্যে পরিচয়কে সহজ করে শ্রেণিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলার প্রবণতা স্পষ্ট। এখানেই বার বার প্রশ্ন ওঠে, একজন মানুষের অস্তিত্ব কি শুধুই কাগজে বন্দি হতে পারে?

সরকারি দপ্তরের সামনে লাইনটা দীর্ঘতর হয়। লাইনের ভেতরে কোথাও একটা প্রশ্ন বার বার ভেসে ওঠে— কাগুজে প্রমাণ ছাড়া এক নাগরিকের পরিচয় তাহলে কী হবে? নাকি একুশ শতকের সভ্যমানুষের পরিচয় আজ সত্যিই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে একটি ফর্ম, সিল বা স্বাক্ষরে? সাদাত হাসান মান্টোর টোবা টেক সিং-এর মতোই ছিন্নমূল এই লক্ষ লক্ষ মানুষ তবে কোন ভূখণ্ডকে আঁকড়ে ধরবে নিজের দেশ বলে?

লেখক অধ্যাপক

তথ্য

'হায়ণ' মানে বছর। অগ্রহায়ণ মানে বছরের গোড়া। অনেকের মতে একসময় বাংলা বছর শুরু হত বৈশাখ নয়, অগ্রহায়ণ মাস থেকে।

দে মু

দ্বিতীয় উত্তর সম্পাদকীয়র জন্য ৬০০ শব্দে লেখা পাঠানোর মেল— sampadokiyo@aajkaal.net

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি-২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ- শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; Office Block, G-212, City Centre, Siliguri-734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri-734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta.** ফোন: (০৩৩) ৪০৮২০৮০০, ৬৬১৫৮৮০০। Phone: (033) 40820800, 66158800, E-mail: mail@aajkaal.net

REGD. NO. KOL RMS/243/2019-2021 RNI NO: R.N. 37263/81

ফের মা-বাবা হচ্ছেন দীপিকা-রণবীর

দ্বিতীয়বারের জন্য মা–বাবা হতে চলেছেন অভিনেতা দীপিকা পাড়ুকোন এবং রণবীর সিং। রবিবার তারকা দম্পতি এই খবরটি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। দীপিকা ও রণবীর সিং তাঁদের সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তাঁদের মেয়ে ছোট্ট দুয়া একটি ‘পজিটিভ প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট’ ধরে রয়েছে। তাতেই স্পষ্ট যে, অন্তঃসত্ত্বা দীপিকা। ২০১৮ সালের ১৪ নভেম্বর ইতালির লেক কোমোতে দীপিকা ও রণবীরের বিয়ে হয়েছিল। দম্পতির প্রথম কন্যাসন্তান দুয়ার জন্ম ২০২৪–এর ৮ সেপ্টেম্বর।

পহেলগাঁওয়ে বিশেষ কিউআর কোড চালু

পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করল জম্মু–কাশ্মীর প্রশাসন। নিরাপত্তার খাতিরে ও জালিয়াতি রোধে চালু করা হল কিউআর কোড ভিত্তিক পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা। গত বছর ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর পর্যটকদের ফেরাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাঁরা বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত, পর্যটকরা তাঁদের মোবাইল দিয়ে কোডটি স্ক্যান করলেই ওই ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, আধার নম্বর এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন আছে কি না তা দেখতে পাবেন। স্থানীয় থানার সঙ্গেও এটি যুক্ত থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পোলিং অফিসারের পচাগলা লাশ উদ্ধার

নিখোঁজ পোলিং অফিসারের নগ্ন ও পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার অসমে। কার্বি আংলং জেলার একটি দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে শনিবার নিখোঁজ ওই পোলিং অফিসারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের নাম কর্নিলিয়াস কিভু। স্থানীয়রা রংওংওয়ে এলাকায় দেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। কিভু ১৯ নম্বর পোলিং স্টেশনে (সারপো কাঠার এলপি স্কুল) থার্ড অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ৯ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের ভোট চলাকালীন তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছেন জানিয়ে কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যান এবং তার পর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

বন্দুকবাজের হামলায় ৮ শিশুর মৃত্যু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানায় বন্দুকবাজের হামলায় মৃত্যু হল ৮টি শিশুর। পারিবারিক ঝামেলার জেরেই অভিযুক্ত এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মোট ১০ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। নিহত শিশুদের বয়স এক থেকে প্রায় ১৪ বছরের মধ্যে। শ্রেভপোর্ট পুলিশের প্রধান ওয়াইনি স্মিথ বলেন, ভয়াবহ ঘটনা। এই জাতীয় ঘটনা এর আগে ঘটেনি। তিনটি পৃথক স্থানে হামলা চালিয়েছে বন্দুকবাজ। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থাকে তদন্তে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের গুলিতে সন্দেহভাজন বন্দুকবাজের মৃত্যু হয়েছে।

ইতালিতে দুই ভারতীয় খুন!

আবার বিদেশের মাটিতে ভারতীয় খুন। এবার ঘটনাস্থল ইতালির বেরগাম প্রদেশ। স্থানীয় গুরদোয়ারার সামনে দুই ভারতীয়কে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। মৃতেরা হলেন কোভোর বাসিন্দা রাগিন্দর সিং (৪৮) এবং আগ্নাদেল্লোর বাসিন্দা গুরমিত সিং (৪৮)। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, আততায়ীও ভারতীয়। এবং হামেশাই গুরদোয়ারায় আসতেন। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত বেপাত্তা। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ বলছে, পরিকল্পনা করে দু’জনকে খুন করা হয়েছে। পুলিশের কথায়, ঘটনাস্থল থেকে কার্তুজের খোল উদ্ধার হয়েছে। পরিকল্পিত ঘটনা। খুনের কারণ অজানা।

দলিত যুবককে মার, আত্মহত্যার চেষ্টা

মারধর করে জাত তুলে গালি দেওয়ায় আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন এক দলিত যুবক। যোগীরাজ্যের মুজফ্ফরনগরে। শনিবার এ ঘটনা ঘটে খাটাউলি তহসিলের গাংধাদি গ্রামে। রবিবার ওই জেলার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযুক্তের নাম টিঙ্কু ওরফে গৌরব। বয়স ২৮। অভিযোগ, নির্দেশমতো কাজ করতে রাজি না হওয়ায় টিঙ্কু ২৫ বছরের দলিত যুবক হিমাংশুকে মারধর করে এবং দলিত হওয়ার কারণে তাঁকে হেনস্থা করে। এরপরেই ক্ষুব্ধ হিমাংশু নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

পেনশন ক্ষেত্রে বিদেশি লগ্নি ১০০% করতে চলেছে কেন্দ্র

বীরেন ভট্টাচার্য

দিল্লি, ১৯ এপ্রিল

বিমা ক্ষেত্রের পর এবার কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে পেনশন। আগামী দিনে পেনশন প্রকল্পে বিদেশি বিনিয়োগের সীমা বৃদ্ধি করতে বিল আনার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই মুহূর্তে পেনশন প্রকল্পে বিদেশি লগ্নির সর্বোচ্চ সীমা ৪৯ শতাংশ। এই ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে তাকে বিমা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের। সমস্ত বিষয় নজরে রেখেই তৈরি করা হচ্ছে নতুন খসড়া বিলটি।

বিগত আর্থিক বছরে বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি লগ্নির ঊর্ধ্বসীমা ৭৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৫ সালে প্রথম সংশোধনী বিল পেশ করে মোদি সরকার তার মাধ্যমে বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের সীমা ৪৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৪ শতাংশ করেছিল। এবার পেনশন ক্ষেত্রে বিদেশি লগ্নি বাড়ানোর এই খসড়া বিলটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। আলোচনার পরেই সংসদে চূড়ান্ত বিলটি পেশ করা হবে। বিলটি বাদল অধিবেশন অথবা শীতকালীন অধিবেশনে আনা হবে। কবে বিলটি পেশ করা হবে তা এখনই নিশ্চিত ভাবে বলতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার। তবে বাদল অধিবেশনেই বিলটি আনার ব্যাপারে চেষ্টা করা হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। এই বিলের মাধ্যমে পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা পিএফআরডিএ আইনেরও সংশোধন করা হবে। একই সঙ্গে এনপিএস ট্রাস্ট বা নিউ পেনশন স্কিম ট্রাস্টের থেকে আলাদা করা হবে পিএফআরডিএ–কে। বর্তমানে এনপিএস রয়েছে পিএফআরডিএ–র আওতায় এবং সংশোধনী বিলের মাধ্যমে সেটিকে কোনও ট্রাস্ট অথবা কোম্পানি আইনের আওতায় আনা হতে পারে। এনপিএসকে উল্লেখিত সংস্থার থেকে পৃথক করা এই বিলের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর জন্য ১৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হবে, যেখানে রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্যরাও থাকবেন।

মহিলাদের মধ্যে বিভাজন চায় বিজেপি, দাবি অখিলেশের

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ১৯ এপ্রিল

লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী বিল আটকে দেওয়ার পর, বিজেপির প্রচারের পাল্টা–জবাব দিতে দেশ জুড়ে নিজেদের মতো করে সাংবাদিক সম্মেলন এবং প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। সেই মতো আজ সাংবাদিক সম্মেলন করেন সমাজবাদী পার্টির শীর্ষ নেতা অখিলেশ যাদব। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিলে মহিলাদের জন্য সঠিক পদক্ষেপের উল্লেখ করা হয়নি। বিলটি তড়িঘড়ি করে লোকসভায় পেশ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

২০১১ সালের জনগণনার ওপর ভিত্তি করে মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর করার বিরোধিতা করেন তিনি। অখিলেশের বক্তব্য, পুরনো জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর করা হলে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার সঠিক সমন্বয় হবে না। দেশ জুড়ে বড় ধরনের কোনও সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার আগে নতুন জনগণনার তথ্য, পরিসংখ্যান প্রকাশ করার দাবি করেছেন তিনি। আসন পুনর্বিন্যাস বিলের সঙ্গে মহিলা সংরক্ষণ বিলকে জুড়ে দেওয়ার বিরোধিতা করে অখিলেশ বলেন, ‘মোদি সরকারের এই পদক্ষেপ জাতভিত্তিক জনগণনার দীর্ঘদিনের দাবিকে লঘু করে দেবে। বর্তমানে ভারতের সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা তৈরির জন্য জাত গণনা অবশ্যই করতে হবে।’ তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রের তরফে যে বিলটি আনা হয়েছিল, সেখানে তফসিলি জাতি, উপজাতি, মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ না করায় সমাজে বিভাজন তৈরি হবে। উল্লেখ্য, বিলটি নিয়ে লোকসভার আলোচনায় মুসলিম মহিলা, পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মহিলাদের জন্য পৃথক সংরক্ষণ অর্থাৎ সংরক্ষণের মধ্যে সংরক্ষণের দাবি করেন তিনি। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকে বলেন, সমাজবাদী পার্টি সমস্ত আসনে মুসলিম মহিলাদের প্রার্থী করে বার্তা দিতে পারে।

সাংবাদিক সম্মেলনে অখিলেশ যাদব বলেন, ‘দেশের মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, মহিলাদের সুরক্ষার মতো দিকগুলি থেকে নজর ঘোরানোর জন্য হঠাৎ করে মহিলা সংরক্ষণ বিল এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মহিলাদের ক্ষমতায়নই যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষা–স্বাস্থ্য–নিরাপত্তা–অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ইত্যাদি সম্পর্কে পোক্ত নীতি তৈরি করতে হবে। শুধুমাত্র আইনি আশ্বাস দিলেই হবে না।’ বিলটি ভোটাভুটিতে পরাজিত হওয়ার বিষয়ে সমাজবাদী পার্টির প্রধান বলেন, ‘এই বিলটি লোকসভায় পরাজিত হয়নি, পরাজয় হয়েছে বিজেপির অশুভ চিন্তাভাবনার। বিজেপির চিন্তাভাবনা হল সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণিকে সুবিধা দেওয়া, অথবা বিভাজন তৈরি করা। এবারে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা। বিজেপি নারীকে ‘নারা’ (স্লোগানে)–তে পরিণত করতে চেয়েছিল।’

হরমুজ পার হল ‘দেশ গরিমা’

সংবাদ সংস্থা

কায়রো ও দিল্লি, ১৯ এপ্রিল

রবিবার অপরিশোধিত তেল নিয়ে একটি ভারতীয় ট্যাঙ্কার নিরাপদে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করল। সূত্রের খবর, ৩১ জন ভারতীয় নাবিক–সহ অপরিশোধিত তেলবাহী ট্যাঙ্কার ‘দেশ গরিমা’ ১৮ এপ্রিল হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করেছে। ২২ এপ্রিল জাহাজটির মুম্বই পৌঁছোনোর কথা রয়েছে। শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এসসিআই)–এর এই ট্যাঙ্কারটি মার্চ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত হরমুজ অতিক্রমকারী দশম ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ।

প্রসঙ্গত, শনিবার গুলিবর্ষণের শিকার হয়ে অন্য দুটি ভারতীয় জাহাজ ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লি বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে ইরানের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি, ভারতে নিযুক্ত ইরানের প্রতিনিধি ড. আবদুল মজিদ হাকিম ইলাহি–কে তলব করেছিল দিল্লি। রবিবার তিনি জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালীতে দুটি ভারতীয় জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনার বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। সংবাদ সংস্থা এএনআই–কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইলাহি বলেন, ‘ইরান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়। আপনি যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমরা আশা করি, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এবং এর সমাধান হবে।’

বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে, শনিবার হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করার সময় একটি সুপারট্যাঙ্কার–সহ দুটি ভারতীয় বাণিজ্যিক জাহাজ গোলাগুলির শিকার হয়। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)–এর গুলিবর্ষণের পর জাহাজ দুটিকে গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়। সুপারট্যাঙ্কারটি প্রায় ২০ লক্ষ ব্যারেল ইরাকি তেল বহন করছিল। ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস (ইউকেএমটিও) কেন্দ্র গুলির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সম্পর্ক দৃঢ়: ইলাহি

গুলিবর্ষণের পর ওই ভারতীয় পতাকাবাহী ট্যাঙ্কার দুটি হরমুজ প্রণালীতে ফিরে গেছে। ট্যাঙ্কার দুটির একটি থেকে পাঠানো বিপদ সঙ্কেত সামনে এসেছে। সেখানে গোলাগুলির সময় তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি ধরা পড়েছে। ট্যাঙ্কার ট্র্যাকার্সের শেয়ার করা একটি অডিওতে একজন নাবিককে বলতে শোনা যায়, ‘সানমার হেরাল্ড বলছি। আপনারাই তো আমাদের যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। আপনাদের তালিকায় আমার নাম দ্বিতীয়। আপনারা এখন গুলি চালাচ্ছেন। আমাকে ফিরে যেতে দিন।’

এই ঘটনায় ‘গভীর উদ্বেগ’–এর সঙ্গে ভারত ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ

যমজ মেয়ের গলা কেটে দিল বাবা

সংবাদ সংস্থা

কানপুর, ১৯ এপ্রিল

যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশে নিজের দুই যমজ মেয়ের গলা কেটে খুন করল বাবা। তারপর নিজেই ফোন করল পুলিশকে। কানপুরে ওই ব্যক্তির যমজ দুই মেয়ের বয়স ছিল ১১ বছর। রবিবার ভোরে পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের খবর পায়। অভিযুক্তের স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে মারাত্মক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন। পুলিশ অভিযুক্তকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করেছে।

২০১৪ সালে প্রেম করেই বিয়ে হয়েছিল দম্পতির। তবে বিয়ের পর থেকেই তাদের সম্পর্কের অবনতি হয়। অভিযুক্তের স্ত্রী রেশমা ছেত্রি অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী সারা বাড়িতে এমনকী শোয়ার ঘরের ভিতরেও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছিল। রেশমা যখনই বাপের বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করতেন, তখনই স্বামী তাঁকে মারধর করত। বার বার বলত শুধু ছেলেকে নিয়ে চলে যেতে, মেয়েদের সে নিজের কাছেই রাখবে। স্বামী দুই মেয়েকে সঙ্গে নিতে না দেওয়ায় রেশমা বাধ্য হয়ে যমজ মেয়েদের রেখে ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। প্রায় ন’মাস পর তিনি ফিরে এসেছিলেন, কারণ মেয়েদের ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছিল। রেশমা আরও জানান, তাঁকে তাঁর স্বামীর ঘরে ঢুকতে দেওয়া হত না। রেশমার দাবি অনুযায়ী, তাঁর স্বামী প্রায়ই বলত সে নিজে আত্মহত্যা করবে এবং যমজ মেয়েদেরও মেরে ফেলবে। হত্যাকাণ্ডের আগের রাতে সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। রাতে একসঙ্গে খাবার খায়, তারপর তাঁর স্বামী দুই মেয়েকে নিয়ে নিজের ঘরে ঘুমোতে যায়। রাত আড়াইটে নাগাদ সে এক মেয়েকে বাথরুমে নিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে। এরপর ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। তারপর ঘর থেকে আর কোনও সাড়াশব্দ আসছিল না। রেশমা ভেবেছিলেন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কখন যে তাঁর মেয়েদের খুন করা হয়েছে, তা তিনি টেরই পাননি।

পশ্চিম এশিয়া: মন্ত্রিগোষ্ঠীর বৈঠক

আজকালের প্রতিবেদন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিগোষ্ঠী পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লিতে আলোচনা করেন গত শুক্রবার। একই সঙ্গে তাঁরা ভারতের প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখেন। ওই দিন দিল্লির কর্তব্য ভবনে এই বৈঠক হয়। পিআইবি সূত্রে এ খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বৈঠকে বলেন, ‘পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি এখনও অশান্ত। যাতে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো না হয় সেজন্য ভারতের তৈরি থাকা উচিত। আবার যদি নতুন করে সঙ্ঘাত বাধে তাহলেও তৈরি থাকা উচিত।’ তিনি আরও বলেন, এই যুদ্ধের কারণে যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে তা নিরসনে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকে ছিলেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর, তেলমন্ত্রী হরদীপ পুরি–সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর। কাট্টানারপত্তিতে, রবিবার। ছবি: পিটিআই

তামিলনাড়ুর বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত কমপক্ষে ১৮

সংবাদ সংস্থা

বিরুধুনগর, ১৯ এপ্রিল

রবিবার তামিলনাড়ুর বিরুধুনগর জেলায় একটি বাজি তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে অন্তত ১৮ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন এবং আরও ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, আহত ছয়জনের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁরা বিরুধুনগর সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কর্তৃপক্ষের সন্দেহ, রাসায়নিক মেশানোর সময় ঘর্ষণের ফলেই বিস্ফোরণটি ঘটেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ইউনিটটি নাগপুরের পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস সেফটি অর্গানাইজেশন (পিইএসও) থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত। কমপ্লেক্সটিতে ১০০ জনেরও বেশি শ্রমিক কাজ করছিলেন বলে জানা গেছে। বিস্ফোরণের প্রভাব এতটাই তীব্র ছিল যে, কারখানার অন্তত চারটি ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। স্থানীয়দের দাবি, বিস্ফোরণের শব্দ দশ কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা গিয়েছিল।

এক পুলিশ আধিকারিক সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত ১৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছি। দেহগুলির মধ্যে বেশিরভাগই পুড়ে এতটাই বিকৃত হয়ে গেছে যে, চেনার উপায় নেই।’ তিনি আরও জানান, আহত ছয়জনের মধ্যে তিনজন মহিলা। তাঁদের শরীরের ৬০ শতাংশ পুড়ে গেছে।

এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই। আহতরা যেন দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন।’ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনও এই মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। স্ট্যালিন এক্স–এ লিখেছেন, ‘বিরুধুনগর জেলার কাট্টানাপট্টিতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর মর্মান্তিক খবরে গভীর শোকাহত।’ উদ্ধার অভিযান ত্বরান্বিত ও তদারকি করতে দুই মন্ত্রীকে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অযৌক্তিক দাবি আমেরিকার! দ্বিতীয় দফার আলোচনা এড়াচ্ছে ইরান

সংবাদ সংস্থা

তেহরান, ১৯ এপ্রিল

পাকিস্তানে দ্বিতীয় দফার আলোচনায় সম্ভবত যোগ দিচ্ছে না ইরান। রবিবার সে দেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা ইসলামিক রিপাবলিক নিউজ এজেন্সি এই তথ্য জানিয়েছে। ২২ এপ্রিল যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সোমবার ইসলামাবাদে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে আমেরিকা ও ইরানের প্রতিনিধিদের। রবিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে দেন, ইসলামাবাদে আমেরিকার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টা পরেই বেঁকে বসল ইরান। ফলে শেষ মুহূর্তে বৈঠক ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

ইসলামিক রিপাবলিক নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আমেরিকার অতিরিক্ত দাবিদাওয়া, অবাস্তব প্রত্যাশা এবং ইরানের বন্দরগুলিতে মার্কিন অবরোধের কারণেই দ্বিতীয় দফার আলোচনা প্রত্যাখ্যান করেছে তেহরান। বন্দর অবরোধ চালিয়ে যাওয়া নিয়ে মধ্যস্থতাকারী দলের সদস্য, ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাকের কালিবাফ এর আগে বলেছিলেন, ‘আমেরিকার প্রতি চূড়ান্ত অবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ইরান শান্তির পথে সমাধান চাইছে। কিন্তু এখনও ব্যবধান বিস্তর। উভয়পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু বিষয় অমীমাংসিত রয়েছে।’

এদিকে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণে নিহত হওয়ার সাত সপ্তাহ পরেও সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের দেহ এখনও কবর দেয়নি ইরান। এমনই দাবি করেছে নিউ ইয়র্ক পোস্ট। ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা–ইজরায়েলের যৌথ হামলায় নিহত হয়েছেন খামেনেই। রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরানের শাসক গোষ্ঠী এখনই তাঁর শেষকৃত্যে আগ্রহী নয়। সম্ভবত ঝুঁকি নিতে চাইছে না তারা। খামেনেইয়ের শেষকৃত্যে বিপুল জনসমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে। ইরানের দিকে এখন ইজরায়েলের কড়া নজর। জমায়েত তাদের দৃষ্টি এড়াবে না এবং হামলা চালাতে পারে ইজরায়েল। অথবা দেশের ভেতর নতুন করে অশান্তি মাথাচাড়া দিতে পারে। সেই যুক্তিকে তুলে ধরে নিজেদের দুর্বলতা আড়াল করতে চাইছে তেহরান। ইজরায়েল হামলা করতে পারে, সেই যুক্তিকে ঢাল করছে তারা।

Govt.of West Bengal

Office of the District Magistrate &District Election Officer North 24-Parganas, Barasat

Postal Ballot & Mark Copy of Electoral Cell

Memo.No. 63/PB & EDC Cell/N24Pgs/WBLA-2026

Dated: 19.04.2026

NOTICE

Venues and dates of Postal Voting Centre (PVC) and RO Head Quarter Facilitation Centre of different ACs of North24Parganas are tabulated hereunder.

Sub-Division	AC No.	Name of AC	Postal Voting Centre	PVC functioning Date	RO Facilitation Centre	RO Facilitation Centre functioning Date
Bongaon	94	Bagda (SC)	Ambedkar Centre for Excellence, Bongaon SDO Office Premises Court Road, North 24 Parganas	22.042026 to 26.04.2026	Ambedkar Centre for Excellence, Bongaon SDO Office Premises Court Road, North 24 Parganas	26.04.2026 to 28.04.2026
	95	Bangaon Uttar (SC)				
	96	Bangaon Dakshin (SC)				
	97	Gaighata (SC)				
Barasat	100	Habra	New Administrative Building, Gr. Floor, Collectorate, Compound, Barasat, North 24 Parganas		New Administrative Building, Gr. Floor, Collectorate, Compound, Barasat, North 24 Parganas	
	101	Ashoknagar				
	102	Amdanga				
	118	Madhyamgram				
	119	Barasat				
	120	Deganga				
Barrackpore	103	Bijpur	Office of the DI of School (SE), Barrackpore		Office of the DI of School (SE), Barrackpore	
	104	Naihati				
	105	Bhatpara				
	106	Jagatdal				
	107	Noapara				
	108	Barrackpur				
	109	Khardaha				
	110	Dum Dum Uttar				
	111	Panihati				
	112	Kamarhati				
	113	Baranagar				
	114	Dum Dum				
Bidhannagar	115	Rajarhat New Town	SDO Office, Bidhannagar		SDO Office, Bidhannagar	
	116	Bidhannagar				
	117	Rajarhat Gopalpur				
Basirhat	98	Swarupnagar (SC)	Office of the Sub-Divisional Officer, Basirhat		Office of the Sub- Divisional Officer, Basirhat	
	99	Baduria				
	121	Haroa				
	122	Minakhan (SC)				
	123	Sandeshkhali (ST)				
	124	Basirhat Dakshin				
	125	Basirhat Uttar				
	126	Hingalganj (SC)				

Polling personnel who were unable to cast their vote on19.04.2026 and 20.04.2026 will be given an opportunity for cast their vote on any day between 26.04.2026 and 28.04.2026 at the Facilitation Centre of RO Head Quarter.

Sd/-
District Election Officer, North 24 Parganas

698(2)/DICO/N24Pgs, Dated-19.04.2026

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ -এর তরফ থেকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

- ভোট চুরি ও ছাপ্পা ভোট বন্ধ করার জন্য প্রত্যেকটি বুথে ওয়েবকাস্টিং -এর ব্যবস্থা থাকবে।
- ভোটিং কম্পার্টমেন্ট, অর্থাৎ যেখানে EVM ভোটযন্ত্র আছে, সেখানে কোনো রকম কোনো CCTV থাকবে না।
- আপনি কাকে ভোট দিচ্ছেন, তা কোনভাবেই কোন ক্যামেরা দেখতে পাবেনা।

আপনার ভোট সম্পূর্ণ গোপন থাকবে

ক্যামেরার মাধ্যমে বা আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা অন্য যে কোনো ধরনের কার্ডের মাধ্যমে আপনি কাকে ভোট দিচ্ছেন তা জানা যাবে এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা । এই ভুল তথ্য যারা ছড়াচ্ছে তাদের সম্বন্ধে পুলিশকে বা অবজার্ভারকে জানান। তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

ভোটের পর্ব, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব

কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটের পরই চলে যাবে না। যতক্ষণ প্রয়োজন, ততক্ষণ আপনার নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োজিত থাকবে। সুতরাং কোনভাবেই ভয় পাবেন না।

নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরামর্শের জন্য

ফোন করুন টোল ফ্রী- ১৮০০-৩৪৫-০০০৮

মেইল করুন - wbfreeandfairpolls@gmail.com

ICA- D630(11)/2026

ceowestbengal.wb.gov.in ceowb ceo_wb/ CEOWestBengal ceo westbengal

তমলুকের সভায় সাংসদ দেব ও প্রার্থী দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়। রবিবার। ছবি: যজ্ঞেশ্বর জানা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER
DAKSHIN DINAJPUR
Memo No. 71/L&O Date: 19/04/2026

Anyone can lodge a complaint regarding Law-and-Order issues in connection with the West Bengal Legislative Assembly Election 2026. You may choose to remain anonymous — sharing your name is not mandatory. Even if you provide your name or personal details, they will be kept strictly confidential and will not be disclosed under any circumstances.

Complaint of Law and Order
Toll Free : 1800-345-0008
E-mail: wbfreeandfairpolls@gmail.com

Sd/-
District Election Officer
&
District Magistrate
Dakshin Dinajpur

গর্ভগৃহে পুষ্পসজ্জায় জগন্নাথদেব। দিঘা জগন্নাথধামে। ছবি: প্রতিবেদক

দিঘার জগন্নাথধামে এক বছরে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ দর্শনার্থী

যজ্ঞেশ্বর জানা
দিঘা, ১৯ এপ্রিল

এক বছরে দিঘার জগন্নাথধামে ১ কোটি ৩৩ লক্ষেরও বেশি দর্শনার্থী এসেছেন। গত বছরের ৩০ এপ্রিল জগন্নাথধামের উদ্বোধন হয়। তার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই মন্দির দেশ–বিদেশের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তো বটেই, বিদেশ থেকেও প্রচুর ভক্তসমাগম হয়েছে। বিশেষ করে ইসকন সম্প্রদায়ের অনুগামীরা অনেকেই দিঘার জগন্নাথধামে এসেছেন।

এই বিপুল দর্শনার্থীর আগমনের ফলে দিঘা সারা বছরের তীর্থকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় হোটেল, পরিবহণ পরিষেবা, দোকানপাট এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নতির সাক্ষী হচ্ছেন। যা এই মন্দিরকে আঞ্চলিক অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তিতে পরিণত করেছে।

ইসকন কলকাতার সহ–সভাপতি এবং জগন্নাথধাম, দিঘার ট্রাস্টি ও প্রধান পুরোহিত রাধারমণ দাস বলেন, ‘এক বছরের মধ্যে ১ কোটি ৩৩ লক্ষেরও বেশি ভক্তের আগমন শুধু একটি সংখ্যা নয়— এটি মানুষের গভীর আস্থার প্রতিফলন। জগন্নাথধাম, দিঘা এমন এক স্থান হয়ে উঠেছে, যেখানে ভক্তি সকল সীমারেখা অতিক্রম করে মানুষকে একত্রিত করেছে।’ পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘এই ধাম লক্ষ লক্ষ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের জীবিকাতেও নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে বড় উদ্যোগ— সমস্ত ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।’ মহাসমারোহে প্রথম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন হচ্ছে দিঘা জগন্নাথধাম ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে উৎসবের সূচিতে রয়েছে বৈচিত্রের ছোঁয়া। অধিবাস উৎসবের মাধ্যমে রবিবার সন্ধেয় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। রাত ৮টায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ দর্পণ অভিষেক। সোমবার সকালে শ্রীবিষ্ণু নৃসিংহ যজ্ঞের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে। এরপর রাধা মদনমোহনের অভিষেক এবং ৫৬ ভোগ নিবেদন করা হবে। বিকেলের আকর্ষণ হিসেবে থাকছে জমকালো পালকি উৎসব। সন্ধেয় অনুষ্ঠিত হবে মোহময় নৌকাবিহার। সবশেষে পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি হবে।

বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে সম্মানহানির অভিযোগ নেত্রীর

তুফান মণ্ডল
পুরশুড়া, ১৯ এপ্রিল

দলেরই নেত্রী সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য এবং আর্থিক লেনদেন নিয়ে মিথ্যা দাবির অভিযোগ উঠল এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। ওই নেত্রী একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিও। রবিবার তিনি পুরশুড়া থানায় এক লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, পুরশুড়ার শ্যামপুরের বাসিন্দা ওই বিজেপি কর্মী সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে তাঁর নামে নানা অশ্লীল মন্তব্য করছে। তিনি নাকি এক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকাও নিয়েছেন। ওই বিজেপি নেত্রী বলেন, ‘ওই কর্মী যে অভিযোগ করছে আমি তার প্রমাণ চাইছি। কারণ এর ফলে আমার সম্মানহানি হয়েছে। সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। প্রথমে ভেবেছিলাম কুকুররা ঘেউ ঘেউ করে। তাই কিছু মনে করিনি। কিন্তু বারবার একই ঘটনা ঘটায় আমি বাধ্য হয়ে থানায় অভিযোগ জানালাম।’ নারী–সুরক্ষা নিয়ে তিনি বলেন, নারীদের সুরক্ষার যে অভাব রয়েছে সেটা আমার কোথাও তো মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, নারীদের কি সত্যি বাইরে বেরোনো উচিত নাকি ঘরের মধ্যে রান্না করাটাই উচিত। দলের কাছে আমার অনুরোধ, দলের কাছ থেকে বারবার যে নারী–সুরক্ষার কথা বলা হচ্ছে তা যেন বজায় থাকে। আমরা নারীরা যেন এগিয়ে যেতে পারি। স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম করতে পারি। এই ঘটনার বিরুদ্ধে দলীয় ভাবেও যাতে কড়া পদক্ষেপ করে, তার অনুরোধ করছি। পুরশুড়ার বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ বলেন, দলের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে উনি আমাকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। আমি আইনি পদক্ষেপ করার কথা বলেছি।

মহিষাদলের প্রার্থী তিলক চক্রবর্তীর সমর্থনে রোড–শোয়ে সাংসদ রচনা ব্যানার্জি। রবিবার। ছবি: যজ্ঞেশ্বর জানা

চিনপাইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে রোড–শোয়ে সাংসদ শতাব্দী রায়। রবিবার। ছবি: শান্তনু দাস

হাওড়ার আমতা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুকান্ত পালের সমর্থনে রোড–শোয়ে অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার ও অভিনেতা ইন্দ্রজিৎ বসু। ছবি: সুপ্রতিম মজুমদার

তৃণমূলের পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

আজকালের প্রতিবেদন
আরামবাগ, ১৯ এপ্রিল

রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ড্রেনে ফেলে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের দৌলতপুর এলাকায়। ওই এলাকায় তৃণমূল কর্মীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দলীয় পতাকা টাঙিয়েছিলেন। কিন্তু রবিবার সকালে হঠাৎই দেখা যায় এলাকায় একটি পতাকাও আর অবশিষ্ট নেই। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিত ভাবে সবকটি পতাকা ছিঁড়ে ড্রেন এবং সেটির আশপাশের বিভিন্ন স্থানে ফেলে দিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূলের আরামবাগ শহর সভাপতি রূপক মুখার্জি জানান, এটি একটি সুপরিকল্পিত নোংরামো এবং এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক শেখ রাকেশ আলি অভিযোগ করেন, বিজেপি–আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত।

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। আরামবাগের বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ বলেন, তাঁদের দল এই ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না এবং এটি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল বলেই দাবি করেন তিনি।

ঘটনার পর পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ছুটে যায়। তৃণমূল নেতৃত্ব প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে এবং দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছে। পাশাপাশি প্রশাসনের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখার কথাও জানিয়েছেন তাঁরা। তবে স্থানীয়দের কথায় এমন ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশ ব্যবস্থা নিক।

বালুরঘাটে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়

১৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বালুরঘাট ডিভিশনে প্রবল ঝড় ও ভারী বৃষ্টির ফলে বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। একাধিক ৩৩ কেভি, ১১ কেভি এবং এলটি লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বড় গাছ উপড়ে পড়ার ফলে অনেক জায়গায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গেছে এবং প্রায় ১০০টি বৈদ্যুতিক খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় ডব্লিউবিএসইডিসিএল যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাদের কর্মীদের কাজে নিয়োজিত করে এবং অতিরিক্ত লোকবলও মোতায়েন করা হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও কর্মীরা গত রাত থেকেই কাজ করে চলেছেন। প্রচুর সংখ্যক বড় গাছ লাইনের ওপর পড়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করার কাজের বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে। সম্পূর্ণ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। ডব্লিউবিএসইডিসিএল গ্রাহকদের উন্নত মানের বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর।

নির্দল প্রার্থীকে মার, ধৃত বিজেপি নেতা

নির্দল প্রার্থীকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত বিজেপি নেতা সুমন তেওয়ারিকে গ্রেপ্তার করল আরামবাগ থানার পুলিশ। রবিবার আরামবাগ শহরের বসন্তপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, সুমন বর্তমানে বিজেপির আরামবাগ পুরমণ্ডলের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বৃহস্পতিবার আরামবাগের দৌলতপুরে অবস্থিত বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে মারধর করেছিলেন পুরশুড়া কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী হরপ্রসাদ বাগকে। উল্লেখ্য, প্রাক্তন সেনাকর্মী হরপ্রসাদবাবু দীর্ঘদিন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি থেকে শুরু করে জেলার সাধারণ সম্পাদক, সহ সভাপতি ইত্যাদি পদে ছিলেন।

কাটোয়ায় ফাঁকা মাঠে বিজেপির সভা, হতাশ কর্মীরা

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বীজনগর (কাটোয়া), ১৯ এপ্রিল

রবিবার বিকেলে কাটোয়ার বীজনগর তালবাগান ফুটবল মাঠে সভা ছিল বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের। কাটোয়ার বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ ঘোষের সমর্থনে তিনি বক্তব্য পেশ করেন। সেই সভায় লোকজন না হওয়ায় হতাশ বিজেপি নেতৃত্ব। তবে সাফাই হিসেবে ‘তীব্র গরম’–এর তত্ত্ব খাড়া করেছেন। এমনিতেই মাঠের একদিকে হেলিপ্যাড তৈরি করায় মাঠের একটা বড় অংশ ঘেরা ছিল। কিন্তু বাকি অংশের অর্ধেকও না ভর্তি হওয়ায় দলের অন্দরেই নানারকম প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সভার শুরুতে একেবারেই লোকজন হয়নি। বহু চেয়ার ফাঁকা পড়ে থাকতে দেখা যায়। সভা শুরু হওয়ার খানিকক্ষণ বাদে কিছু লোকজন জড়ো হন। এই লোকজনের একটা বড় অংশ ‘হেলিকপ্টার দেখতে গিয়েছিল’ বলে মন্তব্য করলেন তৃণমূলের জেলা নেতা বিশ্বনাথ সাহা। তিনি বলেন, ‘মানুষ যে বিজেপির পাশে নেই, তা প্রমাণ হল। কাটোয়ায় আমাদের প্রার্থী রবিদা (রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি) বিপুল ভোটে জিতে টানা সপ্তমবার কাটোয়ার বিধায়ক হয়ে রেকর্ড গড়বেন।’ তৃণমূল নেতাদের কথায়, রবিদার জেতা শুধু সময়ের অপেক্ষা। তিনি দীর্ঘদিনের বিধায়ক, ভাল মানুষ, ভাল সংগঠক তাঁকে হারানো সহজ হবে না। সকলেই চান তিনি আবার বিপুল ভোটে জিতে আসুন।

The Polling Personnel/ Micro Observer who were unable to cast their vote at Facilitation Centre at Training venue will be allowed to cast their votes at **Facilitation Centre at Returning Officer's Head Quarter [Deploying Returning Officer (RO)** & Distribution Centre of Assembly Constituency.

District Name	No. & Name of AC	Venue of Facilitation Centre at RO HQ (For P-3 to P-1 day i.e. 20.04.2026 to 22.04.2026)	Venue of Distribution Centre of Assembly Constituency (For P-1 day i.e. 22.04.2026)
Purulia	238-Bandwan (ST) AC	O/O the Sub-Divisional Officer, Manbazar Sub-Division at Patharmahara, PO & PS- Manbazar, PIN-723131, Lat- 23.055511, Long- 86.655239	Manbhum Mahavidyalaya
Purulia	239-Balarampur AC	Ground Floor of the Chamber of the PO-cum-DWO, BCW&TD, Purulia, Lat- 23.19536, Long-86.21485	Sidho-Kanho Birsha University Purulia.
Purulia	240-Baghmundi AC	Sub-Divisional Office, Jhalda Lat- 23.371992, Long- 85.99257	Jhalda Satyabhama Vidyapith
Purulia	241-Joypur AC	Sub-Divisional Office, Jhalda Lat- 23.371992, Long- 85.99257	Jhalda Satyabhama Vidyapith
Purulia	242-Purulia AC	Record Room Building, Collectorate Campus, Purulia, Lat- 23.331693, Long- 86.363736	Sidho-Kanho Birsha University Purulia.
Purulia	243-Manbazar (ST) AC	O/O the Sub-Divisional Officer, Manbazar Sub-Division at Patharmahara, PO & PS- Manbazar, PIN-723131, Lat- 23.055511, Long- 86.655239	Manbhum Mahavidyalaya
Purulia	244-Kashipur AC	O/O the Sub-Divisional Officer, Raghunathpur Sub-Division at Raghunathpur, PO & PS-Raghunathpur, PIN-723133, Lat- 23.534528, Long- 86.651274	Raghunathpur College
Purulia	245-Para (SC) AC	O/O the Sub-Divisional Officer, Raghunathpur Sub-Division at Raghunathpur, PO & PS-Raghunathpur, PIN-723133, Lat- 23.534528, Long- 86.651274	Raghunathpur College
Purulia	246-Raghunathpur (SC) AC	O/O the Sub-Divisional Officer, Raghunathpur Sub-Division at Raghunathpur, PO & PS-Raghunathpur, PIN-723133, Lat- 23.534528, Long- 86.651274	Raghunathpur College

Sd/-
Additional District Magistrate (PB)
Purulia

Memo No- 111/WBLA/2026/MCMC/MMC
Dt. 19.04.2026

হারানো/প্রাপ্তি

• I, Abhishek Nayak have lost Class 12 Pass Certificate (2012) ISC, Index No. B/8461/094, School- Orient Day School. As per -GDE NO 1605. dtd. 11/4/26 at Parnashree P.S Founder please contact: 7003218207.

GLOBAL KAYASTHA ORGANISATION
কায়স্থদের একটি রেজিস্টার্ড সংগঠন।
সকল কায়স্থ এই সংগঠন ও গ্রুপের সদস্য হউন।
whatsapp 9932275345

নাম/পদবি পরিবর্তন

• I, Md. Abdur Rasid Mandal, S/O- Belat Hossain Mandal, resident of Vill- Haripur, P.O.- Haripur Chhitka, P.S.- Tehatta, Nadia, W.B.- 741163 declare that my name is wrongly recorded in my son Areeb Hamza Mandal's birth certificate as Abdur Rasid Mandal. As per Affidavit No. 6403 sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Sealdah Court on 07.03.2026, Md. Abdur Rasid Mandal and Abdur Rasid Mandal both are same & one identical person.

• I, Chandra sekhar Mukherjee S/O Gopal Mukherjee residing at Pirijpur, Dakshin Rasulpur, Arambagh, Hooghly. have changed my father name G Mukherjee to Gopal Mukherjee vide affidavit dated 8th April 2026 at Alipore

• আমি ঈশিতা পাল, স্বামী- সিন্টূ দাস, ঠিকানা- ২৩৩/২, এল.এন. রোড, কোলকাতা-৭০০০৬৫, আমার পুত্র ATRI DAS এর জন্ম সার্টিফিকেট এ আমার পুত্রের নাম ভুলবশত ARTI DAS হয়েছে, যেহেতু আমি বার্থ সার্টিফিকেট এর অনলাইন আবেদন ফর্মে আমার পুত্রের নাম ভুল টাইপ করি। গত ইংরেজি ০২/০৪/২০২৬ তারিখে বিধাননগর কোর্ট এর ফাস্ট ক্লাস Judicial Magistrate Affid Avit এর বলে আমার পুত্রের নাম ATRI DAS হইল। আমার পুত্র ATRI DAS এবং ARTI DAS এক এবং অভিন্ন ব্যাক্তি।

• I, Mohammad Rehan, S/o Yunus Mohammad, residing at 114/E, Topsia Road, Kol-700039, shall be known as Md. Rehan S/o Md. Yunus vide Affidavit dated 11-03-2026.

IN THE HON'BLE COURT OF THE CIVIL JUDGE, SENIOR DIVISION, JEYPORE.
C.S.142/20022 (1.A.07/2023).
BETWEEN:
Sri. Bharat Kumar Chawda ... Plaintiff.
-Versus-
Kunu Gouda and others. ... Defendants.
SUMMONS FOR SETTLEMENT OF ISSUE.
To,
Abhisekh Sarda, S/o. Harshbardhan Sarda, Director, M/S: Barsha Wood Plantation Pvt. Ltd., & M/s: Suraj Timber Plantation Pvt. Ltd., House No: 229, A.J.C. Bose Road, Crescent Tower, Unit-2H, Calcutta, 700020, West Bengal India.
Whereas the plaintiff Bharat Kumar Chawda, has instituted a suit against you for recovery of possession of the suit land, described in the plaint. You are hereby summoned to appear before this Hon'ble Court in person or by pleader duly instructed and able to answer all material question relating to the suit or who shall be accompanied by same person able to answer all such questions on this day 13th day for May, 2026, at 7:30 AM "O" Clock for noon to answer the claim: and you are directed to produce on that day all the documents, upon which you intend to rely in support of your defense.
Given under my hand and the seal of the court, this day
The 20th day of March, 2026.
Sd/-
Sri Dasarathi Patnaik.
Advocate for the Plaintiff.
Sd/-
SEAL
Civil Judge, (Sr.Divn), Jeypore.

বৈংক অফ় বড়ৌদা Bank of Baroda
রিজিওনাল অফিস: বর্ধমান রিজিয়ন
২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙাকুঠি, বর্ধমান-৭১৩১০১
সংশোধনী
১৯.০৩.২০২৬ এই পত্রিকায় প্রকাশিত মেসার্স জে পি এন্টারপ্রাইজেস এবং মিসেস অর্পিতা ধাড়া ও মিঃ সুব্রত ধাড়া-র অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে ই-নিলামের তারিখ ভুলবশত ২৪.০৬.২০২৬ মুদ্রিত হয়েছে যা ২৪.০৪.২০২৬ পড়তে হবে। বিজ্ঞপ্তির বাকি বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে।
তারিখ: ২০.০৪.২০২৬, স্থান: বর্ধমান

TENDER NOTICE
The West Bengal State Co-operative Bank Limited, (H.O.) 24 A, Waterloo Street, Kolkata- 700069
Invites quotations through e-tender process from the eligible and experienced bidders for **electrical maintenance** service at **Head Office & Kolkata Main Branch** as well as Branches/Offices under Central Region. Cost of tender form (Non-refundable): **Rs. 1180.00.** Tender document is available at Bank's website at **www.wbstcb.bank.in and/or www.wbtenders.gov.in** from **20.04.2026 after 11:00 A.M** and to be submitted within **05.05.2026 upto 12:00 Noon.** Tender (Technical Bid) opening date- **07.05.2026 by 2:00 P.M.** For complete details, please refer to RFP documents.
Sd/-
Managing Director

ফর্ম নং ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) নিয়মাবলি, ২০১৪-এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]
১. এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিন পর কিন্তু পরবর্তীতে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ – কলকাতা ১, কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-III এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে **ভুতোরিয়া অ্যাডভাইসরি সার্ভিসেস এলএলপি,** একটি এলএলপি-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর XXI তম অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা যায়।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:
ক. কর্পোরেট কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কর্পোরেট পরিকল্পনা, একীভূতকরণ, অধিগ্রহণ, একত্রীকরণ, পুনর্গঠন, সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা, কর্পোরেট আর্থিক পরিকল্পনা, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই), ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, মজুদ নিয়ন্ত্রণ, বিদেশি সহযোগিতা, শেয়ার ও সিকিউরিটিজ বিশ্লেষণ, ডেটাবেস পরিষেবা, সম্ভাব্যতা ও প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরামর্শ, উপদেশমূলক এবং ব্যবস্থাপনাগত পরিষেবা প্রদান করা।
খ. পরিবেশক, প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, বণিক, ঠিকাদার, দালাল হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করা এবং অন্যথায় সকল প্রকার পণ্য ও সামগ্রীর লেনদেন করা, যার মধ্যে ক্লিয়ারিং এজেন্ট, মালবাহী ঠিকাদার, ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।
গ. কারিগরি জ্ঞান সরবরাহ, পরিবহন কাজ, খনি প্রক্রিয়াকরণের কাজে কৌশল অবলম্বন, অবকাঠামো প্রকল্পে নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ ইত্যাদি ব্যবসা পরিচালনা করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারক এবং সঙ্ঘ সনদের একটি অনুলিপি **১১ ক্লাইভ রো, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০০০১**-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড–১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।
তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভুতোরিয়া অ্যাডভাইসরি সার্ভিসেস এলএলপি-র পক্ষে
স্বা/- **কমল সিং ভুতোরিয়া**
ডেজিগনেটেড পার্টনার
ডিপিআইএন: ০১০১৩৯৮১

PUBLICE NOTICE
নাম পরিবর্তন ও ধর্ম পরিবর্তন সংক্রান্ত ঘোষণা:
আমি, অপর্ণা মন্ডল, পিতা/মাতা—শান্তি মন্ডল ও মঙ্গলা মন্ডল, সাকিন—গ্রাম: চন্ডি, পোস্ট: চন্ডি, থানা: বিষ্ণুপুর, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, যাহা কোনোরূপ জবরদস্তি, প্রলোভন বা প্রভাব ছাড়াই।
আলিপুরে মাননীয় ১ম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট নং–৩৬৫৬৫, তারিখ– ১৭/০৪/২০২৬ অনুযায়ী, আজ হইতে আমি আমার পূর্ব নাম “অপর্ণা মন্ডল” পরিবর্তন করিয়া “ফারিয়া খাতুন” রাখিলাম।
অতএব, ভবিষ্যতে সকল ক্ষেত্রে ও কার্যাবলীতে আমি “ফারিয়া খাতুন” নামেই পরিচিত হইব। অপর্ণা মন্ডল ও ফারিয়া খাতুন একই ব্যক্তি।

One Research Assistant (Duration 6 months) and three field Investigators (Duration 2 months) needed in an ICSSR-sponsored Project (order F. No. 187/2025-26/ICSSR/RP/MN dated 20.3.26) under Dr. Joyprokash Mondal, Assistant Professor of Political Science, Bangabasi Evening College (Maximum Duration 6 and 2 Months). Check the college website https://bangabasievening.edu.in/index.php/home/notice for more information.

ফর্ম নং এনসিএলটি. ৩এ
পিটিশনের বিস্তারিত বিজ্ঞাপন
[বিধি ৩৫ দেখুন]
জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল সমীপে
কলকাতা বেঞ্চ: কলকাতা
কোম্পানি পিটিশন নং ১৪/কেবি/২০২৬
সংযুক্তি
কোম্পানি আবেদন (সিএএ) নং ১২/কেবি/২০২৬
কোম্পানি আইন, ২০১৩
এবং
বিষয় কনসেপ্ট ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN– US1909WB2011PTC159627)
হস্তান্তরকারী কোম্পানি/আবেদনকারী নং ১
তৎসহ
লিঙ্কওয়াইজ কমোসেল প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN– U51909WB2011PTC159559)
হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানি/আবেদনকারী নং ২
এবং তাদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডারগণ

পিটিশনের বিজ্ঞপ্তি
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৩০ থেকে ২৩২, ৬৬, ৫২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানাবলীর সাথে পঠিতব্য (আপস, ব্যবস্থা ও একত্রীকরণ) বিধিমালা ২০১৬-এর অধীনে, **কনসেপ্ট ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড** (হস্তান্তরকারী কোম্পানি/আবেদনকারী নং ১) এবং **লিঙ্কওয়াইজ কমোসেল প্রাইভেট লিমিটেড** (হস্তান্তরিত কোম্পানি/আবেদনকারী নং ২) ও তাদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডারদের সমন্বিত ব্যবস্থা ও একত্রীকরণ পরিকল্পনা নিশ্চিতকরণের জন্য উপরোক্ত আবেদনকারীদের দ্বারা একটি আবেদনপত্র পেশ করা হয় এবং তা ২০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে গৃহীত হয়। উক্ত আবেদনপত্রটি মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের কলকাতা বেঞ্চে ৭ মে, ২০২০ তারিখে শুনানির জন্য ধার্য করা হয়েছে।
উক্ত পিটিশন সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক যে কোনো ব্যক্তিকে, পিটিশনারের প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারির কাছে, তার বা তার আইনজীবীর দ্বারা স্বাক্ষরিত, নাম ও ঠিকানাসহ তার অভিপ্রায়ের একটি নোটিশ এমনভাবে পাঠাতে হবে, যাতে তা পিটিশনের শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দুই দিন পূর্বে প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারির কাছে পৌঁছায়। যদি কেউ পিটিশনের বিরোধিতা করতে চান, তবে বিরোধিতার কারণসমূহ অথবা তার হলফনামার একটি অনুলিপি উক্ত নোটিশের সাথে জমা দিতে হবে। পিটিশনের একটি অনুলিপি, এর জন্য নির্ধারিত ফি প্রদানের বিনিময়ে, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যক্তিকে সরবরাহ করা হবে।
তারিখ: ১৮ এপ্রিল, ২০২৬ স্বা/-
স্থান: কলকাতা **অনিল কুমার মুরারকা**
(প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি)
উপরোক্ত আবেদনকারীদের পক্ষে
৪১-এ, এজেসি বোস রোড, ৪র্থ তলা,
স্যুট নং ৩০১, কলকাতা-৭০০০১৭
ই মেইল: anilmurarka@gmail.com

ফর্ম নং ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) নিয়মাবলি, ২০১৪-এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]
১. এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিন পর কিন্তু পরবর্তীতে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ – কলকাতা ১, কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-III এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে **কেসিএল ফ্যাশন এলএলপি,** একটি এলএলপি-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর XXI তম অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা যায়।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:
ক. ক্রেতা, বিক্রেতা, ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, প্রক্রিয়াজাতকারী, পরিবেশক, বিনিময় এবং যেকোনো উপায়ে যেকোনো প্রকারে লেনদেন করা; পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের জন্য তুলা, পশম, রেশম, খাদি বা যেকোনো ধরনের সুতা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বা কৃত্রিম তন্তু দ্বারা নির্মিত সকল প্রকারের কাপড় ও পোশাক, স্যুট, ড্রেসিং সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, সুতা এবং বস্ত্র সামগ্রী, ফ্যাশন ডিজাইনার এবং তৈরি পোশাক নিজস্ব উদ্যোগে অথবা কাজ বা চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালনা করা; এবং সকল প্রকার, গ্রেড ও ফর্মুলেশনের কাপড় এবং মধ্যবর্তী সকল বা যেকোনো পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকারী, ডিজাইনার, পরিবেশক, মজুতদার, আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক হিসেবে কাজ করা এবং বিশেষভাবে প্লাস্টিক, পলিয়েস্টার ফাইবার, পলিঅ্যাক্রিলোনাইট্রাইট, পলিভিনাইল অ্যাসিটেট, পলিপ্রোপেলিন, নাইলন এবং রেয়ন অন্তর্ভুক্ত।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারক এবং সঙ্ঘ সনদের একটি অনুলিপি **১১ ক্লাইভ রো, রুম নং ২বি, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০০০১**-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড–১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।
তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২৬
কেসিএল ফ্যাশন এলএলপি-র পক্ষে
স্বা/- **বিনীতা ভুতোরিয়া**
ডেজিগনেটেড পার্টনার
ডিপিআইএন: ০২৬৯৫৭৮৭

শ্যামপুকুর কেন্দ্রে প্রচারে শিশুকে আদর তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজার। রবিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

জনসভায় বক্তব্য পেশ করছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রয়েছেন ডোমকলের তৃণমূল প্রার্থী, প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবির। জনকল্যাণ মাঠে, রবিবার। ছবি: আজকাল

বেলেঘাটা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কুণাল ঘোষ। রয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলর অলকানন্দা দাস। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে, রবিবার। ছবি: আজকাল

বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, রাসবিহারী কেন্দ্রের প্রার্থী দেবাশিস কুমার। রয়েছেন দেবলীনা কুমার, রাজশ্রী চ্যাটার্জি।

চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নয়না ব্যানার্জির সঙ্গে প্রচারে স্বর্ণকমল সাহা। ৫২ নম্বর ওয়ার্ডে, রবিবার। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করল ইডি

আজকালের প্রতিবেদন

রবিবার সকালে ফের ইডি হানা। গ্রেপ্তার করা হল কলকাতার ব্যবসায়ীকে। এদিন সকালে সান এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার জয় কামদারের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। এর আগেও তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল। রবিবার দুপুরে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে আটক করে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে আনা হয়। বিকেলে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় ইডি আধিকারিকরা। তাঁর ছেলের কোচিং সেন্টারে তল্লাশি করা হয়েছে। শান্তনুবাবুর ছেলে বলেছেন, সাধারণ একটি তদন্ত চলছে। কিছু কাগজপত্র যাচাই করে দেখা হয়েছে। রাতে জানা গেছে, অসুস্থ বোধ করায় জয় কামদার আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

ভোট নিয়ে নগরপালের বৈঠক

আজকালের প্রতিবেদন

আর কয়েকদিন পরেই শহরে দ্বিতীয় দফার ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভাবে ভোটপর্ব সম্পন্ন করাই কলকাতা পুলিশের মূল লক্ষ্য। সে বিষয়ে রবিবার পুলিশ ট্রেনিং স্কুল (পিটিএস) অডিটোরিয়ামে লালবাজারের সমস্ত ইউনিটের আধিকারিক ও কর্মীদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন নগরপাল অজয় নন্দ। বাহিনীকে তিনি নির্দেশ দেন, 'শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্র করতে হবে। নির্বাচনের সময় প্রতিটি ইউনিটকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিজেদের মধ্যে সঠিক সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করতে হবে।' একইসঙ্গে কলকাতার ভোটারদের জন্য ভীতিমুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ করার নির্দেশও দেন নগরপাল অজয় নন্দ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত নগরপাল (১) ডি পি সিং ও যুগ্ম নগরপাল (এপি) শুভঙ্কর ভট্টাচার্য।

কাশীপুর–বেলগাছিয়া কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অতীন ঘোষের প্রচার। পাইকপাড়া এলাকায়, রবিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

তৃণমূল প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার। যাদবপুরে। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

সম্পত্তি বিক্রি করে স্কুলভবন নির্মাণ প্রাক্তনীর

আজকালের প্রতিবেদন

স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় যাই হোক না কেন, প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা সেই সব প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ। তাঁরা সমাজে নানা ভাবে অবদান রাখেন। উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয়, হাঠথুবা আদর্শ বিদ্যাপীঠের এমনই এক প্রাক্তনী দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। স্কুলেরই প্রাক্তনী ড. বিনয়কান্তি দত্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে তাঁর কাকা কৃষ্ণলাল দত্ত ও কাকিমা সুবর্ণপ্রভা দত্তের স্মৃতিতে স্কুলের তিনতলা প্ল্যাটিনাম জুবিলি ভবন নির্মাণে দিলেন ৫৫ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি এই ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল।

ড. বিনয়কান্তি দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইটি খড়্গপুর থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেন। আইআইটি, খড়্গপুর–সহ ভারত, আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজ করেছেন। অধ্যাপক দত্ত পরপর পাঁচ বছর স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারে সারা বিশ্বের প্রথম ২ শতাংশ সেরা গবেষকের তকমা পান। তিনি রাজ্যের প্রাক্তন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের যুগে ড. দত্তের এই অবদান সত্যিই অনুপ্রেরণামূলক বলে মনে করেন স্কুলের শিক্ষকরা।

নবনির্মিত হাঠথুবা আদর্শ বিদ্যাপীঠের কৃষ্ণলাল সুবর্ণপ্রভা ভবন। পাশে, স্কুলের প্রাক্তনী ড. বিনয়কান্তি দত্ত।

বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার

বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার হল। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকায়। মৃতের নাম শিভু কুণ্ডু (৬৪)। তিনি পূর্ব পুটিয়ারিতে একটি টিনের চালের বাড়িতে থাকতেন। এদিন সকালে বৃদ্ধকে ঘরের মেঝেতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তাঁকে এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

অস্ত্র কারবারির পুলিশ হেফাজত

পার্ক স্ট্রিট থানার একটি পুরনো অস্ত্র মামলার তদন্তে নেমে বড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। গোয়েন্দাদের জালে ধরা পড়েছে সোহেল আখতার নামে এক অভিযুক্ত। শনিবার গোয়েন্দারা বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করেন।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

এ সি মার্কেট বিল্ডিং, থার্ড ফ্লোর, ১ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০ ০৭১

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, চুক্তিমাফিক হারে সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তৎসহ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে তার উপর সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদির প্রেক্ষিতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের (প্রতীকী) তারিখ
১. মিঃ আরিফ খান, পিতা হানিফ খান **২. মিসেস সেনেহার বিবি,** স্বামী হানিফ খান **৩. মিসেস মুনমুন খাতুন,** পিতা আরিফ খান **৪. মিঃ আসরাফ আলি খান,** পিতা হাবিল খান **সকলের নিবাস:** পাঠানপাড়া, ইন্দ্রাণী, খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪২১৫৪	ক) ₹১২৫২৩৫২.৫৫/–, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৩২৩৩০৯৬৫–এর প্রেক্ষিতে ১২.১১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (এর মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ অবধি সুদ ধরা আছে) এবং ₹৩২৪২৫.৫৫/–, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৩২৩৩০৯৯৪–এর প্রেক্ষিতে ১২.১১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (এর মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ অবধি সুদ ধরা আছে) খ) **১৫.১১.২০২৫** গ) **১৮.০৪.২০২৬ (প্রতীকী)**

সূচি
বন্ধকি সম্পত্তির জমির বিবরণ

কমবেশি ২.৫ ডেসিমেল জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা ইন্দ্রাণী, জে এল নং ৪০, এল আর খতিয়ান নং ৭২১০, প্লট নং ১১৭০, থানা খড়গ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ, ইন্দ্রাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, তার উপর সকল বিল্ডিং এবং কাঠামো সহ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের (প্রতীকী) তারিখ
১. মিঃ হাসিবুল মণ্ডল পিতা চাঁদু মণ্ডল ইন্দ্রাণী, খড়গ্রাম, রামপুরহাট, মুর্শিদাবাদ–৭৪২১৫৯ **২. মিঃ চাঁদু মণ্ডল** পিতা অজিত মণ্ডল ইন্দ্রাণী, খড়গ্রাম, রামপুরহাট, মুর্শিদাবাদ–৭৪২১৫৭	ক) ₹১৫,৬৬,২৮০.৩০/–, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২৩৮৯১০৪০–এর প্রেক্ষিতে ১২.১১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (এর মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ অবধি সুদ ধরা আছে) এবং ₹৩০,৩৪৯.২৩/–, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০২৩৮৯১০৫৩–এর প্রেক্ষিতে ১২.১১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (এর মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ অবধি সুদ ধরা আছে) খ) **১৫.১১.২০২৫** গ) **১৮.০৪.২০২৬ (প্রতীকী)**

সূচি
বন্ধকি সম্পত্তির জমির বিবরণ

কমবেশি ৪ ডেসিমেল জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা ইন্দ্রাণী, জে এল নং ৪০, এল আর খতিয়ান নং ৭০৬৮, এল আর প্লট নং ১৮২৭, থানা খড়গ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ, ইন্দ্রাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, তার উপর সকল বিল্ডিং এবং কাঠামো সহ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের (প্রতীকী) তারিখ
১. মিঃ সাইফুল হক পিতা সিরাজুল হক **২. আকাশ শেখ** পিতা সফিদুল হক শেখ **উভয়ের নিবাস:** দিঘি পাড়া, আনন্দনগর, তারাপুর, খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪২১৬১	ক) ₹১২৬৭৪৮৮.৪৫/–, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৭২৯৬৬২৯৬–এর প্রেক্ষিতে ১২.১১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (এর মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ অবধি সুদ ধরা আছে) এবং ₹৫০,৮৯৮.৬০/–, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২৩০৩০০৭২৯৬৬৩১৭–এর প্রেক্ষিতে ১২.১১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (এর মধ্যে ০৫.০৫.২০২৫ অবধি সুদ ধরা আছে) খ) **১৫.১১.২০২৫** গ) **১৮.০৪.২০২৬ (প্রতীকী)**

সূচি
বন্ধকি সম্পত্তির জমির বিবরণ

কমবেশি ৩.৪৫ ডেসিমেল জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা সুন্দরপুর, জে এল নং ১৫৩, এল আর খতিয়ান নং ১৭৯২, প্লট নং ৩৮৬৫, ৩৮৬৬, সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা বরিনা, জেলা মুর্শিদাবাদ, তার উপর সকল বিল্ডিং এবং কাঠামো সহ।

তারিখ: ২০.০৪.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

TATA

টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড ঠিকানা: ফ্লোর নং ১১, টাওয়ার 'এ', পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই– ৪০০০১৩
ব্রাঞ্চের ঠিকানা: টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, অবনী সিগনেচার, ৯১/এ/১, পার্ক স্ট্রিট, ব্লক নং ৩০২, ফ্লোর নং ৩, কলকাতা– ৭০০০১৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–সহ পঠনীয় রুল ৮(৬) অধীনে]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১)–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ৩০ দিনের ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা এবং/সহ–ঋণগ্রহীতা বা তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ/ প্রতিনিধিগণ ('ঋণগ্রহীতাগণ')–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (টিসিএইচএফএল)–এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যা টিসিএইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিক দখল নিয়েছেন, তা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা ও সহ–ঋণগ্রহীতাগণের থেকে নীচে লেখা অনাদায়ী বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **'যেখানে আছে', 'যেমন আছে' এবং 'যা কিছু আছে' ভিত্তিতে ২১.০৫.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে। সম্পত্তিগুলির সংরক্ষণ মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, এই বিক্রি স্থগিত রাখা/ বন্ধ করা না–হলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি **২১.০৫.২০২৬ তারিখে দুপুর ২টোয় ই–নিলামের মাধ্যমে** বিক্রি করা হবে। ই–নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ডিমান্ড ড্রাফ্ট সমেত দরপ্রস্তাব খামে ভরে মুখবন্ধ অবস্থায় **সর্বশেষ ২০.০৫.২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে** টিসিএইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে ব্রাঞ্চের এই ঠিকানায় জমা দিতে হবে: **টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড,** অবনী সিগনেচার, ৯১/এ/১, পার্ক স্ট্রিট, ব্লক নং ৩০২, ফ্লোর নং ৩, কলকাতা– ৭০০০১৬।
সুরক্ষিত পরিসম্পদ/স্থাবর সম্পত্তির বিক্রি 'যেখানে আছে', 'যেমন আছে' এবং 'যা কিছু আছে' ভিত্তিতে আয়োজিত হবে যেগুলির তথ্য এখানে নীচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সংরক্ষণ মূল্য	নির্ধারিত তারিখের ভিত্তিতে বকেয়া অর্থাঙ্ক
১	**9163568**	মেসার্স ব্যানার ইন্ডিয়া লিমিটেড মিঃ কমল দামানি মিঃ নন্দকিশোর বাঙ্গুর	₹১,৩০,৫২,০৬৮/– এবং ১৭.০৭.২০১৯	₹২,৪২,০০,০০০/– বায়না জমা (ইএমডি) : ₹২৪,২০,০০০/– দখলের প্রকৃতি : বাস্তবিক	₹৪,৭৫,৫৩,৪৫৪/– ০৯.০৪.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা: নিম্নোক্ত বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে দুটি কার পার্কিং স্পেস সহ বিল্ডিংয়ের পঞ্চম তলে (৪ নং ফ্লোরে) সামান্য কমবেশি ২২৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত স্পেসের চিহ্নিত অংশের ইজারাধারণ অধিকারের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১৪, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা– ৭০০০০১, পুর ওয়ার্ড নং ৪৫, থানা– হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা পুরনিগমের এলাকাধীন, তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত উক্ত প্রেমিসেস/ বিল্ডিংয়ের কমন এরিয়া ও সুবিধাবলি ভোগদখলের সমানাধিকার।
দ্রষ্টব্য: ১) টিসিএইচএফএল এর বিরুদ্ধে ঋণগ্রহীতার দায়ের করা এসএ (এসএ/১৯/২০২০) মহামান্য ডিআরটি ১, কলকাতা সমীপে বিচারাধীন। উক্ত মামলায় টিসিএইচএফএল এর বিরুদ্ধে কোনও স্থগিতাদেশ জারি করা হয়নি। ২) লোন অ্যাকাউন্টের বকেয়ার উপর কলকাতা পুরনিগমকে প্রদেয় বকেয়া পুর কর ₹৮৫,০০,০০০/– (পঁচাশি লক্ষ টাকা মাত্র)।

দ্রষ্টব্য: বিড জমা দেওয়ার আগে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বিডারদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই নিলাম সংশ্লিষ্ট মামলার (যদি থাকে) রায় সাপেক্ষ হবে।
এই নিলামে অংশ নিতে নিজ নিজ দরপত্র ব্যক্তিগতরূপে জমা দেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই বিক্রির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা এই বিক্রি সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে জড়িত কোনও আধিকারিক বা অন্য কোনও ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রি হতে চলা এই স্থাবর সম্পত্তির কোনও স্বার্থ অধিগ্রহণ করতে পারবেন না।
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্তাবলি সহ নিম্নলিখিত শর্তাবলি সাপেক্ষ হবে:
এই ই–নিলাম https://auctionbazaar.com পোর্টালের মাধ্যমে ২১.০৫.২০২৬ তারিখে দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টের মধ্যে প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে আয়োজিত হবে।
শর্ত ও নিয়মাবলি:
১. এই তফসিলে উল্লিখিত বিবরণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুযায়ী দেওয়া হয়েছে, তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কোনওভাবেই জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। বিডের অর্থাঙ্ক বা বিডার সম্পর্কিত কোনও বিতর্ক দেখা দিলে অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে উক্ত লটের সম্পত্তি পুনরায় নিলাম করা হবে। **২.** নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না। ৩. বিড বাড়ানোর মূল্য হবে ₹১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র)। ৪. সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য পেশ করা প্রতিটি বিডের সঙ্গে ওপরে উল্লিখিত বায়না মূল্য (ইএমডি) বাবদ **'TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD.'**–এর অনুকূলে কাটা ও ওপরে লেখা ব্রাঞ্চের ঠিকানায় প্রদেয়মতে ডিমান্ড ড্রাফ্ট দিতে হবে। নিলামের পরে অসফল বিডারদের ডিমান্ড ড্রাফ্ট ফেরত দেওয়া হবে। এনইএফটি/ আরটিজিএস/ আইএমপিএস–এর মাধ্যমে ইএমডি প্রদানের জন্য অনুগ্রহপূর্বক অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। **৫.** সর্বাধিক বিডারকে সম্পত্তির ক্রেতা ঘোষণা করা হবে এই শর্তসাপেক্ষে যে তিনি বিড করার জন্য আইনত যোগ্য এবং পাশাপাশি নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য অপেক্ষা তাঁর তরফে পেশ করা বিডমূল্য কম নয়। প্রস্তাবিত বিক্রয়মূল্য স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত মনে হলে এবং এটি গ্রহণ করা অপরামর্শসিদ্ধ হলে সর্বাধিক দরপ্রস্তাব বাতিলের অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। **৬.** নথিভুক্ত কোনও কারণে অনুমোদিত আধিকারিক এই বিক্রি স্থগিত/ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। **৭. আগাম যোগাযোগের পরে ১৩.০৫.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পত্তি পরিদর্শন করা যাবে।** ৮. কোনও ব্যক্তিকে সফল ক্রেতা ঘোষণার তিনি সঙ্গে সঙ্গে বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে ক্রয়মূল্যের পঁচিশ শতাংশ অর্থমূল্য জমা দেবেন এবং এরূপে অর্থ প্রদানে তিনি ব্যর্থ হলে সম্পত্তি পুনরায় নিলামের/ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। **৯.** উপরোক্তমতো প্রাথমিক অর্থাঙ্ক জমা দেওয়া হলে, ক্রয়মূল্যের বাকি অর্থাঙ্ক সফল ক্রেতা সম্পত্তির বিক্রি নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫তম দিনের মধ্যে (বিক্রির তারিখ বাদ দিয়ে এবং উক্ত ১৫তম দিনটি রবিবার বা কোনও ছুটির দিন হলে ১৫তম দিনের পরবর্তী অফিস চলার দিনে) অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে জমা দেবেন। **১০.** ওপরে লেখা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্থমূল্য প্রদানে ব্যর্থ হলে নতুন বিক্রির ঘোষণাপত্র জারির পরে/ ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রি করা হবে এবং খেলাপকারী ক্রেতা দ্বারা সেই তারিখ অবধি জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক **টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড** দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং খেলাপকারী ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি বা পরবর্তীতে যে অর্থমূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তিটি বিক্রি হবে, তার ওপর সমস্ত দাবি হারাবেন। **১১.** টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড অবগত আছে, উক্ত সম্পত্তির ওপর এমন কোনও দায়ের বিশদ তথ্য: ওপরের টেবিলে উল্লেখ মতো। আগ্রহী বিডারদের প্রতি এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা বিধিবদ্ধ বকেয়া, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদির মতো সম্পত্তির ওপর বিধিবদ্ধ দায়গুলি সম্পর্কে নিজেরা স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে নেন। **১২. ই–নিলাম সম্পর্কিত বিশদ তথ্য, সহায়তা, পদ্ধতি এবং অনলাইন প্রশিক্ষণের জন্য সম্ভাব্য বিডাররা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: এআরসিএ ইমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ৬–৩–১০৯০/১/১, ফ্লোর নং ২, পার্ট 'বি', উমা হায়দরাবাদ হাউস, রাজভবন রোড, সোমাজিগুড়া, হায়দরাবাদ–৫০০০৮২, ই–মেল আইডি: contact@auctionbazaar.com/ support@auctionbazaar.com বা মণীশ বনসাল, ই–মেল আইডি: Manish.Bansal@tatacapital.com, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নম্বর: ৮৫৮৮৯৮৩৬৯৬। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের প্রশ্ন পাঠাবেন এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে: ৯৯৯৯০৭৮৬৬৯। ১৩.** ঘোষিত সর্বাধিক বিডমূল্যের ওপর সর্বাধিক বিডারকে ১% হারে টিডিএস আদায় দিতে হবে। এই অর্থাঙ্ক সর্বাধিক বিডারকে স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা(গণ) এর প্যান উল্লেখ করে জমা দিতে হবে এবং চালানের প্রতিলিপি আমাদের কোম্পানিতে পেশ করতে হবে। **১৪.** উপরোক্ত তথ্যগুলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট **https://surl.cc/ttcsjn** দেখুন। ১৫. এর পাশাপাশি অনুগ্রহপূর্বক এই লিঙ্কটিও দেখুন: **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html.**
অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন: এই সম্পত্তি বিক্রি/নিলামের জন্য উপরিলিখিত নিলামকারী অংশীদার ছাড়া অন্য কোনও ব্রোকার/এজেন্টকে টিসিএইচএফএল–এর তরফে নিয়োগ করা হয়নি। এই বিষয়ে যাবতীয় প্রশ্ন ও ব্যাখ্যার জন্য আগ্রহী পক্ষগণ কেবলমাত্র নিম্নস্বাক্ষরকারী বা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২০.০৪.২০২৬
স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক
টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ; নং ৯, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০৭২। ফোন–৮৯২৫৯৫১৯৯৬, ই–মেল: iob1996@iob.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

যেহেতু, **ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক**–এর অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে বিক্রির অধিকার সমেত গঠনমূলক দখল নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ(গণ) উক্ত বকেয়া পরিশোধে বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় সুদ ও মাশুল সমেত ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' ও 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রির প্রস্তাব রাখছেন। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা https://baanknet.com ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
১) এনসিএলটি লিকুইডেশনের অধীন কোম্পানির (মেসার্স শ্রী রাম শ মিল প্রাইভেট লিমিটেড)–এর বন্ধকদাতাগণ/জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা :
১) ওম প্রকাশ পাণ্ডে, পি–২১৪, ব্লক–এ, লেক টাউন, কলকাতা–৭০০০৮৯
২) শ্রী প্রকাশ পাণ্ডে, পি–২১৪, ব্লক–এ, লেক টাউন, কলকাতা–৭০০০৮৯
৩) রাম প্রকাশ পাণ্ডে, পি–২১৪, ব্লক–এ, লেক টাউন, কলকাতা–৭০০০৮৯
৪) সত্য প্রকাশ পাণ্ডে, পি–২১৪, ব্লক–এ, লেক টাউন, কলকাতা–৭০০০৮৯
৫) শুভাশিস দাসগুপ্ত, ৮৭/বি, কাশীপুর রোড, ব্লক এফ ২২ নং, কলকাতা–৭০০০০২
৬) অনিল কুমার মিশ্র, ১৬, পিটিআর সাইডিং, হাওড়া–৭১১১০২
৭) মায়া দেবী পাণ্ডে, পি–২১৪, ব্লক–এ, লেক টাউন, কলকাতা–৭০০০৮৯
৮) মুরলী ধর পাণ্ডে, পি–২১৪, ব্লক–এ, লেক টাউন, কলকাতা–৭০০০৮৯
৯) বিভা পাণ্ডে, পি–২১৪, ব্লক–এ, লেক টাউন, কলকাতা–৭০০০৮৯
২) এনপিএর তারিখ: **৩০.০৬.২০১৩**
৩) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ: **০৬.০৭.২০১৫**
৪) দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক: ক্যাশ ক্রেডিটের জন্য **৩০.০৬.২০১৫ অনুযায়ী ₹৩৬,৮১,৯৩,৯৩৫.৩৩,** তৎসহ উদ্ভূত সুদ, মাশুল।
৫) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ: **০৬.০১.২০১৬**
৬) দখল বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক: ক্যাশ ক্রেডিটের জন্য **৩০.০৬.২০১৫ অনুযায়ী ₹৩৬,৮১,৯৩,৯৩৫.৩৩,** তৎসহ উদ্ভূত সুদ ও মাশুল।
৭) দখল–গঠনমূলক।
*** স্থানীয় সরকারি বকেয়া (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি) সমেত অন্যান্য বকেয়া: ব্যাঙ্কের জানা নেই। বিডাররা সম্পত্তি সংক্রান্ত দায় স্বাধীনভাবে খতিয়ে জেনে নেবেন।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১:
সুরক্ষার বিশদ–
জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের সেকেন্ড ফ্লোরে অফিস স্পেস, মাপ ৪১০ বর্গফুট, প্রেমিসেস নং ১সি, জোড়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৬, কলকাতা পুরনিগমের অধীন।
মালিক: **শ্রী ওম প্রকাশ পাণ্ডে**
চৌহদ্দি: উত্তর: রাস্তা; **দক্ষিণ:** অন্যদের সম্পত্তি; **পূর্ব:** অন্যদের সম্পত্তি; **পশ্চিম:** রাস্তা
সম্পত্তি নং ২:
সুরক্ষার বিশদ–
২৬৫৯ বর্গফুট মাপের বাণিজ্যিক স্পেস, ১৩, মহিম চাঁদ দাস সরণি (পূর্বের রবার্ট সরণি), থানা বউবাজার, কলকাতা–৭০০০১২, কলকাতা পুরনিগমের অধীন ওয়ার্ড নং ৪৭।
সম্পত্তির মালিক: শ্রী ওম প্রকাশ পাণ্ডে, শ্রী শ্রী প্রকাশ পাণ্ডে, শ্রী সত্য প্রকাশ পাণ্ডে এবং শ্রী রাম প্রকাশ পাণ্ডে।
চৌহদ্দি: উত্তর: অন্যদের সম্পত্তি; **দক্ষিণ:** অন্যদের সম্পত্তি; **পূর্ব:** রাস্তা; **পশ্চিম:** অন্যদের সম্পত্তি
দ্রষ্টব্য: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩(৫) অনুযায়ী আমরা সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারার সংস্থানগুলির প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যার অধীনে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' ও 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রির মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য নোটিস প্রকাশের তারিখের আগে যে কোনও সময় সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুকূলে যাবতীয় বকেয়া ও অনাদায়ী অর্থাঙ্ক পরিশোধ দিয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা 'সুরক্ষিত পরিসম্পদ' ছাড়িয়ে নিতে পারেন। সুতরাং, উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত যাবতীয় বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি পরিশোধ দিয়ে ওপরে উল্লিখিত নোটিস প্রকাশের আগে সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা ও জামিনদারগণের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
কেবলমাত্র প্রকাশ্য নিলামের প্রক্রিয়া চালুর আগেই সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারাধীনে সম্পত্তি খালাসের অধিকার প্রাপ্য হবে, পরবর্তীতে নয়।

- সংবাদপত্রে প্রকাশের তারিখ : ২০.০৪.২০২৬
- নিলামের তারিখ ও সময় : ০৭.০৫.২০২৬, **দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৩টা**
- সংরক্ষণ মূল্য : **₹১৭,৭০,০০০/– (সম্পত্তি নং ১ এর জন্য) ₹৫৭,১৬,০০০/– (সম্পত্তি নং ২ এর জন্য)**
- ইএমডি : **₹১,৭৭,০০০/– (সম্পত্তি নং ১ এর জন্য) ₹৫,৭১,৬০০/– (সম্পত্তি নং ২ এর জন্য)**
- ইএমডি সহ বিডের জন্য অনলাইন আবেদন জমার শুরুর তারিখ : **২০.০৪.২০২৬** থেকে
- ইএমডি সহ বিডের জন্য অনলাইন আবেদন জমার শেষ তারিখ : **০৬.০৫.২০২৬ সন্ধ্যা ৬টা** পর্যন্ত
- বিড বিবর্ধন মূল্য : ₹৫০,০০০/– (সম্পত্তি নং ১ এর জন্য) ₹১,০০,০০০/– (সম্পত্তি নং ২ এর জন্য)
- স্বতঃসম্প্রসারণের সময়সীমা : ৫ মিনিট
- পরিদর্শনের তারিখ : ০৪.০৫.২০২৬
- যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: **(সম্পত্তি নং ১ এর ক্ষেত্রে)** নেই, [এসএস ৩২/২০১৬ (ডিআরটি ১ কলকাতা) ০১.০৫.২০২৬ তারিখে পোস্ট করা]
- যদি কোনও দায় সম্পর্কে জানা থাকে: **(সম্পত্তি নং ২ এর ক্ষেত্রে)** কোনও দায় নেই, অবশ্য, ডিআরটি ১, কলকাতা সমীপে পক্ষ এসএ ৩২/২০১৬ পেশ করেছে এবং অন্য মামলা টিএস ৫৪২/২০১৬ ব্যাঙ্কশাল কোর্ট, কলকাতা সমীপে পেশ করা হয়েছে।

*** বিধিবদ্ধ বকেয়ার আগে ব্যাঙ্কের পাওনা অগ্রাধিকার পাবে।**
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেখুন:
https://www.iob.in/e-Auctions.aspx (ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট)
https://baanknet.com (পরিষেবা প্রদানকারীর ই–নিলাম ওয়েব পোর্টাল)
তারিখ: ১০.০৪.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক

আমায় চেনো?

গত সোমবার **নাজমা হেপতুল্লার** ছবি ছাপা হয়েছে। ঠিক উত্তর দিয়েছেন: **প্রসূন কুমার সিংহ রায়**, আগরতলা; **সজলকান্তি ঘোষ**, বারুইপুর; **কুমার কান্তি ঘোষ**, মহামায়াতলা; **সৈয়দ সাদিক ইকবাল**, গ্রাম সিমলা; **শঙ্কর সাহা**, পতিরাম; **অভিষেক মল্লিক**, ডোমজুড়; **দেবাশিস বড়ুয়া**, সোদপুর; **মঙ্গলকুমার দাস**, রায়দিঘি; **অরুণ গুপ্ত**, নিউ রায়পুর রোড।

আজকাল
সোপান
আরও বড় হতে হবে

এই পাতা আপনাদেরই। শিক্ষার্থী, পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাধারণ পাঠক সকলের। এখানে আর কী কী বিষয়, বৈচিত্র যোগ করলে ভাল হয়, মতামত দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করুন, এটাই অনুরোধ। আমাদের জানাবেন এখানে : aajkaalsopan@gmail.com

সাইকোলজি

বহুজাতিক কোম্পানির বিজনেস এগজিকিউটিভ থেকে আইনজ্ঞ, স্কুলপড়ুয়া কিশোর-যুবক থেকে প্রৌঢ়-বৃদ্ধ, নানা মানসিক সমস্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন মনস্তত্ত্ববিদের কাছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত মানুষের ‘আফটার শক’-এর ‘ট্রমা’ কাটিয়ে উঠতেও ভরসা সাইকোলজিস্ট। এই পেশায় কেমন কেরিয়ার, কোথায়, কেমন পড়ার সুযোগ, তা নিয়েই এই লেখা।

মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৪০০-৫০০ বছরেরও আগে। সক্রেটিস, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য প্লেটো এবং তার পর অ্যারিস্টটলের হাত ধরে এর বিকাশ ও বিবর্তনের শুরু। আগে দর্শনের একটা অংশ হলেও গত ১৫০ বছরে এই বিষয়টি বিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনমাফিক এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, স্পোর্টস, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং সামাজিক আচরণের মতো পড়াশোনা।

কেমন কোর্স, কী পড়া

উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল স্তরে এই বিষয় পড়ানো না হলেও ডিগ্রিস্তরে সাইকোলজি বিষয়টি দেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হয়। আর পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স এবং জেনারেল পাস হিসেবে পড়ানো হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

• **আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম:** উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল স্তরে অন্তত ৬০% নম্বর থাকলে তবেই ভর্তির সুযোগ মেলে। উল্লেখ্য, সাইকোলজি সোশ্যাল সায়েন্সের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় ‘মার্জিনাল সাবজেক্ট’ হিসেবে বিএ এবং বিএসসি দুই গ্রুপেই অনার্স পড়া যায়।

• **পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম:** পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরেও সাইকোলজির ওপর এমএ অথবা এমএসসি ডিগ্রি পাওয়া যায়। ডিগ্রি নির্ভর করে প্রার্থী অনার্স স্তরে বিএ না বিএসসি কোর্স করেছেন তার ওপর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে এই বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে পড়ার সুযোগ রয়েছে। পড়া যায় সাইকোলজি এবং অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি বিভাগে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বারাসতে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সাইকোলজির ওপর এমএ এবং এমএসসি কোর্স করানো হয়। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটিতে সাইকোলজি নিয়ে ইন্টিগ্রেটেড বিএ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এখানে কাউন্সেলিং সাইকোলজির ওপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সও করানো হয়। সাধারণত সোশ্যাল ওয়ার্ক, হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি থাকলে এবং স্পেশ্যাল এডুকেটররা এই কোর্সের জন্য আবেদনের যোগ্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার ক্যাম্পাসে রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সার্টিফায়েড রিহ্যাবিলিটেশন সাইকোলজি এবং স্কুল কাউন্সেলিং-এর ওপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স করিয়ে থাকে।

এরাজ্য ছাড়াও সারা দেশে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে পড়ানো হয় এমন নামী কয়েকটি কলেজ হল— লেডি শ্রীরাম কলেজ ফর উইমেন, ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজ ফর উইমেন, জেসাস অ্যান্ড মেরি কলেজ, জাকির হুসেন দিল্লি কলেজ (মর্নিং), সোফিয়া কলেজ ফর উইমেন, মিথিলাবাই কলেজ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস, মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়, এসএইডিটি উইমেন্স ইউনিভার্সিটি (পুনে), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়।

উচ্চশিক্ষা

সাইকোলজিতে ৫০% নম্বর পেয়ে এমএ অথবা এমএসসি থাকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ওপর এমফিল করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীরা প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের পর পড়ার সুযোগ পান। সিইউ ছাড়া রিহ্যাবিলিটেশন সাইকোলজি, সাইক্রিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্ক বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ওপর এমফিল করার সেরা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হল— ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি (কলকাতা), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেল্‌থ অ্যান্ড নিউরো সায়েন্সেস (বেঙ্গালুরু), সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি (রাঁচি), ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (নিউ দিল্লি), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (সেকেন্দরাবাদ), গুজরাট ফরেন্সিক সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি। এমফিল করে কেউ উল্লিখিত শিক্ষা সংস্থা বা অন্যান্য দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ নিয়েও পিএইচডি করতে পারেন।

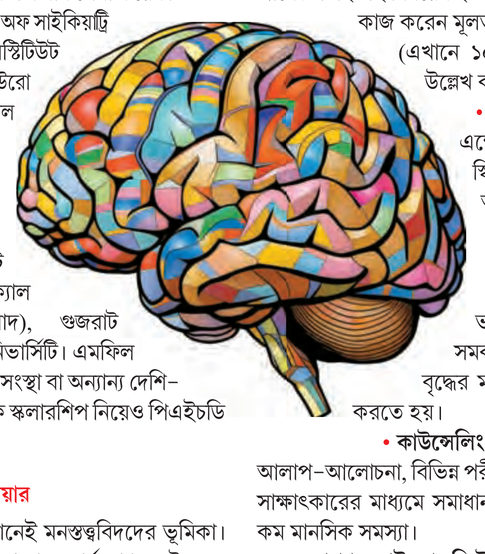

কোথায়, কেমন কেরিয়ার

যেখানেই ‘মন’, সেখানেই মনস্তত্ত্ববিদদের ভূমিকা। প্রয়োজন এতটাই যে সাধারণ অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে বিভিন্ন কমিউনিটি হেল্‌থ সেন্টার বা ভোকেশনাল রিহ্যাবিলিটেশনগুলোয় প্রশাসনিক সহায়ক হিসেবে কাজ পাওয়া যায়। এর মধ্যে কেউ যদি আরসিআই স্বীকৃত কোনও কোর্স করে লাইসেন্স পেয়ে যান, নিজে ঘরে বসেই চিকিৎসকদের মতো প্র্যাকটিস করে রোজগার করতে পারেন। কেউ সাইকোলজি নিয়ে পড়ে গবেষণাধর্মী কাজ করেন, কেউ আবার প্র্যাকটিস করেন। আবার অনেকে একই সঙ্গে দু’রকমই কাজ চালিয়ে যান। গবেষণাধর্মী কাজ করতে চাইলে বিভিন্ন রিসার্চ সেন্টার, ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবকদের গাইডেন্স সেন্টার, এমনকি বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোতে কাজ করতে পারেন। মনস্তত্ত্বের চর্চা করতে চাইলে রয়েছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি এজেন্সি, হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি। কে, কী ধরনের কাজ করবেন এটা সম্পূর্ণ তাঁর পছন্দমাফিক চলতে পারে। এটাই এই বিষয়ের ইউএসপি। তবে মনস্তত্ত্ববিদরা কাজ করেন মূলত এই সব বিষয়ের ওপর: (এখানে ১০টি প্রধান ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হল)

• **ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট:** এক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি, স্কিৎজোফ্রেনিয়া, আতঙ্ক বা অবসাদগ্রস্তদের সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করতে হয়। ক্লিনিক্যাল মনস্তত্ত্ববিদদের মূলত অটিস্টিক, মানসিক ভারসাম্যহীন, ডিসলেক্সিয়া, সমকামী, রূপান্তরকামী থেকে বৃদ্ধের মানসিক সঙ্কট নিয়ে কাজ করতে হয়।

• **কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট:** সাধারণ আলাপ-আলোচনা, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমাধান হয়, এমন অপেক্ষাকৃত কম মানসিক সমস্যা।

• **সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট:** এঁদের কাজ হল বিভিন্ন রিসার্চ ইনস্টিটিউশন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করা।

• **এডুকেশন সাইকোলজিস্ট:** স্কুল-কলেজ বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও অভিভাবক এবং প্রশাসনিক কাজে যুক্ত কর্তাব্যক্তিদের মনস্তত্ত্ব বিচার করে বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট, স্কুলের পরিবেশ যাচাই করে শিক্ষা পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত তা নির্ণয় করেন।

• **নিউরোসাইকোলজিস্ট:** মস্তিষ্কের কার্যকারিতার সঙ্গে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যে নিবিড় সম্পর্ক, তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করাই এঁদের কাজ।

• **ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্ট:** ব্যবসা হোক বা যে কোনও কর্মক্ষেত্রে পেশাজনিত চাপ কাটাতে মনস্তত্ত্ববিদরা বিভিন্ন কাজের ধরন গড়ন বুঝে মানসিক চাপ কাটাতে সাহায্য করেন। সংস্থার হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজাররাও এক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্টদের দ্বারস্থ হন।

• **ফরেনসিক সাইকোলজিস্ট:** অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে সাহায্য করেন এই সব পেশাদাররা।

• **স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট:** মানসিক কার্যকারিতা, কীভাবে সাফল্যের ওপর প্রভাব ফেলে সেসব শুধু খেলোয়াড়দেরই নয়, কোচ থেকে টিম ম্যানেজার, সবাইকে নিদান দেন এই সব মনস্তত্ত্ববিদরা।

• **হেল্‌থ সাইকোলজিস্ট:** এই বিষয়ের মনস্তত্ত্ববিদরা মূলত বায়োলজিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল এবং বিভিন্ন সামাজিক কারণগুলি ব্যক্তির রোগভোগ এবং সুস্বাস্থ্যের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে, তা বিচার করে।

• **রিসার্চ সাইকোলজিস্ট:** এই ক্ষেত্রের মনস্তত্ত্ববিদদের কাজটা এক ধরনের গবেষণামূলক। এঁরা মানসিক ব্যবহারিক, আবেগ, শারীরবৃত্তীয় ও সামাজিক আচরণগুলি পর্যালোচনা, নিরীক্ষণ, ইন্টারভিউ এবং সমীক্ষা করে গবেষণা করেন।

এ সব তো গেল বাছাই করা পদ এবং পেশাদারদের খোঁজ। কিন্তু বাস্তবে কোনও মনস্তত্ত্ববিদ বলতে পারবেন না, শুধুমাত্র এটিই তাঁর কাজের জায়গা। কারণ প্রযুক্তি বিজ্ঞান যত উন্নততর হতে থাকবে, ততই বাড়বে নিত্যনতুন শারীরিক ও মানসিক সমস্যা। আর সে সব সমস্যার সমাধান করতে ডাক পড়বে মনস্তত্ত্ববিদদের।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্মার্ট সোসাইটি, ইউনাইটেড কিংডমের স্প্রিঙ্গার নেচারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে আইইএম-ইউইএম গ্রুপ আয়োজন করল ইলেকট্রনিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংস, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স ও মেকাট্রনিক্সের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন ‘আইইএমট্রনিক্স ২০২৬’। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সদস্য এবং সিটি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের অধ্যাপক কেনেথ টি ভি গ্রাটান। দেশ-বিদেশের নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকজন নামী শিক্ষাবিদের পাশাপাশি সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান ইউইএম আচার্য অধ্যাপক বনানী চক্রবর্তী এবং উপাচার্য অধ্যাপক সত্যজিৎ চক্রবর্তী।

কাজের কথা

পাওয়ারগ্রিডে ৬৬০ ট্রেনি

ডিপ্লোমা ট্রেনি (ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, সার্ভে), জুনিয়র অফিসার ট্রেনি (এইচআর, ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) এবং জুনিয়র টেকনিশিয়ান ট্রেনি (সার্ভে) হিসেবে মোট প্রায় ৬৬০ শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করবে পাওয়ারগ্রিড। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছর। ১১ মে, ২০২৬-এর নিরিখে ২৭ বছরের কম বয়সীরা প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য। www.powergrid.in ওয়েবসাইটে আবেদন করা যাবে আজ থেকে। শেষ তারিখ ১১ মে। বিশদ তথ্য ওয়েবসাইটে।

সিআরপিএফে ৯০৯৫ কনস্টেবল

কনস্টেবল (টেকনিক্যাল এবং ট্রেডসমেন ও পায়োনিয়ার) হিসেবে ৯০৯৫ শূন্যপদে নিয়োগ হবে সিআরপিএফে। পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন আজ থেকেই। ১ জানুয়ারি, ২০২৬-এর নিরিখে বয়সসীমা ২১-২৭ ও ১৮-২৩ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। আবেদনের ফি ১০০ টাকা, যা তফসিলি ও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আবেদন ও ফি জমার শেষ তারিখ ১৯ মে। যোগ্যতামান, প্রার্থীবাছাই সম্পর্কিত বিশদ তথ্য rect.crpf.gov.in ওয়েবসাইটে।

সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স

কনস্টেবল (টেকনিক্যাল ও ট্রেডসম্যান এবং পায়োনিয়ার) পদের জন্য নিয়োগ-২০২৬

হেল্পলাইন নং ০১১-২৬১৬০২৫৫

শুরুর তারিখ: ২০/০৪/২০২৬
শেষ তারিখ: ১৯/০৫/২০২৬

সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স কনস্টেবল (টেকনিক্যাল ও ট্রেডসম্যান) এবং কনস্টেবল (পায়োনিয়ার) পদে নিয়োগ করছে। সাধারণত নিজেদের রাজ্য/ইউটি-র বাসিন্দা এমন পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীরা সিআরপিএফ ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.rect.crpf.gov.in-এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

১. **পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের জন্য বিজ্ঞাপিত শূন্যপদ:**
কনস্টেবল (টেকনিক্যাল ও ট্রেডসম্যান এবং পায়োনিয়ার) নিয়োগ-২০২৬-এর মাধ্যমে কনস্টেবল (টেকনিক্যাল ও ট্রেডসম্যান)-এর ৯১৭৫টি শূন্যপদ (পুরুষ-৯০৯৬ ও মহিলা-৭৯) এবং কনস্টেবল (পায়োনিয়ার)-এর ২০টি শূন্যপদ (পুরুষ) পূরণ করা হবে।
[**দ্রষ্টব্য:** প্রদত্ত শূন্যপদের সংখ্যা অস্থায়ী এবং প্রশাসনিক কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়ার যে কোনও সময়/পর্যায়ে তা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে।]

২. কনস্টেবল (টেকনিক্যাল ও ট্রেডসম্যান) এবং কনস্টেবল (পায়োনিয়ার) পদের শূন্যপদগুলি যথাক্রমে রাজ্য/ইউটি ভিত্তিক ও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পূরণ করা হবে। বিজ্ঞপ্তি এবং র‍্যাঙ্ক, বিভাগ, রাজ্য/ ইউটি ভিত্তিক শূন্যপদ সিআরপিএফ ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.rect.crpf.gov.in-এ উপলব্ধ রয়েছে।

৩. **বেতন ক্রম:** পে লেভেল-৩ (₹২১,৭০০-৬৯,১০০)

৪. **বয়সের সীমা:** ০১/০১/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী কনস্টেবল (ড্রাইভার) পদের জন্য প্রার্থীদের বয়সের সীমা ২১ থেকে ২৭ বছর এবং অবশিষ্ট পদ/ট্রেডগুলির জন্য ১৮ থেকে ২৩ বছর হতে হবে।
(**দ্রষ্টব্য:** সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী এসসি, এসটি, ওবিসি, প্রাক্তনী এবং অন্যান্য বিভাগের ব্যক্তিদের জন্য বয়সে ছাড় থাকবে।)

৫. **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার স্বীকৃত কোনও বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল্য, অথবা প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ক্ষেত্রে সমতুল্য সেনা যোগ্যতা।
[**দ্রষ্টব্য:** কনস্টেবল (ড্রাইভার) ও কনস্টেবল (মোটর মেকানিক ভেহিকেল) পদের জন্য টেকনিক্যাল যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তির নোটিস দেখুন।]

৬. **কীভাবে আবেদন করবেন:** আবেদনপত্রটি কেবলমাত্র অনলাইন মাধ্যমেই জমা দিতে হবে। প্রার্থীরা সিআরপিএফ ওয়েবসাইট https://www.rect.crpf.gov.in-এর মাধ্যমে তাঁদের আবেদন জমা দিতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন ২০/০৪/২০২৬ থেকে শুরু হবে।

(**দ্রষ্টব্য:** সিআরপিএফ ওয়েবসাইট https://www.rect.crpf.gov.in-এ বিজ্ঞপ্তির নোটিস দেওয়া রয়েছে।

ডিআইজি (রিক্রু), ডিরেক্টরেট জেনারেল
সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স

cbc19140/11/0001/2627

AAJKAAL 20.04.2026, KOLKATA, SILIGURI

জানাতে চাই

গ্রামের স্কুলগুলির পরিকাঠামোর দিকে নজর দেওয়া হোক

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সরকার পোষিত স্কুল, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির হাল শোচনীয়। বহু স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভাল বাথরুম বা টয়লেট নেই। আবার কোথাও তা থাকলেও তাতে না থাকে জল, না জ্বলে আলো কিংবা দরজা ভাঙা অথবা ব্যবহারের অনুপযোগী। অনেক শ্রেণিকক্ষে পাখা নেই, আবার পাখা থাকলেও তা অকেজো হয়ে রয়েছে। অনেক বিদ্যালয়েই দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিদ্যালয়ের ভিতরে, কখনও বা বাইরে যত্রতত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে। সাইকেল রাখার পর্যাপ্ত জায়গা বা স্ট্যান্ড না থাকায় এই অবস্থা। মিড-ডে মিলের খাবার খেতে বসার মতো পর্যাপ্ত জায়গারও অভাব রয়েছে বহু স্কুলে। পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে অনেক স্কুলেই। মাঝেমধ্যেই পানীয় জলের কলগুলি খারাপ হয়ে পড়ে। গ্রামের দিকে সন্ধের পর বেশিরভাগ স্কুল থাকে অন্ধকারে। এই সমস্ত স্কুলগুলিতে কি আলোর ব্যবস্থা করা যায় না? ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, স্কুলগুলি পরিদর্শন করুন মাঝেমধ্যেই।

আর এই সমস্যাগুলোর সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে স্কুলগুলির পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়ারাও উপকৃত হয়।

অসীম কুমার মিত্র
রসপুর ,আমতা, হাওড়া

এই সপ্তাহের বিতর্ক

নীতিশিক্ষা হয়ে গেল ডুমুরের ফুল

নাম, পুরো ঠিকানা, মোবাইল নম্বর-সহ ১০০ শব্দের মধ্যে আপনার মতামত আগামী শুক্রবারের মধ্যে জানান এই ই-মেল আইডি-তে: aajkaalsopan@gmail.com

গত সোমবারের বিতর্কের বিষয়

শিক্ষা এখন লাভজনক ব্যবসার নতুন দিগন্ত

শিক্ষা প্রধানত তিন প্রকার। আনুষ্ঠানিক (Formal), অনানুষ্ঠানিক (Informal) ও উপানুষ্ঠানিক (Non-formal)। তবে বর্তমানে সমাজ মাধ্যমের (Social Media) শিক্ষাকে চতুর্থ শিক্ষা ধরা যেতে পারে। প্রথম তিন প্রকার শিক্ষার মূল কথা জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও অভ্যাস অর্জনের সামগ্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু চতুর্থ শিক্ষার দাপটে সব শিক্ষাই আজ এলোমেলো। সেই সুযোগে থাবা বসিয়েছে শিক্ষার কারবারিরা। ছাত্রছাত্রী টানতে তারা ঢুকে পড়েছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্দরে-অন্তরে। তবে তারা গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে দূরে ঠেলে, রূপ দিয়েছে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার। তাই শিক্ষার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ খরচে পিছিয়ে পড়েছে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার।
— **দীপঙ্কর মান্না**
চাকপোতা, আমতা, হাওড়া

শিক্ষা সত্যিই এখন লাভজনক ব্যবসার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র গজিয়ে উঠছে নার্সারি স্কুল থেকে ডিগ্রি কলেজ। সেখানে শিক্ষা কতটা হয় বলা মুশকিল,তবে সবগুলিই যে এক একটা পয়সা কামানোর কল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখাপড়া না জানা অনেকেই এখন স্কুল, কলেজের ব্যবসায় নেমে পড়েছে। আমার মনে হয়, সরকারের এব্যাপারে রাশ টানার সময় হয়েছে। বেসরকারি স্কুল, কলেজ, কোচিং সেন্টারে লাগাম টানতে শিক্ষাকে পুরোপুরি সরকারের অধীনে আনা উচিত।
— **অতীশচন্দ্র ভাওয়াল**
কোন্নগর, হুগলি

শিক্ষা বর্তমানে একটি অত্যন্ত লাভজনক এবং দ্রুত বর্ধনশীল ব্যবসায়িক ক্ষেত্র, যা ডিজিটাল প্রযুক্তি ও দক্ষতার চাহিদার কারণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। অনলাইন কোর্স ও ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এআই (AI) টিউটর, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং হাইব্রিড লার্নিং মডেলগুলো কম পুঁজিতে উচ্চ মুনাফার সুযোগ তৈরি করেছে। প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং কোডিং-এর মতো ব্যবহারিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুব লাভজনক। ডিজিটাল পণ্য হওয়ায় এই ব্যবসায় উৎপাদন খরচ কম কিন্তু লাভ অনেক বেশি।
— **মঙ্গলকুমার দাস**
রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রাস্তার ধারে দুটো ঘর, একটু জায়গা থাকলেই হবে। নিশ্চিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বানানো যাবে। আর সেই ইংলিশ মিডিয়ামে অ্যাডমিশন, রি-অ্যাডমিশন, প্রাইভেট টিচার, প্রোজেক্ট, এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের মতো নানা খরচের বিষয় লেগেই থাকে। বাংলা মিডিয়ামও পিছিয়ে নেই। গ্রুপ-ওয়াইজ টিচার পাওয়াই দুষ্কর। ক্লাস এইট-নাইনে ৫-৬ জন গৃহশিক্ষক লাগে। আগেকার মতো সেই গুরু নেই, নেই সেই শিক্ষার্থীও। সেই শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কও নেই, নেই সেই ডিসিপ্লিন। ফলে শিক্ষা কম, বিদ্যে বোঝাই, যা অনেক ক্ষেত্রে কোনও কাজের নয়।
— **বাবুল চট্টোপাধ্যায়**
৩১/১/এ ওল্ড রাসখোলা রোড, খড়দহ

মানুষ গড়ার ‘কারখানা’ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসময় সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ধাপে ধাপে দেশজুড়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার বেসরকারি ‘শিক্ষা ব্যবসায়ী’দের সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দিতে থাকে। একদিকে যেমন অধিকাংশ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে ধুঁকছে, অন্যদিকে ‘এনজিও’র নামে শিল্পপতিরা বেসরকারি স্কুল, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল কলেজ চালু করছে। অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘টাকা’ই ভর্তির অন্যতম প্রধান মাপকাঠি। কোর্স-ফি নির্ধারণে সরকারি লাগাম প্রায় নেই। ফলে ‘শিক্ষা’ এখন ঝুঁকিবিহীন লাভজনক ব্যবসার নতুন দিগন্ত।
— **নিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই**
পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর

সরকার এখন নাগরিকদের শিক্ষার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে ব্যস্ত। সেই সুযোগে বহু সংস্থা শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করে চুটিয়ে ব্যবসা করতে নেমেছে। আর্থিক দুরবস্থার কারণে অনেক গরিব পরিবারের ছেলেমেয়ে ইচ্ছে থাকলেও পড়াশোনা চালাতে পারছে না। রাষ্ট্রই উদাসীন হলে শিক্ষা লাভজনক ব্যবসার নতুন দিগন্ত তো হবেই!
— **মৃত্যুঞ্জয় বোস**
৪/১১১, শেঠবাগান রোড, দমদম

এখন শিক্ষা টাকা দিয়ে কিনতে পারা যায়, টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায় ডিগ্রি। সিবিএসই বোর্ডে নাম নথিভুক্ত করে এখন পাড়ায় পাড়ায় অলিতেগলিতে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, প্রি-প্রাইমারি স্কুল, পাবলিক স্কুল ইত্যাদি নামে খুলছে। এখানে পড়াতে আসছেন চাকরি না পাওয়া সৎ, শিক্ষিত, মার্জিত কিছু গুণী ছেলেমেয়ে, যাঁরা নামমাত্র দক্ষিণায় পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই বলা যেতেই পারে, শিক্ষা এখন লাভজনক ব্যবসার নতুন দিগন্ত।
— **জয়ন্ত কুমার সাহা**
কৃষ্ণপুর, খালধার, কলকাতা

বর্তমানে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর সম্পর্ক অনেকটা বিক্রেতা ও খরিদ্দারের মতো, ফেলো কড়ি মাখো তেল। যত টাকা খরচ করা যাবে, তত বেশি নামী-দামি স্কুলে ভর্তির সুযোগ। কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাই লোকসানে চলে না।
— **অরুণ গুপ্ত**
সি৮৮, নিউ রায়পুর রোড, কলকাতা

আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে মুদি দোকানের থেকে প্রাইমারি বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা বেশি। আড়াই বছরেই বাচ্চাকে স্কুলে দিতে হবে। স্কুল ফি কম করে ১০ হাজার টাকা, সঙ্গে বই-খাতা ইত্যাদির নামে আরও হাজার তিনেক। সেই খাতা-পেন-বই স্কুল থেকেই নিতে হবে!
— **সুদীপ্ত ব্যানার্জি**
বড়বাগান, সিউড়ি, বীরভূম-৭৩১১০৩

ব্যবসায়ী মাত্রেই বেশি মুনাফার প্রকল্পে টাকা ঢালবেন, এটাই স্বাভাবিক। গোরক্ষকদের স্বর্গরাজ্য উত্তরপ্রদেশ একারণেই গোমাংস রপ্তানিতে দেশে শীর্ষে। সরকারি পাঠশালায় আজ মিড-ডে মিল বিতরণই প্রধান কাজ। তাই সাধ্যের বাইরে গিয়েও মানুষ সন্তানকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করছেন। ওপরের চাকচিক্য দেখে মানুষ ছুটছে।
— **তুষার ব্যানার্জি**
সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৬৫৮

সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়লেও শিক্ষার মান তলানিতে। লাভজনক ব্যবসা করছে অধিকাংশ বেসরকারি স্কুল। সরকার ও প্রশাসনের কড়া নজরদারি দরকার।
— **শিবপদ চক্রবর্তী**
কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

আজ বড় বড় ব্যানারে স্কুল, কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপন। যত্রতত্র বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অভিভাবকরা সাধ্যাতীত খরচ করেও ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছেন অনেক আশা নিয়ে। প্রশ্ন, প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন কি সত্যিই হচ্ছে?
— **শঙ্কর সাহা**
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর

শিক্ষা যে লাভজনক ব্যবসা, তার প্রমাণ বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও কোচিং সেন্টারের দ্রুত বৃদ্ধি। এতে শিক্ষার সুযোগ, পরিধি বাড়ছে ঠিকই, তবে শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরের ঝুঁকিও তৈরি করেছে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে নেতিবাচক নয়। শিক্ষাব্যবস্থা বাণিজ্যিক হলেও তার মান যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্য চাই কঠোর নজরদারি।
— **দেবব্রত ঘোষ**
বিএল-২৮৪, সল্টলেক, কলকাতা-৯১

সরকারি বিদ্যালয় ক্রমেই বন্ধ হচ্ছে। বেসরকারি বিদ্যালয়ের রমরমা বাড়ছে। প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। রি-অ্যাডমিশনের নামে প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মোটা টাকা কামানো তো ব্যবসাই। এখন সত্যিই বাণিজ্যে বসতে সরস্বতী!
— **সজল চক্রবর্তী**
৩কে, নস্করপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া

রাষ্ট্রের ন্যূনতম দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে নাগরিকদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্যের সুরক্ষা দেওয়া। আমাদের দেশে এখনও একটা বড় অংশের মানুষ লেখাপড়া জানেন না, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। এর জন্য দায়ী সচেতনতা, সঙ্গে আর্থিক দুরবস্থা। এর মূল কারণ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি। এই মুহূর্তে শিক্ষা নিঃসন্দেহে ভাল ব্যবসা।
— **সৈয়দ সাদিক ইকবাল**
গ্রাম সিমলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বেসরকারি স্কুল, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং ভাষাশিক্ষার মতো ক্ষেত্রগুলো ভারতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ হওয়ায় এই খাতে ব্যবসার ভাল সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রথাগত পড়াশোনার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতার সেন্টারগুলি তরুণ প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এছাড়াও স্মার্ট লাইব্রেরি, অনলাইন রিসোর্স এবং কেরিয়ার গাইডেন্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষা এখন ডিজিটাল ও সহজলভ্য হয়েছে।
— **দেবাশ্রিতা দাস**
সাহাপাড়া, আমতা, হাওড়া

ক্রিকেটে জয়ী দুই প্রধান

সিএবি প্রথম ডিভিশন চ্যাম্পিয়শিপে ইস্টবেঙ্গল (২৩০/১, সাত্যকি দত্ত অপরাজিত ১৩৮) ৯ উইকেটে জয়ী নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে (২২৬)। মোহনবাগান (৪০৪/৯, শাকির হাবিব গান্ধী অপরাজিত ১৪৪) ৩০৯ রানে হারায় বেলগাছিয়া ইউনাইটেডকে (৯৫)।

প্রবল বৃষ্টিতে এক ঘণ্টা বন্ধ থাকল ম্যাচ

দুর্যোগ সামলে শীর্ষে বাগান

১ মোহনবাগান
রবসন

০ নর্থইস্ট ইউনাইটেড

সায়ন গুপ্ত

গোল করে উল্লাস রবসন রবিনহোর। ছবি: মোহনবাগান

রবি-সন্ধ্যায় গুয়াহাটিতে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। ম্যাচের শুরু থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ৫ মিনিটের মাথায় মোহনবাগান যখন রবসন রবিনহোর গোলে এগিয়ে গেল, তখনও ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে খেলার মতো পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু সময় যত এগোল, বৃষ্টির তোড় তত বাড়ল। একসময় পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় ম্যাচ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হল প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে। প্রাকৃতিক বাধা, মাঠের দুরবস্থা সত্ত্বেও পাহাড় জয় করেই ফিরছে মোহনবাগান। নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে ১-০ হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় ফের শীর্ষে উঠে এল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ৯ ম্যাচে তাদের সংগ্রহে ২০ পয়েন্ট। দুইয়ে থাকা মুম্বই সিটি এফসির সঙ্গে ২ পয়েন্টের ব্যবধান। ম্যাচ শেষে রেফারির সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেন নর্থইস্টের কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি।

জেসন কামিংস এবং সাহাল আবদুল সামাদ কি শুরু থেকে খেলবেন? ম্যাচের আগে বাগান জনতার মধ্যে এটাই ছিল বহুচর্চিত প্রশ্ন। দু'জনকেই প্রথম একাদশে রাখলেন লোবেরা। সেইসঙ্গে মাঝমাঠ দাপাল মোহনবাগান (যতক্ষণ খেলার মতো পরিস্থিতি ছিল)। ৪ মিনিটেই একটা সাধারণ থ্রো থেকে নর্থইস্টের ডিফেন্স কেঁপে যায়। গোলরক্ষক গুরমিত সিংয়ের সঙ্গে একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে নিজে গোল করার চেষ্টা করতে পারতেন ম্যাকলারেন। দ্বিতীয় পোস্টে ফাঁকায় দাঁড়ানো রবসনকে বল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। যদিও রবসনকে গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। পরের মিনিটেই নয়নাভিরাম মুভ থেকে ব্রাজিলিয়ান তারকার গোল। ডান দিকে কামিংস, লিস্টনের পা ঘুরে বল আসে সাহালের কাছে। তাঁর মাপা কাটব্যাক থেকে হাফ টার্নে নিখুঁত শটে জাল কাঁপান রবসন। এরপর বৃষ্টির তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে ধীরে ধীরে ম্যাচ থেকে যাবতীয় সৌন্দর্য হারাতে থাকে।

প্রথমার্ধের শেষদিকে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির দাপটে দৃশ্যপট ক্রমে ঝাপসা হতে শুরু করে। ততক্ষণে মাঠের বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে একদিকের কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে জল জমে গিয়েছে। ভেজা ও ভারী মাঠে শরীর, বলের নিয়ন্ত্রণ রাখাই কঠিন। এই পরিস্থিতিতে প্রথমার্ধের খেলা কোনওমতে শেষ হয়। বিরতির পর দু'দলের ফুটবলাররা মাঠে নামলেও রেফারি ক্রিস্টাল জন দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু করতে পারেননি। মাঠের কিছু জায়গায় এতটাই জল জমে যে, বল গড়াচ্ছিল না। এই অবস্থায় ম্যাচ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে ফুটবলারদের সাজঘরে ফেরার নির্দেশ দেন জন। মাঠকর্মীদের চেষ্টায় ৯:৫০ মিনিট নাগাদ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়। মাঝে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামলেও খেলা শুরু হতেই ফিরল বৃষ্টির দাপট। মাঠ না জলাভূমি, বোঝা কঠিন। মাটিতে বল রেখে খেলা সম্ভব হচ্ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে এলোমেলো ফুটবল। শেষদিকে দু'বার গোললাইন থেকে বল ক্লিয়ার করেন বাগান ডিফেন্ডার মেহতাব সিং। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে খেতাবি দৌড়ে এগিয়ে গেল বাগান-ব্রিগেড।

মোহনবাগান: বিশাল, অভিষেক, মেহতাব, অলড্রেড শুভাশিস, সাহাল (সূর্যবংশী), অনিরুদ্ধ, লিস্টন (কিয়ান), কামিংস (দীপক), রবসন (মনবীর), ম্যাকলারেন (আমে)

ব্যাঙ্ককে তৃতীয় নর্ম পেয়ে গ্র্যান্ডমাস্টার আরণ্যক

অনির্বাণ সেনগুপ্ত

স্পেন, ফ্রান্স এবং থাইল্যান্ড। ২০২২-এ বার্সিলোনা। ২০২৪-এ আনমাস। ২০২৬-এ ব্যাঙ্কক। বিশ্বের তিন শহর থেকে এল তিনটি নর্ম। এলো রেটিং ২৫০০ ছাপিয়ে গিয়েছিল আগেই। রবিবার ব্যাঙ্কক চেস ক্লাব ওপেনে তৃতীয় নর্ম নিশ্চিত হতেই ভারত পেল দাবার আরও এক গ্র্যান্ডমাস্টার। তিনি আরণ্যক ঘোষ। ভারতের ৯৫তম গ্র্যান্ডমাস্টার তিনি। বঙ্গ দাবার সোনালি অধ্যায়ে ঢুকে পড়লেন আরণ্যক। এদিনই শেষ হয়েছে ব্যাঙ্কক চেস ক্লাব ওপেন। ৯ রাউন্ডের শেষে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ৯ দাবাড়ু রইলেন শীর্ষে। র‍্যাঙ্কিংয়ে আরণ্যক শেষ করলেন পাঁচে। কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ততক্ষণে ঘটে গিয়েছে। খুশির আবহ ঘোষ পরিবারে। ব্যাঙ্ককে আরণ্যকের সঙ্গেই ছিলেন মা সঞ্চিতা। কলকাতায় বসে তাঁদের আনন্দে সামিল হয়েছেন আরণ্যকের বাবা মৃণাল ঘোষ।

২০২২-এ স্যান্টস ওপেনে প্রথম জিএম নর্ম পান আরণ্যক। পরের নর্ম ২০২৪-এ আনমাস মাস্টার্সে। ২৫০০ এলো রেটিং পেরিয়ে গেলেও অপেক্ষা বাড়ছিল তৃতীয় ও চূড়ান্ত নর্মের। অবশেষে লক্ষ্যে পৌঁছে রবিবার সন্ধেয় ব্যাঙ্কক থেকে ফোনে আরণ্যক বলছিলেন, 'এর আগে বেশ কয়েকটা টুর্নামেন্টে তৃতীয় নর্মের কাছে পৌঁছেও পারিনি। আজ লক্ষ্যপূরণের দিন। খুশি তো বটেই, কিন্তু সত্যি বলতে কী, হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।'

ছ'বছর বয়সে দাবা খেলা শুরু আরণ্যকের। এখন তাঁর লাইভ রেটিং ২৫৪১। আরণ্যকের সেরা এলো রেটিং ছিল ২৫৫৫। গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার পর আরণ্যকের লক্ষ্য ২৬০০ রেটিং স্পর্শ করা। বাংলার গ্র্যান্ডমাস্টারদের মধ্যে সর্বোচ্চ রেটিং দীপ্তায়ন ঘোষের। তারপর সূর্যশেখর গাঙ্গুলি। আর তিনে আরণ্যক। ব্যাঙ্ককে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেছেন সূর্যও (র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনে)। আরণ্যক জানালেন, সপ্তম রাউন্ডে তিনি ও সূর্য মুখোমুখি হয়েছিলেন। খেলা ড্র হয়। টুর্নামেন্ট চলাকালীন আরণ্যককে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছেন সূর্য। গত মার্চে রাঁচিতে ন্যাশনাল র‍্যাপিডে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন আরণ্যক। ২০১৯-এ হয়েছিলেন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার (আইএম)। আরণ্যকের বাবা মৃণাল বলছিলেন, 'দীর্ঘ লড়াই অবশেষে সফল। বাবা হয়েও ওকে স্যালুট জানাই। অসম্ভব মনের জোর। কিছুটা আক্ষেপও আছে। স্পনসর পেয়ে প্রজ্ঞানন্দ, নিহাল সারিনরা কোথায় পৌঁছে গিয়েছে। অর্থ থাকলে, স্পনসর পেলে আরণ্যককে হয়তো এতদিন অপেক্ষা করতে হত না।'

ফের হার হরমনপ্রীতদের

দক্ষিণ আফ্রিকার (১৭.১ ওভারে ১৪৮/২) বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচেও ভারত (২০ ওভারে ১৪৭ অলআউট) হারল ৮ উইকেটে। ৫ ম্যাচের সিরিজে প্রোটিয়ারা এগোল ২-০ ব্যবধানে। রবিবার ডারবানের কিংসমিডে টস হেরে ভারত আগে ব্যাটিং পেলে ওপেনার শেফালি ভার্মা (৩৮ বলে ৫৭) ছাড়া কেউ ভাল রান করেননি। তিনটি করে উইকেট নেন টুমি সেখুখুনে ও ক্লোয়ি ট্রায়ন। প্রোটিয়া অধিনায়ক লরা উলভার্ট (৩৪ বলে ৫৪) ও অন্য ওপেনার সুনে লুস (৪৬ বলে ৫৭) অর্ধশতরান করেন। দু'উইকেট শ্রেয়াঙ্কা পাটিলের।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DATE CORRIGENDUM NO.4
To e-NIT No.- WBIW/EE/SDD/ e-NIT-16(2nd call)/2025-26,
Sl. No. 03 & 05
Tender ID: - 2026_IWD_1020210_3,5
In above e-NIT, for 02 (two) no of works, Last date of submission of bid (online) will be on 27.04.2026 at 13:00 Hrs. IST Other details may be seen in the website www.wbtenders.gov.in and www.wbiwd.gov.in and in the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer Suburban Drainage Division, Irrigation & Waterways Directorate.
ICA-T7432(1)/2026

মায়ামির ত্রাতা মেসি, গোল রোনাল্ডোরও

আজকালের প্রতিবেদন

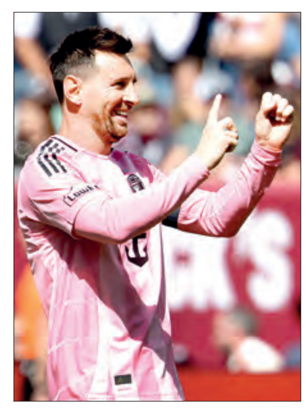

গোলের পর মেসি।

মেজর লিগ সকারে রবিবার লিওনেল মেসির জোড়া গোলে ভর করে কলোরাডোকে ৩-২ ব্যবধানে হারাল ইন্টার মায়ামি। এদিন ১৮ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে মায়ামিকে কাঙ্ক্ষিত লিড এনে দেন মেসিই। বক্সের মধ্যে মায়ামির এক ফুটবলারকে ফাউল করা হলেও রেফারি প্রথমে পেনাল্টি দেননি। পরে ভিএআর দেখে পেনাল্টি দেন। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে ২-০ করলেন হের্মান বের্তেরামি। দ্বিতীয়ার্ধে খেলায় ফেরে কলোরাডো। পরপর দুটি গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরায়। অবশেষে ৭৯ মিনিটে মেসির পা থেকে জয়সূচক গোল আসে।

অন্যদিকে, হাজার গোলের দিকে এগিয়ে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে আল ওয়াসালকে ৪-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল আল নাসের। ১১ মিনিটে কেরিয়ারের ৯৬৯তম গোল সেরে ফেলেন সিআর সেভেন। অর্থাৎ, রেকর্ড ১০০০ গোল থেকে মাত্র ৩১টি গোল দূরে রয়েছেন তিনি। এদিন গোল করেন সাদিও মানেও।

খেলার খুচরো

» মেয়াদ বাড়ছে আগরকারের

ভারতের জাতীয় ক্রিকেট নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান পদে অজিত আগরকারের মেয়াদ আরও এক বছর বেড়ে ২০২৭-এর জুন অবধি হচ্ছে বলে বোর্ড সূত্রে খবর। আগরকারের বর্তমান মেয়াদকালে ভারত তিন বছরে (২০২৪-২৬) দুটি বিশ্বকাপ-সহ তিনটি আইসিসি ট্রফি জিতেছে।

» আইনজীবীর দ্বারস্থ ইস্টবেঙ্গল

মিগেল ফিগেরাকে তিন ম্যাচ নির্বাসনের কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছে ফেডারেশন। রবিবার এই নিয়ে আইনজীবীদের দ্বারস্থ হল ইস্টবেঙ্গল। তাদের পরামর্শ নিয়েই ফেডারেশনের উত্তর দেওয়া হবে। তারপর শুনানির জন্য ডাকতে পারে ফেডারেশন। তারপরেও শাস্তি কমবে কি না, সন্দেহ ইস্টবেঙ্গলেই।

লিগ জমিয়ে দিল ম্যান সিটি

আজকালের প্রতিবেদন

চলতি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ফয়সালা কি করে ফেলল এতিহাদ? রবিবার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ঘরের মাঠ এতিহাদ স্টেডিয়ামে আর্সেনালকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিল সিটি। এই জয়ের ফলে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমিয়ে খেতাবি লড়াইকে নাটকীয় মোড় দিল পেপ গুয়ারদিওলার দল।

ঘরের মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল সিটি। ম্যাচের ১৬ মিনিটে রায়ান শেরকির দুর্দান্ত গোলে এগিয়ে যায় তারা। তবে লিড দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র দু'মিনিটের ব্যবধানে কাই হাভার্ৎজ গোল করে আর্সেনালকে সমতায় ফেরান। বিরতির পর দুই দলই জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেন আর্লিং হালান্ড। তাঁর গোলেই জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়ে ম্যান সিটি। গুরুত্বপূর্ণ এই তিন পয়েন্ট পকেটে পুরে লিগ জয়ের দৌড়ে মিকেল আর্তেতার দলের ওপর চাপ তৈরি করল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ৩৩ ম্যাচের পর আর্সেনাল ৭০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল। তবে, এক ম্যাচ কম খেলে সিটির পয়েন্ট ৬৭। বুধবার রাতে বার্নলিকে হারালে শীর্ষে উঠে আসবে তারা।

শনিবার জয়ের সরণিতে ফিরেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডও। চেলসির ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ১-০ ফলে জয়ী লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ৪৩ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেছেন মাতিয়াস কুনহা। ৩৩ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মাইকেল ক্যারিকের দল। এভার্টনের বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে জয়ী লিভারপুল। দুই গোলদাতা মহম্মদ সালা এবং ভার্জিল ভ্যান ডাইক।

(আর্সেনালকে হারিয়ে উচ্ছ্বসিত হালান্ড।)

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

রিজিওনাল অফিস: শিলিগুড়ি
হোম ল্যান্ড বিজনেস সেন্টার
২ নং ফ্লোর, থার্ড মাইল, সেবক রোড,
পোঃঅঃ- শালুগাড়া, থানা- ভক্তিনগর,
জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৮

০৮.০৫.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সংস্থান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত দখল নেওয়া সম্পত্তিগুলি অনলাইন উপায়ে নিম্নোক্তমতো ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, শাখার নাম ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, শিলিগুড়ি ২ শাখা কিলা ভবনস, রাজকুমার কমপ্লেক্স, স্টেশন ফিডার রোড, শিলিগুড়ি, পিন-৭৩৪০০৫ খ) মেসার্স আর অ্যান্ড আর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রোপ্রাইটর: স্বপন কুমার সাহা মুকুন্দ দাস রোড, পোঃঅঃ- শিলিগুড়ি বাজার, জেলা- দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০৫	ক) ₹৩১,৪৬,১৬৯.৫৮ ২৫.০৬.২০১৯ অনুযায়ী + ২৬.০৬.২০১৯ থেকে উদ্ভূত সুদ খ) ২৫.০৬.২০১৯ গ) ২৩.০৮.২০২২	উপরিস্থিত কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ৫ ডেসিমেল বা ৩.০২৫ কাঠা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- ভরতসিং, জে এল নং ১০২, তৌজি নং ৯১, পরগনা- পাথরঘাটা, খতিয়ান নং ১৩/১ (আর এস), ৫৩৮ (এল আর), অংশ বিশেষে প্লট নং ১৭৪ (আর এস), ৩৬০ (এল আর), থানা- মাটিগাড়া, জেলা- দার্জিলিং, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী স্বপন সাহা। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ৩৫৬ নং প্লটের জমি; দক্ষিণ- রাজীব সাহার জমি; পূর্ব- কাঁচা রাস্তা; পশ্চিম- রানিডাঙ্গা এসএসবি ক্যাম্প। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹১৫.৪৫ লক্ষ খ) ₹১.৫৫ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: রিজিওনাল অফিস শিলিগুড়ি মোবাইল: ৬২৯২৩ ২৯২৩৭ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.৫৫ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে
২.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, মাথাভাঙা শাখা হসপিটাল রোড, পশ্চিমপাড়া, মাথাভাঙা এসও, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৪৬ খ) মিসেস অপর্ণা সাহা, স্বামী- প্রয়াত অমল সাহা মিঃ অমিত সাহা, পিতা- প্রয়াত অমল সাহা মিস পাপিয়া সাহা, পিতা- প্রয়াত অমল সাহা মিঃ মদন গোপাল সাহা সকলের ঠিকানা: ওয়ার্ড নং ৮, দীনবন্ধু পল্লী, মাথাভাঙা, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৬১৪৬	ক) ₹২১,৩৯,৭৫৭.৭০ ১৭.০৫.২০২৩ অনুযায়ী + ১৮.০৫.২০২৩ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ খ) ২২.০৫.২০২৩ গ) ১৬.০৮.২০২৩	উপরিস্থিত কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ১.৬৫০ শতক বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা- কোচবিহার, থানা- মাথাভাঙা, থাক নং ২৯০, জে এল নং ১২২, মৌজা- ছোটখাটেরবাড়ি, আর এস খতিয়ান নং ১৫৭, আর এস দাগ নং ৩৫৯২, এল আর দাগ নং ৩৭৪৭, এল আর খতিয়ান নং ১৪০। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ভরত সাহার সম্পত্তি; দক্ষিণ- ক্ষীতিশ সূত্রধরের সম্পত্তি; পূর্ব- মীরারানি সাহার আইনি উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি; পশ্চিম- কালীপদ সাহার জমি। [এডিএসআর- মাথাভাঙা সমীপে রেজিস্টার্ড দলিল নং ০৩৭৪৮/২০০৭ মোতাবেক এই বিবরণ উল্লিখিত] [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹১৩.৩৮ লক্ষ খ) ₹১.৩৫ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: রিজিওনাল অফিস শিলিগুড়ি মোবাইল: ৬২৯২৩ ২৯২৩৭ ঙ) ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ ₹১.৩৫ লক্ষ BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই-ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ০৮.০৫.২০২৬, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট; ইএমডি জমার শেষ তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

-: শর্ত ও নিয়মাবলি :-

১. পরিসম্পদগুলি 'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে' ও 'যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে পরিসম্পদগুলি বিক্রি করা হবে না।
৩. কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাত্র একজন বিডার হলে সেই বিডার/ ক্রেতাকে সংরক্ষিত মূল্যের এক ডাক ওপরে বিড করতে হবে।
৪. আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) -এর মাধ্যমে কেবলমাত্র 'অনলাইন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি'তে নিলাম/ বিডিং আয়োজিত হবে।
৫. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের ১০% হারে ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক সরাসরি মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]-এর ই-ওয়ালেটে অথবা এখান থেকে চালান জেনারেট করে আরটিজিএস/ এনইএফটি-র মাধ্যমে উক্ত চালানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে সর্বশেষ ০৬.০৫.২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.COM (https://baanknet.com/)]-এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য: ৭০৪৬৬১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯১০১৭২ / ৮২৯১২২০২২০ / ৯৮৯২২১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com।
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগের পরে ২০.০৪.২০২৬ থেকে ০২.০৫.২০২৬ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে পরিসম্পদগুলি পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সফল ক্রেতা/সর্বাধিক বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% অর্থাঙ্ক (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি অন্তর্ভুক্ত করে) তাঁকে সর্বাধিক দরদাতা/সফল ক্রেতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাকি ৭৫% অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে বিক্রয় নিষ্পত্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে। ওপরে উল্লিখিত এই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সফল দরদাতা/ ক্রেতা পুরো বিক্রয়মূল্য আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, তাঁর তরফে জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. প্রযোজ্যমতো স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যে কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়া/ দর/ কর/ রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচাপাতি/ সরকারি বকেয়া/ যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া ইত্যাদি কেবলমাত্র সফল দরদাতা/ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
১০. তাঁদের বকেয়া পুরোপুরি আদায় না দিলে ওপরে লেখা তারিখ, সময় ও স্থানে নিলাম বিক্রি আয়োজনের ব্যাপারে উপরোক্ত ঋণ সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণের প্রতিও এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য হবে।
১১. কোনও কারণ না দেখিয়ে প্রাপ্ত যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব/বিড গ্রহণ বা বাতিল করা বা এই বিক্রি বাতিলের অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।
১২. এতদ্দ্বারা ওপরে লেখা ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাপাতি সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে, যেমনটা করতে তাঁরা ব্যর্থ হলে ওপরে লেখা সম্পত্তিগুলি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং এর পরেও যদি কোনও অর্থাঙ্ক বকেয়া থাকে, তাহলে তা সুদ ও মাশুল সমেত তাঁদের থেকে আদায় করা হবে।
১৩. বিশদ তথ্য কানাড়া ব্যাঙ্কের এই ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে: www.canarabank.com।

তারিখ: ১৭.০৪.২০২৬ স্থান: শিলিগুড়ি — অনুমোদিত আধিকারিক / কানাড়া ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) নিয়মাবলি, ২০১৪-এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিন পর কিন্তু পরবর্তীতে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ – কলকাতা ১, কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-III এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে **কেন্দাল পেপার্স এলএলপি**, একটি এলএলপি-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর XXI তম অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা যায়।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:
ক) সকল প্রকার ও শ্রেণীর কাগজ, বোর্ড এবং কাগজের ডিলার এজেন্ট, রপ্তানিকারক এবং আমদানিকারক হিসাবে ব্যবসা পরিচালনা করা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: প্যাকিং এবং র‍্যাপিং পেপার, ক্রাফট পেপার এবং ক্রাফট লাইনার, জি গ্রে পেপার, টেস্ট পেপার, সেমি-কেমিক্যাল ফিটিং পেপার, ওয়েলটিং পেপার, প্রিন্টিং পেপার, অ্যাবসর্বেন্ট পেপার, নিউজপ্রিন্ট পেপার, ইস্যু পেপার, কভার পেপার, ট্রায়োটিং পেপার, ফিল্টার পেপার, অ্যান্টিক পেপার, হরিনিশ পেপার, কোটেড পেপার, আর্ট পেপার, ব্যাংক পেপার, বোডামি, ব্রাউন বা বাফ পেপার, টাইটেল পেপার, কার্টিজ পেপার, ক্লাচ-লাইন্ড পেপার, অ্যাজুরসিড এবং ওয়েভ পেপার, ক্রিম ল্যাড এবং ওয়েভ পেপার, গ্রিজপ্রুফ পেপার, গামড পেপার, হ্যান্ডমেড পেপার, পার্চমেন্ট পেপার, ড্রয়িং পেপার, মানসলা পেপার, এনভেলপ পেপার, ট্র্যাকিং পেপার, ভেলুম পেপার, ওয়াটার-প্রুফ পেপার, কার্বন পেপার, সেনসিটাইজড পেপার, রাসায়নিকভাবে প্রক্রিয়াজাত কাগজ, পেস্ট বোর্ড, কার্ড বোর্ড, স্ট্র বোর্ড, মিলবোর্ড, গ্রে বোর্ড, পাল্প বোর্ড, লেদার বোর্ড, করোগেটেড বোর্ড, কিউপ্লেক্স এবং ট্রিপ্লেক্স বোর্ড, হার্ড বোর্ড, প্লাইউড বোর্ড, পোস্ট কার্ড, ভিজিটিং কার্ড ইত্যাদি।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারক এবং সঙ্ঘ সনদের একটি অনুলিপি **১১ ক্লাইভ রো, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১**-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।

তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২৬
কেন্দাল পেপার্স এলএলপি-র পক্ষে
স্বা/- **বিনীতা ভুতোরিয়া**
ডেজিগনেটেড পার্টনার
ডিপিআইএন: ০২৬৯৫৭৮৭

ফর্ম নং ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) নিয়মাবলি, ২০১৪-এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিন পর কিন্তু পরবর্তীতে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ – কলকাতা ১, কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-III এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে **আইএসপিএল অ্যাডভাইসরি এলএলপি**, একটি এলএলপি-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর XXI তম অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা যায়।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

ক. পরামর্শ, উপদেশ ও ব্যবস্থাপনা পরিষেবা প্রদান করা; কর্পোরেট কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কর্পোরেট পরিকল্পনা, একীভূতকরণ, অধিগ্রহণ, একত্রীকরণ, পুনর্গঠন, সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, মজুদ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক সহযোগিতা, ডেটাবেস পরিষেবা, তথ্য ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা, সম্ভাব্যতা ও প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুত করা, চুক্তি চূড়ান্তকরণ এবং প্ল্যান্ট চালুকরণে সহায়তা করা, খনি, সাংগঠনিক কাঠামো, প্রণোদনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রকল্প মূল্যায়ন, ভবিষ্যৎ প্রকল্প, সেমিনার ও কোর্স আয়োজন করা; সাধারণ ব্যবস্থাপনা, কর হিসাবরক্ষণ, বিপণন, কর্মী নির্বাচন, উৎপাদন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প প্রকৌশল, সফটওয়্যার উন্নয়ন ও সহায়তা, ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, নতুন উদ্যোগ স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনার সকল কার্যকরী ক্ষেত্রে সকল প্রকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পনা, পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করা; এবং রিয়েল এস্টেট ব্রোকার, ব্যবস্থাপনা পরামর্শক এবং কারিগরি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা।—

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারক এবং সঙ্ঘ সনদের একটি অনুলিপি **১১ ক্লাইভ রো, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১**-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।

তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২৬
আইএসপিএল অ্যাডভাইসরি এলএলপি-র পক্ষে
স্বা/- **বিনীতা ভুতোরিয়া**
ডেজিগনেটেড পার্টনার
ডিপিআইএন: ০২৬৯৫৭৮৭

ফর্ম নং ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) নিয়মাবলি, ২০১৪-এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিন পর কিন্তু পরবর্তীতে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ – কলকাতা ১, কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-III এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে **কেসিএল জুয়েলার্স এলএলপি**, একটি এলএলপি-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর XXI তম অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা যায়।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:
ক. ভারতে বা অন্যত্র উৎপাদন, নির্মাণ, নকশা প্রণয়ন, উন্নয়ন, পরিবর্তন, নির্মাণ, উৎসাহিতকরণ, পরিমার্জন, মেরামত, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ, নির্মাণ, রূপান্তর, বিচ্ছিন্নকরণ, সরবরাহ, বিনিময়, অপসারণ, স্থাপন, রূপান্তর, সমাপ্তকরণ, পালিশ, কর্তন, সংযোজন, ছাঁটাই, চুক্তি সম্পাদন, উপ-চুক্তি সম্পাদন, সরবরাহ, হিসাবভুক্তকরণ, ভাড়ায় প্রদান, ক্রয়, বিক্রয়, আমদানি, রপ্তানি, পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ের ব্যবসা পরিচালনা করা এবং এজেন্ট, দালাল, আদতিয়া, জব ওয়ার্কার, প্রেরক, ঠিকাদার, বিক্রেতা, সহযোগী, মজুতদার, পরিবেশক হিসেবে কাজ করা বা অন্যথায় সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম বা অন্যান্য মূল্যবান ধাতু যেমন সিটি গোল্ড এবং তার সংকর ধাতু, পণ্য, ঘড়ি, কাঁটাচামচ, বস্ত্র, বাসনপত্র, প্রাচীন সামগ্রী, বিভিন্ন জিনিসপত্র, তাদের অংশ, আনুষঙ্গিক সামগ্রী, ফিটিংস, উপাদান, উপকরণ এবং কাঁচামাল যা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম বা অন্যান্য মূল্যবান ধাতু যেমন সিটি গোল্ড এবং তার সংকর ধাতু দিয়ে তৈরি, এবং সেইসাথে মূল্যবান, অর্ধ-মূল্যবান, অনুকরণীয়, কৃত্রিম, প্রাকৃতিক বা অন্যান্য প্রকারের পাথর ও উপকরণের সকল আকার, আকৃতি, প্রকার, নকশা, প্রয়োগ, সংমিশ্রণ ও ব্যবহার নিয়ে ব্যবসা করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারক এবং সঙ্ঘ সনদের একটি অনুলিপি **১১ ক্লাইভ রো, রুম নং ২বি, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১**-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে হবে।

তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২৬
কেসিএল জুয়েলার্স এলএলপি-র পক্ষে
স্বা/- **বিনীতা ভুতোরিয়া**
ডেজিগনেটেড পার্টনার
ডিপিআইএন: ০২৬৯৫৭৮৭

ফর্ম নং ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) নিয়মাবলি, ২০১৪-এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির ১৫ দিন পর কিন্তু পরবর্তীতে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ – কলকাতা ১, কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-III এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে **এসএনসিএল প্রজেক্টস এলএলপি**, একটি এলএলপি-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর XXI তম অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা যায়।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগকারী হিসেবে ব্যবসা করা এবং বিশেষত জমি এবং/অথবা ভবন ক্রয়, বিক্রয়, ইজারা ও কেনাবেচা করা এবং মালিকানা, ক্রয়, বিক্রয়, উন্নয়ন, ভাড়া, ইজারা, উপ-ইজারা, রক্ষণাবেক্ষণ, বরাদ্দ, বরাদ্দ হস্তান্তর, প্রশাসন, বিনিময়, বন্ধক রাখা, বন্ধক গ্রহণ, ভাড়া দেওয়া, ইজারা দেওয়া, উপ-ইজারা দেওয়া, সমর্পণ করা, সমর্পণ গ্রহণ, ইজারা, প্রজাস্বত্ব বা উপ-প্রজাস্বত্ব গ্রহণ, অর্থ অগ্রিম প্রদান, ভাড়া এবং অন্যান্য আয় সংগ্রহ করা অথবা নির্মাতা, ভাড়াটিয়া এবং অন্যদের সাথে সকল প্রকার চুক্তি ও ব্যবস্থায় প্রবেশ করা।

খ. ভারতে বা অন্যত্র এস্টেট এজেন্ট এবং এস্টেট ম্যানেজার হিসাবে ব্যবসা পরিচালনা করা এবং যেকোনো ব্যক্তি, ফার্ম ও কোম্পানি, সরকার ও রাজ্য, সেইসাথে এই এলএলপি-র জন্য ভাড়া আদায়, মেরামত, স্থাবর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা করা; খাজনা চুক্তি প্রদান, ইজারা ও উপ-ইজারা দেওয়া এবং স্থাবর এস্টেট ও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত যেকোনো নির্মাণ, পরিবর্তন, উন্নয়ন, ভাঙন ও মেরামত কার্যক্রম এবং অন্যান্য সকল কাজ ও কার্যক্রম সম্পাদন, গ্রহণ বা তত্ত্বাবধান করা এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসা সম্পর্কিত সকল বিষয় ও সমস্যায় উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করার ব্যবসা বা অবকাশ যাপন করা এবং রিয়েল এস্টেট ও নির্মাণ ব্যবসার ক্ষেত্রে স্থপতি, নগর পরিকল্পনাবিদ, নগর উন্নয়নকারী, নির্মাতা, প্রবর্তক হিসাবে পরিষেবা প্রদান করা।

গ. ভারত বা বিদেশে সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, প্ল্যান্ট, সরঞ্জাম, ফিটিংস ও ফিক্সচার, কৃষি যন্ত্রপাতি, এবং সকল প্রকার শিল্প যন্ত্রপাতি, জাহাজ, তেল উত্তোলন কেন্দ্র, ট্রলার, জলযান, বার্জ, সকল প্রকার ও ধরনের মোটরগাড়ি ও যানবাহন, কম্পিউটার, সকল প্রকার অফিস সরঞ্জাম, সকল প্রকার ভোগ্যপণ্য ও শিল্পজাত পণ্য, বিক্রয় আমানত ভল্ট, সকল প্রকার ও ধরনের নির্মাণ যন্ত্রপাতি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্ল্যান্ট, বিমান, সকল প্রকার ও ধরনের ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ক্রয় এবং ইজারা, ভাড়া বা লিজে দেওয়ার ব্যবসা পরিচালনা করা। মজুদ পণ্য, খনিজ অধিকার, ছাড়পত্র, বিশেষাধিকার, লাইসেন্স, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি, উন্নত বা অনুন্নত, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সকল প্রকার জমি, খনি, সকল প্রকার ভবন ও কারখানা, কলঘর, কটেজ, হলিডে রিসোর্ট, বিনোদন ও চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, দোকান, ডিপো, গুদাম, কোল্ড স্টোরেজ, জেটি, বন্দর, মালামাল ওঠানো-নামানোর সুবিধা এবং সকল প্রকার নির্মাণ এবং তাতে যেকোনো অধিকার ও স্বার্থ; আবাসিক বাড়ি, হোটেল, অফিস ও বাণিজ্যিক ভবন, ব্যবসায়িক কেন্দ্র, বাজার, গুদাম, কারখানা, রাস্তা ও সেতু, হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, হলিডে রিসোর্ট, বিনোদন, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, সকল প্রকার ক্রীড়া ও অ্যাথলেটিক্স সুবিধা, বাগান, প্রতিষ্ঠান, বৃক্ষরোপণ, ফলের বাগান, কুঞ্জবন এবং সকল প্রকার ও বিবরণের নির্মাণ তৈরি, উন্নয়ন, প্রচার, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিক্রয় করা; ইজারা, ভাড়া, নির্মাণ, উন্নয়ন, বিক্রয়, ক্রয়, কিস্তিতে ক্রয় এবং কিস্তিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পরামর্শ, দালালির এবং উপদেষ্টা পরিষেবা প্রদান করা; স্থাবর সম্পত্তি, উন্নত বা অনুন্নত সম্পত্তির জন্য ঋণ প্রদান এবং গ্রহণ করা। অনুন্নত সম্পত্তি এবং ঋণসমূহের তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা প্রদান করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংঘবিধির একটি অনুলিপি **১১ ক্লাইভ রো, ৪র্থ তলা, কলকাতা-৭০০০০১** ঠিকানার কার্যালয়ে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি আপত্তি জানালে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড ১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও পাঠাতে হবে।

তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২৬
এসএনসিআই প্রজেক্টস এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/- **বিনীতা ভুতোরিয়া**
ডেজিগনেটেড পার্টনার
ডিপিআইএন: ০২৬৯৫৭৮৭

ইডেনে বরুণের প্রত্যাবর্তন, ব্যাটে উজ্জ্বল রিঙ্কু

নাইট শিবিরে অবশেষে জয়োল্লাস

সুতপা ভৌমিক

গ্রীষ্মের দুপুর, বিকেলে 'বার্গার' মোটেই সুখাদ্য নয়। কিন্তু রবি-সন্ধ্যায় হঠাৎই 'বার্গার-প্রেমী' হয়ে উঠল কলকাতা! কারণটা ভেঙে বলার কি দরকার আছে?

'কতটা পথ পেরোলে তবে পথিক বলা যায়?' সুমনের গানের লাইন ধার করে যখন প্রায় লিখে ফেলার ইচ্ছেটা তীব্র হয়েছিল, 'আর কতবার হারলে তবে কেকেআর বলা যায়?', ঠিক তখন রিঙ্কু সিংয়ের ক্যাচ ফেললেন রাজস্থানের নান্দ্রে বার্গার। পরিণতি? ম্যাচই ফসকে গেল গোলাপি-ব্রিগেডের হাত থেকে। আর এবারের আইপিএলে প্রথম জয় পেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৪ উইকেটে।

শুরুটা অবশ্য দিন শেষের মতো স্বস্তিদায়ক ছিল না। টস জিতে ব্যাটিং নেন রাজস্থান অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। পাওয়ারপ্লে-তে রাজস্থানের বিনা উইকেটে ৬৯। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে পনেরোর বিস্ময় বৈভব সূর্যবংশী ভরদুপুরে ইডেনের গ্যালারি মাতানোর রসদ জোগাচ্ছিল। বৈভব-তাণ্ডব না হলেও, মিনি শো দেখাল সমস্তিপুরের 'ছোঁড়া'। সূর্যের তেজ বেশি নাকি সূর্যবংশীর, টক্কর চলল। তবে সে টক্কর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 'রহস্য' ভেদ হয়ে যাওয়া স্পিনার বরুণ এদিন সফল হলেন বৈভবকে ফেরাতে। ২৮ বলে ৪৬। ইনিংসে ৬ চার, ২ ছয়। রাজস্থানের স্কোর তখন ৮১/১। একটু পরেই ৯৭/২। এবারও রাজস্থানের ধ্রুব জুরেল (৫)-কে ড্রেসিংরুমের রাস্তা দেখালেন বরুণই। আরেক ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল (২৯ বলে ৩৯) সুনীল নারাইনের বলে আউট। রাহানের হাতে ক্যাচ দিয়ে। ব্যস। যতটা গর্জন, ততটা বর্ষণ যে সবসময় হয় না। রাজস্থানে তো নয়ই। দিব্যি বোঝা গেল। বরুণ, নারাইন আর কার্তিক ত্যাগীর বোলিং তেজে ২০ ওভারে বড় রানের ধারে-কাছেও পৌঁছোতে পারল না রাজস্থান। বরুণ ৪ ওভারে ১৪ রান দিয়ে নিলেন ৩ উইকেট (তিনিই ম্যাচের সেরা)। নাইট বোলারদের মধ্যে কার্তিক ত্যাগী এক ওভারে ফেরালেন রবীন্দ্র জাদেজা (৭ বলে ৯), সিমরন হেটমায়ার (১৮ বলে ১৫), রবি বিষ্ণোইকে (২ বলে ০)। শেষমেশ ২০ ওভারে রাজস্থান তুলল ১৫৫/৯। নারাইন ২৬ রান দিয়ে নিলেন ২ উইকেট।

চেনা আগ্রাসন বৈভবের। ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়ছেন অনুকূল এবং রিঙ্কু। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

এত কম রান। কিন্তু কেকেআর-এর কাঁপুনি রোগ যাচ্ছে না! জোফ্রা আর্চারের প্রথম বলেই বোল্ড টিম সাইফার্ট (০)। এতদিন আইপিএলে কোনও ইনিংসের প্রথম বলে পাঁচবার উইকেট পেয়েছিলেন মহম্মদ সামি। আর্চার এদিন সামিকে ছুঁয়ে ফেললেন। পরের ওভারে বার্গারের দ্বিতীয় বলে জুরেলের হাতে ক্যাচ দিলেন নাইট নেতা অজিঙ্কা রাহানে (০)। কী যে হয়েছে তাঁর! ক্রমশই গুটিয়ে যাচ্ছেন, সিদ্ধান্তে ভুল হলেও 'হার্ড ওয়ার্ক' আর স্ট্রাইক রেটের গল্প বলছেন! এরপর ২৫.২০ কোটির ক্যামেরন গ্রিন ড্রেসিংরুমের রাস্তা ধরলেন। স্বদেশীয় কিংবদন্তি অ্যালান বর্ডার ইডেন গার্ডেন্সে হাজির। তাঁর সামনে '২৭'-এর পণ করলেন যেন গ্রিন! বল হাতে দু'ওভারে দিলেন ২৭ রান। ব্যাট হাতেও করলেন ২৭ রান! মুহূর্তে নাইটদের ৭০/৫।

এরপর সেই 'বার্গার-ক্ষণ'। নাইটদের রান তখন ৭৩/৫। ক্যাচ তুললেন রিঙ্কু। উইকেটকিপার জুরেলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। বল গলালেন বার্গার। ওটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। ৮-এর গেরো পেরিয়ে রিঙ্কু নিজেকে ফিরে পেলেন। অপরাজিত থাকলেন ৩৪ বলে ৫৩ করে। অনুকূল রায়ের সঙ্গে জুটি ৭৬ রানের। অনুকূল ১৬ বলে ২৯ করে অপরাজিত।

এই শহর জানে কেকেআরের প্রথম সবকিছু। সাত নম্বর ম্যাচে অবশেষে 'প্রথম' জয়, সেই তালিকা দীর্ঘায়িত করল। তবে পরপর দুই ম্যাচে নেতা রাহানের শূন্য, আইপিএলে তাঁর শূন্যের এক ডজন গল্প, এগুলো ঠিক ভুলে যাওয়ার মতো তথ্য নয়। তেমনই বলতে দ্বিধা থাকার কথা নয়, এই নাইট রাইডার্সের খেলা দেখা মানে 'ধৈর্য'র ইউপিএসসি পরীক্ষা! আর গ্রিনের খেলা? না থাক।

১ পয়েন্ট এসেছিল 'বৃষ্টি', মানে অন্য এক বরুণের সৌজন্যে। এবার এল ২ পয়েন্ট এবং জয়, 'বরুণ' চক্রবর্তীর সৌজন্যে।

স্কোরবোর্ড

রাজস্থান

যশস্বী ক রাহানে ব নারাইন	৩৯ (২৯)
বৈভব ক রমনদীপ ব বরুণ	৪৬ (২৮)
জুরেল স্টাঃ সাইফার্ট ব বরুণ	৫ (৭)
রিয়ান ব বরুণ	১২ (১৪)
হেটমায়ার ক অঙ্গকৃশ ব কার্তিক	১৫ (১৮)
ফেরেইরা ক ও ব নারাইন	৭ (৭)
জাদেজা ক গ্রিন ব কার্তিক	৯ (৭)
আর্চার রান আউট	৮ (৫)
বিষ্ণোই ক সাইফার্ট ব কার্তিক	০ (২)
ব্রিজেশ অপরাজিত	১ (৩)
অতিরিক্ত	১৩
মোট (২০ ওভারে, ৯ উইকেটে)	১৫৫

■ উইকেট পতন : ১/৮১, ২/৯৭, ৩/৯৯, ৪/১১৭, ৫/১২৪, ৬/১৪৪, ৭/১৪৬, ৮/১৪৬, ৯/১৫৫

■ বোলিং : বৈভব ৪-০-৩৭-০, কার্তিক ৪-০-২২-৩, গ্রিন ২-০-২৭-০, নারাইন ৪-০-২৬-২, বরুণ ৪-০-১৪-৩, রমনদীপ ২-০-২৬-০

কলকাতা

সাইফার্ট ব আর্চার	০ (১)
রাহানে ক জুরেল ব বার্গার	০ (২)
অঙ্গকৃশ এলবিডব্লু ব জাদেজা	১০ (১৯)
গ্রিন স্টাঃ জুরেল ব বিষ্ণোই	২৭ (১৩)
পাওয়েল ক ফেরেইরা ব জাদেজা	২৩ (২০)
রিঙ্কু অপরাজিত	৫৩ (৩৪)
রমনদীপ ব যশ	১০ (১৩)
অনুকূল অপরাজিত	২৯ (১৬)
অতিরিক্ত	৯
মোট (১৯.৪ ওভারে, ৬ উইকেটে)	১৬১

■ উইকেট পতন : ১/০, ২/৫, ৩/৩৭, ৪/৫২, ৫/৭০, ৬/৮৫

■ বোলিং : আর্চার ৪-০-৩৫-১, বার্গার ২-০-২০-১, বিষ্ণোই ৪-০-৪১-১, যশ ৪-০-২৫-১, জাজেজা ৩-০-৮-২, রিয়ান ১-০-১০-০, ব্রিজেশ ১.৪-০-২১-০

■ কেকেআর ৪ উইকেটে জয়ী

■ ম্যাচের সেরা: বরুণ চক্রবর্তী

ইডেনে ঘণ্টা বাজিয়ে ম্যাচ শুরু করলেন অ্যালান বর্ডার। পাশে সৌরভ গাঙ্গুলি।

সৌরভকে ধন্যবাদ আপ্লুত বর্ডারের

দেবাশিস দত্ত

কলকাতা পৌঁছেই মুম্বইয়ে ফোন করে সুনীল গাভাসকারকে জানালেন, তিনি সেই শহরে পৌঁছে গেছেন, যেখানে ৩৯ বছর আগে তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পারকিনসনে আক্রান্ত। কথা বলতে সময় নিচ্ছেন। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, বাঁ পা সামান্য টেনে চলছেন। কোনওরকমে লাগেজ হোটেলের ঘরে রেখে ব্লেজার বদলে পৌঁছোলেন ইডেনে। ৭০ বসন্ত পেরনো অ্যালান বর্ডার তখন নেহাতই শিশুর মতো, 'আগে মাঠের ভেতরটা দেখব। যখন বিশ্বকাপ জিতেছিলাম, তখন ইডেনে ছিল সিমেন্টের গ্যালারি। এখন তো দেখছি বাকেট-চেয়ার দিয়ে সাজানো হয়েছে ইডেন।'

'সেবারের ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইক গ্যাটিংয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব তখন ছিল চরম। এখনও রয়েছে, তবে দেখা হয় কম। ফরচুনেটলি সেবার ফাইনালে গ্যাটিংয়ের রিভার্স সুইপের কারণেই যে বিশ্বকাপ হারাতে হয়েছিল ওদের, সেটা মুখের ওপরই বিপক্ষ অধিনায়ককে বলেছিলাম। এখন দেখা কম হয়, কিন্তু মাঝেমাঝেই মনে করিয়ে দিই ওই রিভার্স সুইপের কথা। আর লজ্জায় লাল হয়ে যায় ওর মুখ।'

হোটেল থেকে মাঠে আসার পথে তিনি দেখলেন কলকাতাতেও বিরাট কোহলির জার্সি বিক্রি হচ্ছে। ইডেনমুখো অনেক দর্শকের গায়েও ১৮ নম্বর জার্সি। ছেলে ডিন সেটা উল্লেখ করতেই বর্ডারের প্রশ্ন, 'এই শহর থেকে সৌরভ গাঙ্গুলির মতো বিখ্যাত ক্রিকেটার এসেছে। তা হলে সৌরভের জার্সি বিক্রি হচ্ছে না কেন?' পরের মুহূর্তেই যোগ করলেন, 'বেঙ্গালুরুর গ্যালারিতে অদ্ভুত একটা জিনিস দেখলাম, ডিজে চিৎকার করছিল, হু ইজ দ্য কিং? জবাবে গ্যালারি বলছিল, বিরাট ইজ দ্য কিং। বেঙ্গালুরু বিরাটদের ফ্র্যাঞ্চাইজি। সেখানে বিরাটকে কিং হিসেবে তুলে ধরা হতেই পারে। তা হলে সৌরভকে নিয়ে এখানে ওরকম প্রচার হবে না কেন?'

ইডেনে ঘণ্টা বাজিয়ে খেলা শুরু করার প্রস্তাব পেয়ে ধন্যবাদ জানালেন সিএবি প্রেসিডেন্টকে, 'আমি কখনও ঘণ্টা বাজাইনি। অস্ট্রেলিয়াতে এই নিয়ম নেই। আমাদের ওখানে ঘণ্টা বাজা মানে, আম্পায়ারদের মাঠের ভেতরে যেতে বলা। শুনলে অবাক হবেন, লর্ডসেও কখনও ঘণ্টা বাজাইনি।' এটা শুনে সৌরভের মন্তব্য, 'তোমাকে ইংরেজরা ঘণ্টা বাজাতে দেবে? তুমি ওদের বলে বলে হারিয়েছ এক সময়। কখনও ৪-০, কখনও ৫-০। এটা ওরা ভুলতে পারে না। পরে আমিও ইংল্যান্ডকে হারিয়েছি।' সৌরভের যুক্তি শুনে বর্ডার হেসে লুটোপুটি খেলেন।

এরপর গেলেন প্রেসিডেন্ট বক্সে। ঢুকেই বললেন, 'মন দিয়ে বাচ্চা ছেলেটার খেলা দেখতে চাই।' দেখে তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'কম বয়স তো, ছটফটানিটা একটু বেশি। গায়ে অমানুষিক শক্তি। সব রকমের স্ট্রোক আছে হাতে। ওজন কমানোর কথা কেউ কি বলছে? এখন বয়স ১৫। আরও লম্বা হবে। ওজন কমালে আরও ভাল রিফ্লেক্স হবে। তখন বৈভবের ব্যাটিং আরও জমাট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তবে ইংরেজ প্রচারমাধ্যম যেভাবে ওকে এই শতাব্দীর ব্র্যাডম্যান হিসেবে চিহ্নিত করছে, সেটা শুনে আমি অবাক। আসল ব্র্যাডম্যানের পর তো আমরা কম ব্র্যাডম্যান দেখিনি। বৈভব হয়তো ব্র্যাডম্যানকেও ছাপিয়ে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে তো নয়। আমি এই মুহূর্তে বাঁচতেই বিশ্বাসী।' *(ছবি: সিএবি)*

অনেককে আজ কাঁদতে দেখলাম: বরুণ

বিশ্বজিৎ দাস

ছুটির দুপুর। মধ্য এপ্রিলের চাঁদিফাটা রোদ। তাও রবিবার প্রায় ৫২ হাজার দর্শক ইডেনে হাজির ছিলেন প্রিয় দলের জন্য গলা ফাটাতে। সন্ধ্যায় দলের জয়ের সঙ্গে একমুখ হাসি সঙ্গী করে তাঁরা বাড়ির পথ ধরলেন।

শুধুই কী সমর্থককুল! কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরও তো এই কাঙ্ক্ষিত জয়ের অপেক্ষায় বসে ছিল চাতক পাখির মতো। সেই টি২০ বিশ্বকাপ থেকে কার্যত ফর্ম হাতড়ানো বরুণ চক্রবর্তীও তো দুর্দান্ত এক প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন। এদিন সবকিছুর সাক্ষী থাকল ক্রিকেটের নন্দনকানন। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে জয়ের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বরুণ বললেন, 'এই জয় আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড্রেসিংরুমে আজ আমি অনেকের চোখে জল দেখেছি যা ২০২৪ সালে আইপিএল জেতার পরেও দেখিনি। ম্যাচ জিততে পারছিলাম না। বাইরের কথা খেলোয়াড়দের কিছুটা হলেও প্রভাবিত করে। টুর্নামেন্টের শুরুতে একাধিক চোট-আঘাত দলকে দুর্বল করেছিল। অবশেষে জয় এল। তবে এখনও উন্নতির অনেক জায়গা রয়েছে।'

নাইটদের অধরা জয়ের মতো ফর্ম হাতড়ানো বরুণকে নিয়েও তো কম সমালোচনা হয়নি। বল হাতে নিজের ঘুরে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে বরুণের প্রতিক্রিয়া, 'আজ তিন উইকেট পেয়েছি বলে বড় কথা বলতে চাই না। এটাই ক্রিকেটের ধর্ম। পরের ম্যাচে যদি উইকেটে কোনও রসদ না থাকে তাহলে আবার স্পিনারদের ওপর ব্যাটাররা চড়াও হবে। তাই বাইরে থেকে কে কী বলছে, সেটা নিয়ে কখনওই ভাবি না।' গত তিন ম্যাচের তুলনায় এদিন ইডেনের উইকেট কিছুটা স্লো ছিল। বল থমকে আসছিল। নাইটরা কি ঘরের মাঠে এই সুবিধেটাই চায়? বরুণের জবাব, 'আমাদের দল যে কোনও পিচে খেলার জন্য তৈরি।'

স্বস্তির জয়। স্বীকার করে নিয়েছেন নেতা অজিঙ্কা রাহানেও। ম্যাচ শেষে চাপমুক্ত দেখাচ্ছিল নাইট অধিনায়ককে, 'আজ আবেগের চড়াই-উতরাই দেখেছি। রিঙ্কু, অনুকূল, বরুণের জন্য প্রচণ্ড আনন্দ হচ্ছে। এই জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল।' এদিনের ইডেন আরও এক অনন্য দৃশ্যের সাক্ষী থাকল। ফুটবল মাঠের মতো ম্যাচের শুরুতে ইডেন গ্যালারিতে নাইটদের সমর্থনে জোড়া টিফো নিয়ে হাজির হয়েছিলেন দর্শকরা। দিন শেষে সেটাই গ্যালারির দৃশ্যপট হয়ে থাকল।

লখনউকে হারিয়ে পাঞ্জাব অপরাজিতই

আজকালের প্রতিবেদন

নিজেদের ঘরের মাঠ নিউ চণ্ডীগড়ে রবিবার সন্ধ্যায় লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে পাঞ্জাব কিংসের লক্ষ্য ছিল একটাই— অপরাজিত তকমা ধরে রাখা। রবিবার লখনউকে ৫৪ রানে হারিয়ে চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত রইল শ্রেয়স আয়াররা। পাঞ্জাব কিংসের তোলা ২৫৪ রানের জবাবে লখনউ থামল ২০০-তে।

টস জিতে লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন। পাঞ্জাব কিংসের শুরুটা অবশ্য ভাল হয়নি। ইনিংসের তৃতীয় বলেই মহম্মদ সামির শিকার হন প্রভসিমরন সিং (০)। তবে শুরুর সেই ধাক্কা সামলে দ্বিতীয় উইকেটে ১৮২ রানের জুটি গড়েন ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য এবং কুপার কনোলি। পাওয়ারপ্লে-র শেষ ওভারে মহসিন খানের বিরুদ্ধে ২০ রান তুলে প্রিয়াংশ তাঁর আগ্রাসন শুরু করেন। মাত্র ১৯ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন তিনি। অন্যপ্রান্তে কুপার কনোলিও বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন। ত্রয়োদশ ওভারে এইডেন মার্করাম বোলিং করতে এলে পাঞ্জাব ৩২ রান সংগ্রহ করে। সেই ওভারে কনোলি প্রথম তিনটি বলে তিনটি ছক্কা মারেন এবং শেষ দুটি বলে ছক্কা হাঁকান প্রিয়াংশ। শেষ পর্যন্ত ৪৬ বলে ৮৭ রান করে আউট হন কনোলি (৮টি চার ও ৭টি ছক্কা)। প্রিয়াংশও তাঁর শতরান থেকে মাত্র ৭ রান দূরে থাকতে সাজঘরে ফেরেন (৩৭ বলে ৯৩, ৪টি চার ও ৯টি ছক্কা)। মার্কাস স্টয়নিসের ১৬ বলে ২৯ এবং শশাঙ্ক সিংয়ের ৬ বলে ১৭ রানের ক্যামিওতে পাঞ্জাব নির্ধারিত ২৫৪/৭ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে।

তাড়া করতে নেমে লখনউ ৬১ রানে প্রথম উইকেট হারায়। তারপর আস্কিং রেটের চাপ ম্যাচ থেকে তাদের ক্রমশ দূরে ঠেলতে থাকে। লখনউয়ের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। তিনি ২৩ বলে ৪৩ রান (১টি চার ও ৪টি ছক্কা) করে আউট হন। টপ অর্ডারে মিচেল মার্শ ২৮ বলে ৪০ রান এবং আয়ুশ বাদোনি ২১ বলে ৩৫ রান করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। পাঞ্জাবের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে লখনউ ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২০০ রানে আটকে যায়। ৩৭ বলে ৯৩ রানের অনবদ্য ইনিংসের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন প্রিয়াংশ আর্য।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাঞ্জাব ২৫৪/৭, ২০ ওভারে, প্রিয়াংশ ৯৩, কনোলি ৮৭, প্রিন্স ২/২৫। লখনউ ২০০/৫, ২০ ওভারে, ঋষভ ৪৩, মার্শ ৪০। জানসেন ২/৩৭

■ পাঞ্জাব জয়ী ৫৪ রানে

■ ম্যাচের সেরা প্রিয়াংশ আর্য

আজ

গুজরাট : মুম্বই

সন্ধে ৭-৩০

স্টার স্পোর্টস। জিও হটস্টার